উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩০ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 17 November 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

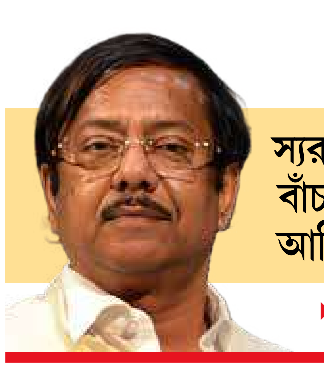

স্যর আমাকে বাঁচতে দিন, আর্জি বালুর

» সাতের পাতায়

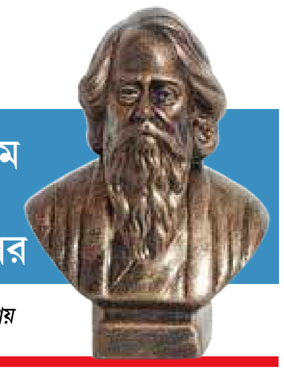

ফলকে নাম ফিরছে রবি ঠাকুরের

» সাতের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

জয় বাবা প্রচারসর্বস্বনাথের জয়, তুমিই প্রভু যুগ যুগ জিও

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আমার ছবিটা নিতেই হবে তোমাদের। কাটা যাবে না, যাবে না, যাবে না।

এক পাশে ডেভিড বেকহ্যাম, অন্য পাশে শচীন তেন্ডুলকারকে নিয়ে বসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান শাহেনশা জয় শা। মুম্বইয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের ভিভিআইপি বক্সে।

অমিত শা'র পুত্রের কাণ্ড দেখে মনে পড়ে গেল এক যুগ আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলো। মোহনবাগান ক্লাবের আধা বা সিকি কর্মী থাকার সময়। তিনিও ঠিক এভাবেই তারকাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বা বসে ছবি তুলতেন। যাতে কাগজে বা টিভিতে ছবিটি ব্যবহারের সময় তাঁর ছবি কেটে অন্যগুলো ব্যবহার করা না যায়। তাঁকে সেই ফ্রেমে রাখতেই হবে।

নতুন বিদেশি ফুটবলার এসেছেন বিমানবন্দরে। তাঁদের মাঝে বাবুন। তাঁরা সই করতে যাচ্ছেন আইএফএতে, মাঝে বাবুন। তখন থেকেই পূর্ণ আকুতি ছিল কাগজে, টিভিতে নিজের ছবি ছাপানোর। বলতেন সেই কথাটা-- 'আমার ছবিটা নিতেই হবে তোমাদের। দেখবে, কাটা যাবে না।'

প্রচারপ্রিয় লোকেরা বিলক্ষণ জানেন, কোন জায়গায় বসে থাকলে টিভি ছবিটা দেখাতে বাধ্য, কাগজও ছাপাতে বাধ্য। ক্রিকেটের জয়বাবুও 'জয় বাবা প্রচারসর্বস্বনাথের জয়' মন্ত্রে বিশ্বাসী। নইলে বেকহ্যাম এবং তেন্ডুলকারের মাঝে তো তাঁর থাকার কথা নয়। ভারতীয় বোর্ডের কাউকে যদি বসতেই হত, তা হলে সেই লোক ছিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট রজার বিনি। তা তিনি গেলেন কোথায়? স্বভাবলাজুক বিনিকে এখানেও দশ গোল দিয়েছেন জয় বাবা প্রচারসর্বস্বনাথ। যা সবসময়ই দিয়ে চলেছেন।

বিজেপির মহানেতাদ্বয় অন্য পার্টির পরিবারবাদ নিয়ে সোচ্চার হন মাঝে মাঝে। বলুন তো, পরিবারবাদ-নেপোটিজম ছাড়া কি বেকহ্যাম-তেন্ডুলকারের মাঝে বসা যেত?

এমন প্রচারপ্রিয় লোকদের তিনটে গুণ থাকা খুব জরুরি। এক, বিন্দুমাত্র চক্ষুলজ্জা থাকলে হবে না। চোখে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো- এটাই আদর্শ স্লোগান তাঁদের। দুই, মিডিয়ায় কোন অ্যাঙ্গেল খাবে, সেটা বুঝতে হবে। সেই বুঝে সব ব্যবস্থা। তিন, প্রচার নিতে জানতে হবে। পকেটে রাখতে হবে প্রচারবিদদের।

মোহনবাগানে সামান্য সিকি, খুচরো কর্মী হিসেবে শুরু করে মমতার ভাই বাবুন এখন বাংলার সর্বোচ্চ ক্রীড়া সংস্থার মাথায়। কীসের যোগ্যতায় কেউ জানেন না। দেশের খেলার উন্নয়নের সূচক জাতীয় গেমসে বাংলা নামতে নামতে পদক তালিকায় ১৮-তে শেষ করেছে এবার। রাজ্য সরকারের মাথাব্যথা নেই। জয় শা'র ব্যাপারেও এক কথা। বোর্ডের পুরোনো দুর্নীতি সব চাপা পড়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার চুপ থাকায়। মামলাগুলোই ওঠে না। জয় যখন গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার যুগ্মসচিব, তখন তাঁর বাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট। চন্দ্রায়নের গতিতে জয়ের ভারতীয় বোর্ডে উত্থান। এখন তিনি আবার এশিয়ান ক্রিকেটের মাথায়।

এরপর দশের পাতায়

বিশ সাল বাদ

বিশ্বজয়ের স্বপ্ন চোখে টিম ইন্ডিয়া

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর : উৎসবের রাত। সাফল্যের রাত। সঙ্গে আরও এক স্বপ্নপূরণের রাতের অপেক্ষাও!

সেই রাত, যা জীবন বদলে দেবে। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের হল অফ ফেমে চিরকালের জন্য জায়গা করে দেবে।

আহমেদাবাদের মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রবিবাসরীয় সেই রাতে রোহিত শর্মা বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে নিচ্ছেন, আসমুদ্রহিমাচলে সেই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে।

গতকাল রাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর পর মুম্বইয়ের বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভে দেখেছিলাম উৎসবের ঝলক। কেউ টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে চাপিয়ে উন্মাদের মতো নাচছিলেন। আবার কারও হাতে ছিল তেরঙা। আরব সাগরের তীরে ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া আরব্য রজনীর সাক্ষী হওয়ার পর পাগলের মতো দোলাচ্ছিলেন তেরঙাও। ফাটছিল আতশবাজিও।

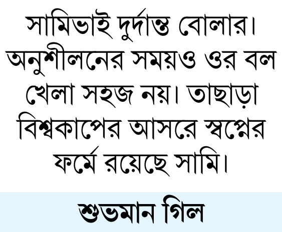

সামিভাই দুর্দান্ত বোলার। অনুশীলনের সময়ও ওর বল খেলা সহজ নয়। তাছাড়া বিশ্বকাপের আসরে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে সামি।

শুভমান গিল

মুম্বইয়ের উৎসবের মেজাজ আহমেদাবাদেও। সকালের বিমানে মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ আসার পথে দেখলাম, বিমানের অন্দরসজ্জার রং তেরঙা করে দেওয়া হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন নিয়ে। সবরমতী নদীর তীরে রোহিতদের নিয়ে পাগলামি এখন চরমে। সবাই রবিবারের ফাইনালের টিকিটের সন্ধানে রয়েছেন। কিন্তু ১ লক্ষ ৩০ হাজার দর্শকাসনের টিকিট পাওয়া এখন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই। নেই। অল সোল্ড আউট। দেশের নানা প্রান্ত থেকে ক্রিকেটপ্রেমীরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন আহমেদাবাদে। আজ ভোরে মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ আসার পথে বিমানবন্দরে যে পরিমাণ আবেগের স্ফুরণ নজরে এল, তা দেখার পর একটাই কথা বলা যেতে পারে। রবিবারের মোদি স্টেডিয়াম শুধু নীল সমুদ্র হবে, তাই নয়। বরং দুনিয়ার দরবারে আবেগের নয়া দ্যুতিও ছড়াবে।

দশে দশ।

একদিনের বিশ্বকাপের মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার সামনে সবাই নতজানু। ওপেনিংয়ে রোহিত-শুভমান গিল ম্যাজিক চলছে ধারাবাহিকভাবে। তিন নম্বরে বিরাট কোহলির ব্যাটে রানের বন্যা। চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ার শতরান করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। পাঁচ নম্বরে ব্যাট হাতে তো বটেই,

এরপর দশের পাতায়

সবুজ ইডেনে সেই হলুদের জয়ধ্বনি

দক্ষিণ আফ্রিকা-২১২
অস্ট্রেলিয়া-২১৫/৭

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সেমিফাইনালের গাঁটে ফের পথ হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা।

আবারও অস্ট্রেলিয়া। ফের ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ। ১৯৯৯, ২০০৭ সালের পর আজকের ইডেন গার্ডেন্স, প্রোটিয়া ব্রিগেড ব্যর্থ সেমিফাইনালে অজি-হার্ডল টপকাতে। সবমিলিয়ে পঞ্চমবার সেমিফাইনালে হার। চোকার্স তকমার ক্ষত আরও উসকে দিয়ে ফের প্রত্যাশার অপমৃত্যু। রুদ্ধশ্বাস ইডেন-যুদ্ধ ৩ উইকেটে জিতে খেতাবি যুদ্ধে বিশ সাল বাদ ভারতের মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া।

গ্রুপ লিগে অজিদের উড়িয়ে দিয়েছিল বাভুমার দল। গত দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ধরলে টানা চারবার ক্যাঙারু-বধ। যদিও আজ অতীত পরিসংখ্যান ধোপে টেকেনি। ২১২ রানের পুঁজি নিয়ে অজি-বধ সহজ ছিল না। কঠিন কাজটাই করে দেখানোর তাগিদে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। কেশব মহারাজ (২৪/১)-তাবরেইজ শামসির (৪২/২) স্পিন যুগলবন্দির সঙ্গে জেরাল্ড কোয়েৎজের (৪৭/২) পেসে চাপ তৈরি করেও কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

ম্যাচের সেরা ট্রাভিস হেডের ৬২-র সঙ্গে ডেভিড ওয়ার্নার (২৯), স্টিভেন স্মিথ (৩০), জোশ ইনগ্লিসদের (২৮) ছোট ছোট ইনিংসেই

এরপর দশের পাতায়

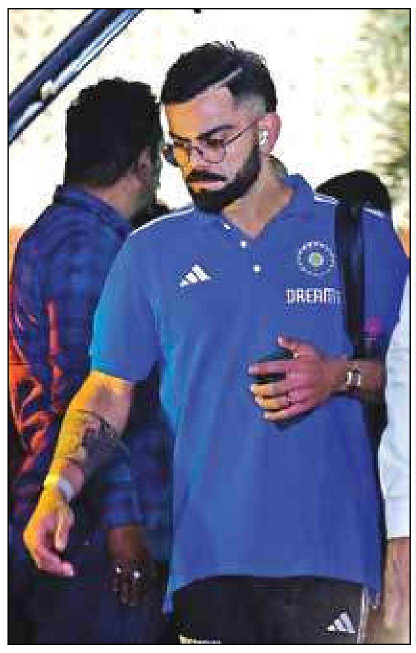

আহমেদাবাদের হোটেলে পা রাখছে টিম ইন্ডিয়া। বাঁদিক থেকে বিরাট কোহলি, মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহ। বৃহস্পতিবার।

সামিকে স্বস্তি দিচ্ছেন নাজমুল

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : চলছে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা, মাঝে মাঝেই স্ত্রীর হুমকি বা কটাক্ষ সামলাতে হচ্ছে। তার মাঝেও কী করে এত ভালো খেলছেন মহম্মদ সামি?

এই প্রশ্নে দেশজুড়ে ক্রিকেট অনুরাগীদের চর্চা চলছে। এর উত্তর কিন্তু কিছুটা জানা কোচবিহারের আইনজীবী নাজমুল আলম সরকারের। তাঁর কাছ থেকেই মাঠে ও মাঠের বাইরে ধীরস্থির থাকার ভরসা পাচ্ছেন ভারতীয় পেসার।

কী করে? সামির হয়ে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা লড়ছেন নাজমুল। তিনিই দেখছেন মামলার প্রভাব যাতে সামির ওপর না পড়ে। সামিকে এ জন্য মামলার কোনও খবরও দেওয়া হয় না। নাজমুলের মন্তব্য, 'আমি সবসময়ই সামিকে বলি, মামলা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি দেশের জন্য খেলে যাও। মামলার বিষয়গুলি আমরা দেখে নিচ্ছি।' নাজমুলের পরবর্তী উপলব্ধি, 'সামির প্রচণ্ড মনের জোর। শুধু মেয়ের জন্য মাঝেমধ্যেই ওঁকে মন খারাপ করতে দেখা যায়।' সামির মেয়ে থাকেন স্ত্রীর কাছে।

কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ির বাসিন্দা নাজমুল। রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এখন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। কী করে আপনার সঙ্গে সামির যোগাযোগ? উত্তর এল, 'নয়াদিল্লির এক আইনজীবীর মাধ্যমে ২০১৮ সালে পরিচয় হয় সামির সঙ্গে। তখন থেকেই ওঁর আইনজীবী হিসেবে কাজ করছি।'

সিউড়িতে বড় হওয়া হাসিম জাহানের করা বধূ নির্যাতন সহ নানা মামলার পর একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন সামি। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়। নাজমুল ও আরেক আইনজীবী সেলিম রহমান আদালতে লড়ছেন সামির হয়ে। এখনও সেই মামলা চলছে।

মামলা সংক্রান্ত ঝামেলার জেরে যাতে সামির পারফরমেন্সে প্রভাব না পড়ে, তার জন্য প্রথম থেকে দেখছেন কোচবিহারের ছেলে। '১৯ সেপ্টেম্বর সামির সঙ্গে কথা হয়েছিল। বিশ্বকাপের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম। মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সামির যাতে দুশ্চিন্তা না হয় সেজন্য আমরা সবসময় মামলার বিষয়গুলি থেকে সামিকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। খুব প্রয়োজন না হলে মামলার আপডেটও ওঁকে জানাই না।'

আইনজীবীর সঙ্গে কথা বললে, সামির ওপর চাপটা বোঝা যায়। কত ঘটনার কথা বলছিলেন তিনি। প্রবল ইচ্ছে থাকলেও নিজের সন্তানকে দেখতে না পাওয়া। বাবার মৃত্যু। তাঁর ধর্ম নিয়ে কটূক্তি। বিশ্বকাপের প্রথমদিকে ম্যাচে জায়গা না পাওয়া। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁকে মামলার খবর দেওয়া হয় না।

নাজমুল শোনাচ্ছিলেন, '২০১৮ সালে সামির বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার পর থেকেই একের পর এক ঝড়ঝাপটা এসেছে সামির জীবনে। সামির বিরুদ্ধে হাসিম জাহানের করা মামলাটি এখনও চলছে। একটা একটা করে বাধা পেরিয়ে সামি এখন ভারতকে বিশ্বকাপ জয়ের দোড়গোড়ায় নিয়ে গিয়েছেন।' চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে আলিপুর আদালতে হাজির হয়ে সামি জামিন পান। ২-৩ দিন লালবাজারেও যেতে হয়েছে। প্রতি মাসে স্ত্রীর জন্য ৫০ হাজার টাকা ও সন্তানের জন্য ৮০ হাজার টাকা খোরপোশ দিতে হয়। সামির প্রবল ইচ্ছে থাকলেও সন্তানের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেন না হাসিম। এমন অভিযোগ বারবারই করছিলেন সামির আইনজীবী।

সামির সঙ্গে তাঁর আইনজীবী কোচবিহারের নাজমুল।

রবিবারের পারদ চড়ছে শহরে

জার্সি-জায়েন্ট স্ক্রিনে মজবে শিলিগুড়ি, শেষে তেরঙা মিষ্টিমুখ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রবিবারের ফাইনাল যেন অষ্টমী। অঞ্জলি দেওয়ার সময় কোন জামা বা শাড়ি, ঠাকুর দেখার সময়ই বা কী পরা হবে, সেসব নিয়ে যেমন বহু আগে থেকেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে যায়, এবারও তেমন। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে আহমেদাবাদের টিকিট চূড়ান্ত হতে না হতেই শিলিগুড়ি শহরজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার প্রস্তুতি। আগাম। জায়েন্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার উত্তেজনায় প্রোজেক্টরের চাহিদা তুঙ্গে। অবস্থা এমন যে, চড়চড়িয়ে ভাড়া চড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বুধবারও যে ভাড়ায় প্রোজেক্টর মিলেছিল, বৃহস্পতিবার সকালেই খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল, রবিবারের জন্য তার ভাড়া দু'হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে। সেই চড়া ভাড়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি শহরের বিভিন্ন ক্লাব বা পাড়ার ক্রিকেটপ্রেমীরা। এখনও তো ফাইনালের আগে দু'দিন বাকি রয়েছে।

প্রবল উৎসাহ

- প্রোজেক্টরের ভাড়া একদিনে বেড়ে গিয়েছে হাজার দুয়েক টাকা
- বাড়তি টাকা দিলেও অনেক দোকানেই আর মিলবে না
- ভারতের জার্সির চাহিদাও হুহু করে বাড়ছে
- আর বাড়ছে জাতীয় পতাকার চাহিদা
- তেরঙা মিষ্টি, বিরাট-মিষ্টি বানানো শুরু দোকানে

ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছেন, ম্যাচ যত কাছে আসবে, তত উত্তেজনার পারদ চড়বে শিলিগুড়িতে।

নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর উৎসাহ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। মোবাইল ফোনের কললিস্ট দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন প্রীতম সোম। প্রীতমের প্রোজেক্টর ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা রয়েছে। বললেন, 'সেমিফাইনালে ভারতের জেতার আশা নিশ্চিত হতেই আমার চারটে প্রোজেক্টরের বুকিং হয়ে গিয়েছে। সময় যত বাড়ছে প্রোজেক্টরের চাহিদা নিয়ে ফোন আরও বাড়ছে। আমি ফোন ধরাই এখন বন্ধ করে দিয়েছি।'

কেবল প্রোজেক্টর থাকলেই হবে? খেলা দেখার জন্য জার্সিও তো চাই! বেলা গড়াতেই হন্যে হয়ে জার্সির খোঁজ করছিলেন প্রদীপ দাস। বললেন, 'খেলা দেখার জন্য জার্সি তো লাগবেই।' চাহিদা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না খেলার সামগ্রীর ব্যবসায়ীদেরও। স্পোর্টস গুডস ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফেকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্য তো বলেই দিলেন, 'বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা ভেবে কলকাতা থেকে ২ লক্ষ টাকার জার্সি নিয়ে আসা হচ্ছে শহরে।'

ফাইনাল নিয়ে আবেগের ছোঁয়া লেগেছে পেটপুজোতেও। সবার আগে তার ছাপ পড়েছে মিষ্টিতে। ক্ষুদিরামপল্লির এক মিষ্টির দোকান তো ইতিমধ্যেই ট্রে'তে সাজিয়ে ফেলেছেন তিনরঙা সন্দেশ ও রসগোল্লা। সেই দোকানের মালিক শ্যামল মণ্ডল জানালেন, 'আমাদের দোকানে কোহলির মুখের ছাপ দিয়ে ক্ষীরের সন্দেশও মিলবে।' শনিবার থেকেই সেই সন্দেশের বিক্রি শুরু হয়ে যাবে।

খেলাকে কেন্দ্র করে জার্সি থেকে শুরু করে প্রোজেক্টর বা মিষ্টি, সবদিকেই যেন ধুম লেগেছে ব্যবসার। তা বলে ব্যবসায়ীরা কেবল খেলার সামগ্রী বিক্রিই করবেন? নিজেরা খেলা উপভোগ করবেন না? জানা গেল, শনিবার থেকে বিধান মার্কেটও তেরঙা আর রোহিত-কোহলিদের ফেস্টুনে সেজে উঠবে। কিন্তু আগে থেকে সাজাননি কেন? প্রশ্ন করতেই ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে লাজুক হাসলেন। বললেন, 'আসলে ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল ছিল।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

সহাবস্থানের খোঁজে জো-শি

একদিকে ইউক্রেন, অন্যদিকে গাজা। দুই সংকটের আঁচ পড়েছে আমেরিকার ওপর। পূর্ব ইউরোপ, আরব ভূখণ্ড থেকে লাতিন আমেরিকা, সর্বত্র প্রশ্নের মুখে মার্কিন প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকার চিনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ খুঁজছে। বুধবার সানফ্রান্সিসকোর ফিলোলি কান্ট্রি এস্টেটে আমেরিকা ও চিনের শীর্ষনেতাদের মুখোমুখি বৈঠকের পর এমনটাই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। ২০২২-এর নভেম্বরে বালিতে শেষবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেছিলেন বাইডেন। তারপর দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি দূরে থাক, একাধিক ইস্যুতে টানাপোড়েন বেড়েছে।

» বিস্তারিত আটের পাতায়

ফুটবলেও জয় দিয়ে শুরু ভারতের

সম্ভবত ক্রিকেটের সাফল্যের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত সুনীল ছেত্রীরা। তাই বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে কুয়েতকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিল ভারত। ৭৫ মিনিটে দলের একমাত্র গোলটি করলেন মনবীর সিং। এদিন জাবের আল আহমেদ স্টেডিয়ামে ভারতীয় সমর্থকদের ভালোই উপস্থিতি ছিল। প্রতিপক্ষ কুয়েতকে সাদামাঠা বুঝে নেওয়ার পর আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ায় স্টিমাকের দল। গ্রুপ থেকে প্রথম দুটি দল পরবর্তী পর্যায়ে যাবে, তাই প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট অনেক কাজে আসবে।

» বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়

৩ হাজার কোটি বাড়তি খরচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প ভোটের বাজারে তৃণমূলের মূলধন হলেও এই প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্যের কোষাগারেই টান পড়ছে।

গত অক্টোবরে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে জমা পড়া যেসব আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, তাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অতিরিক্ত গ্রাহক হয়েছেন ২ লক্ষ ১০ হাজার। অর্থাৎ তাঁদেরও ডিসেম্বর মাস থেকে টাকা দিতে হবে। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৩-২০২৪) লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা। গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে যত গ্রাহক অনুমোদিত হয়েছেন তাঁদের টাকা দিতেই বাজেট বরাদ্দ ছাপিয়ে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা। নতুন অনুমোদিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। ফলে বাজেটের মোট বরাদ্দ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। এই টাকা কোথা থেকে আসবে, তা ভেবে পাচ্ছেন না অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

এর মধ্যে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন আর শুধু দুয়ারে সরকার শিবিরে নয়, সারা বছর ধরেই স্থানীয় বিডিও অফিস বা পুরসভায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। ফলে চলতি আর্থিক বছরের আগামী চার মাসে আরও আবেদন জমা পড়বে বলে মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

গতমাসে জেলা শাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়ে দিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদন কোনওভাবেই ফেলে রাখা যাবে না। আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। কোনও আবেদনপত্র বাতিল হলে,

এরপর দশের পাতায়

বোর্ড উপড়ে ফের দখল সরকারি জমি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেই। নিজেরা ঘটনাস্থলে এসে সেই দখলদারি চাক্ষুষও করেছিলেন সরকারি আধিকারিকরা। সরকারি জমি হিসেবে চিহ্নিত করে বোর্ডও লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সেসবকে থোড়াই কেয়ার। সেই সরকারি নির্দেশিকা লেখা বোর্ড উপড়ে ফেলে দিব্যি জমি দখল হয়ে গিয়েছে নকশালবাড়িতে।

ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বুধকরণ মৌজায়। সেখানেই সরকারি বোর্ড ভেঙে জমি প্লট করে ফেলা হয়েছে। আগে যেভাবে দখলদারি চলছিল, এখন আবার সেভাবেই জমির চারিদিকে লোহার বেড়া বসিয়ে দিয়ে টিনের শেড ঘর তৈরি করা হয়েছে। এমনকি প্লটিং করে দখলের হাত থেকে রক্ষা পায়নি কৃষিনালাও।

বুধকরণজোতে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি দখল।

স্থানীয়রা বলছেন, এমনটা আগেও হয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাস নাগাদ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু সাত মাসের মাথায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জমি দখল করে নিয়েছে জমি মাফিয়ারা। গোটা ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন অফিস তৈরি করার কথা ছিল এই এলাকায়। তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতিও চলছিল। এসজেডিএ থেকে রাস্তা তৈরি করার কাজ চলছে এলাকায়। কিন্তু জমি মাফিয়াদের দাপটে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবন তৈরি নিয়ে ফের সংশয় দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ২৭ মার্চ। গত ২৭ মার্চ নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, তৎকালীন বিডিও অরিন্দম মণ্ডল, বিএলএলআরও বিপ্লব হালদার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবনের জন্য জমি পরিদর্শনে যান বুধকরণ মৌজায়। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বুধকরণ মৌজায় ৭৮০ এবং ৭৮১ নম্বর দাগে মোট ৬৯ ডেসিমাল সরকারি জমি ছিল। সেখানেই ওই অফিস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন এলাকায় গিয়ে সরকারি আধিকারিকরা দেখেন, একটি প্লট টিনের শেড দিয়ে ঘেরা। আরেকটি প্লটে দোতলা ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। একজন দখলদারকে দু'দিনের মধ্যে টিনের শেড খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর অপরজনকে সাতদিনের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে বিএলএলআরও অফিসে দেখা করতে বলা হয়। তখনই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভবন নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর ওই টিনের শেড ভেঙে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে একটি লোহার কাঠামোর বোর্ডে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে পরিষ্কার লেখা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি দখল করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

কিন্তু এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সরকারি জমিতে দোতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছেই। আর ওই সরকারি নোটিশ বোর্ড ভেঙে চা বাগানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

জীবনযুদ্ধে জিতে সঞ্জয় এখন চিকিৎসক

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : ২৫ বছর আগে দিল্লির এক বিখ্যাত বেসরকারি হাসপাতালে একদল চিকিৎসক মাত্র ২০ মাস বয়সের একটি শিশুর যকৃৎ প্রতিস্থাপন করেছিল। তামিলনাড়ুর বাসিন্দা সেই 'বেবি সঞ্জয়' বর্তমানে চিকিৎসক সঞ্জয় কান্ডাস্বামী নামেই পরিচিত। ২০২১ সালে তিনি এমবিবিএস পাশ করেন। বছর ২৬-এর এই যুবক জানান, সম্প্রতি তাঁর বাগদানও সম্পন্ন হয়েছে। আগামী বছর মার্চে তাঁর বিয়ে।

সঞ্জয়ের বাবা জানান, ছোটবেলায় সঞ্জয়ের শরীর হঠাৎ করেই হলদে হতে শুরু করে। এরপর তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর জানা যায় সঞ্জয় যকৃতের বিরল রোগে আক্রান্ত। এরপর ১৯৯৮ সালের ১৫ নভেম্বর তাঁর বাবার যকৃতের কিছু অংশ তাঁর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। এরপর নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়ায় সঞ্জয় এই দিনটিকে তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, তাঁর বাগদত্তা তাঁকে এই দিনে দ্বিতীয় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।

সঞ্জয় জানান, ছোটবেলায় শরীরের অস্ত্রোপচারের দাগগুলির বিষয়ে তাঁর মাকে নানা প্রশ্ন করতেন। কিন্তু বড় হয়ে বিষয়টি জানার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজেও একজন চিকিৎসক হবেন। নিজের সেই স্বপ্নপূরণ করতে তিনি ২০২১ সালে এমবিবিএস পাশ করেন এবং বর্তমানে নিজের শহর কাঞ্চিপুরমে প্র্যাকটিস করেন।

বাদাম বিক্রি থেকে রেস্তোরাঁর মালিক

নাগপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ একসময় রাস্তার ধারে বাদাম বিক্রি করতেন। কেটারিংয়েও খাবার পরিবেশনের কাজ করেছেন। কিন্তু কখনও সেই কাজ ছোট মনে করেননি। বর্তমানে দেশের সেরার সেরা শেফের তালিকায় তাঁর নাম। নিজের পুরোনো বেলার ছবি নেটদুনিয়ায় শেয়ার করে জীবনের গল্প শুনিয়েছেন তিনি।

তিনি বিশ্ববিখ্যাত শেফ সুরেশ পিল্লাই সম্পর্কে। নাগপুরে নিজের নামেই বিখ্যাত এক রেস্টুরেন্ট রয়েছে তাঁর। বর্তমানে কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তির মালিক পিল্লাই। কিন্তু তাঁর জীবনের শুরুটা একেবারেই অন্যরকম ছিল। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। ছবিটিতে সার দেওয়ায় খাবারের পাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবক। পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটি কেটারিংয়ের কাজ করেন। এই ছবির ক্যাপশনেই পিল্লাই লিখেছেন, ওই ছেলেটি আসলে তিনি। একসময় পেটের দায়ে ওই কাজই করতে হত তাঁকে। তবে তখনও হাসিমুখেই কাজ করতেন। এখনও করেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬১২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৮২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৩০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে 'বিজয়ার পরে'

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দেশ-বিদেশ ঘুরে আসার পর এবার ঘরের কাছের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা করে নিল 'বিজয়ার পরে'। শিলিগুড়ির অভিজিৎ শ্রী দাস পরিচালিত ছবিটি এবছর প্রদর্শিত হবে ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 'বেঙ্গলি প্যানোরমা' বিভাগে। আর তাতেই খুশি ঝরে পড়ছে অভিজিতের গলায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছেন, 'প্রথমে ঢাকা, তারপর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ, বিজয়ার পরে যে এত তাড়াতাড়ি এতটা এগিয়ে যাবে, ভাবিনি। ছবিটা নিয়ে অনেক স্বপ্ন আছে। আশা করি, আগামীতে আরও সুখবর দিতে পারব।'

যাঁরা একসময় নিয়মিত এফএম শুনতেন, অভিজিৎ তাঁদের কাছে পরিচিত নাম। 'কাছের মানুষ' সেই অভিজিৎই রেডিও জকির পেশা

বিজয়ার পরে'র একটি দৃশ্যে মমতা শংকর ও দীপঙ্কর দে।

ছেড়ে নাম লিখিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনী ছবি তৈরিতে। মুম্বইয়ে সেসবের পাট চুকিয়ে এরপর তাঁর ইচ্ছে হয় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরির। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। প্রযোজকের খোঁজে শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। ২০২১ সালে শিলিগুড়ির সুজিত রাহার সহযোগিতায় 'এস আর জুপিটার মোশন পিকচারসের' ব্যানারে শুরু হয় ছবি তৈরির কাজ। 'বিজয়ার পরে' অভিজিতের এতদিনের সেই পরিশ্রমের ফসল।

ছবিটিতে অভিনয় করেছেন একঝাঁক তারকা। স্বস্তিকা মুখার্জি ও মীরকে আবারও একসঙ্গে স্ক্রিনে টেনে চমক দিয়েছেন অভিজিৎ। ছবিটি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত হতেই স্বস্তিকার গলাতেও যেন স্বস্তি। এতটাই উৎফুল্ল যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সুখবর শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কেন নবাগতদের সঙ্গে কাজ করি? তার কারণটা হল, ওঁদের পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের কোনও সীমা নেই। আর তার ফলও মেলে হাতে। বিজয়ার পরে'র তাই এত বড় প্রাপ্তি।'

দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে কতগুলো অপেক্ষারত জীবনের কথা বলে 'বিজয়ার পরে'। স্বস্তিকা ও মীর ছাড়াও এখানে অভিনয় করেছেন মমতাশংকর ও দীপঙ্কর দে। মমতাশংকরের মতে, তাঁর জীবনের অন্যতম ছবি 'বিজয়ার পরে'। বেশ কঠিন ছিল চরিত্রটির বাস্তব রূপায়ণ।

উত্তরবঙ্গ থেকে এতদিন বহু স্বল্প ও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সুনাম কুড়িয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ছবি হিসেবে সম্ভবত এই প্রথম এমন নজির গড়ল বিজয়ার পরে। আর এখানেই নতুন আশার আলো দেখছেন নির্মাতা সুজিত রাহা। তিনি বলছেন, 'প্রতিভা আর তার প্রয়োগের সঠিক জায়গা থাকলে সাফল্য আসবেই- এটা বুঝিয়ে দিল বিজয়ার পরে। এই ছবিটার সাফল্য আমাদের আগামীতে সাহস জোগাবে। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে যে প্রতিভা অফুরান, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে অভিজিৎ।'

২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও বিশ্ব চলচ্চিত্র বিভাগে ক'দিন আগে মনোনীত হয়েছে ছবিটি। ঘুরে এসেছে আরও কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসব। এবার অপেক্ষা মুক্তির। সেই সুখবর কবে মিলবে? অভিজিতের মুখে স্মিত হাসি। বলছেন, 'সেন্সর বোর্ডের শংসাপত্র চলে এসেছে। আরও কয়েকটা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পাঠানোর ইচ্ছে আছে। খুব শীঘ্র বাণিজ্যিক মুক্তিও হবে।'

দুই পাহাড়ে আভা ছড়াচ্ছে কমলাসুন্দরী

এমাসেই সমতলে দার্জিলিংয়ের কমলা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রং পরিবর্তন হচ্ছে পাহাড়ের। পাহাড়ি পথে সবুজের মেলার মাঝে আভা ছড়াচ্ছে কমলা রং। শীতের শুরু থেকেই যার জন্য প্রতীক্ষা শুরু, সেই মিষ্টি রস জমতে শুরু করেছে কমলালেবুতে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবার নভেম্বরের শেষেই পাহাড় পথ পেরিয়ে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর সমতলে নেমে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ফলন বৃদ্ধিতে দার্জিলিংয়ের কমলার দামও এবছর নাগালের মধ্যে থাকবে, আশ্বস্ত করছেন চাষি থেকে শুরু করে পাইকারি ব্যবসায়ীরা। আগামীদিনে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু তার পুরোনো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে, আশ্বাস দিচ্ছেন পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা।

সিটংয়ের সেবজয় থেকে ডুরুক, দার্জিলিংয়ের নীচগাঁও থেকে মিরিকের সৌরিনী এলাকায় গেলে বছরের যে কোনও সময় নজরে পড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ। এখনও পাহাড়ি এই পথগুলিতে সবুজের বাহার। কিন্তু মাঝে মাঝেই কমলা রং ছড়াচ্ছে। তার উপর সূর্যের আলো পড়ে তৈরি করছে এক মায়াবী পরিবেশ। শীতের সময় প্রতি বছরই এমন ছবি দেখা যায় দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায়। আর কিছুদিনের মধ্যেই কমলার আড়ালে সবুজ ঢাকা পড়ে যাবে, বলছেন স্থানীয়রা। দার্জিলিংয়ের নীচগাঁওয়ের বাসিন্দা দেবীকা রাই এক একর জমিতে গত কয়েক বছর ধরে কমলালেবুর চাষ করছেন। তিনি বললেন, 'এবার আবহাওয়া অনুকূল। তাই পোকার আক্রমণ এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে ঘটেনি। তাই উৎপাদন আশানুরূপ হয়েছে। পাশাপাশি সঠিক সময়ে রং ধরেছে লেবুতে।'

বছরের পর বছর ধরে সিটংয়ের আর্থিক মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে এই

সিটংয়ে রঙিন হচ্ছে কমলা।

কমলালেবু। কমলালেবু চাষের মধ্যে দিয়ে এখানকার বাসিন্দারা যেমন রোজগার করতে পারেন, তেমনই কমলার টানে শীতকালীন পর্যটন জোয়ার পায় এখানে। সিটংয়ের প্রভাকর রাই কমলালেবু চাষের পাশাপাশি একটি হোমস্টেও চালান।

ফলন ভালো, দাম থাকবে নাগালে

তাঁর বক্তব্য, 'ডিসেম্বর থেকেই পর্যটকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এখানে। শুধু কমলালেবু দেখার জন্য নয়, গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়ার টানেও অনেকেই ছুটে আসেন। ফেরার পথে অনেকেই লেবু কিনে নিয়ে যান।' স্থানীয় স্তরে গত কয়েকদিন ধরে কমলা বিক্রি হচ্ছে জানিয়ে প্রভাকরের আশ্বাস, 'আর ১০-১২ দিনের মধ্যেই পাহাড়ের কমলা শিলিগুড়ির মার্কেটে চলে যাবে।'

গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর ভালো ফলন হয়েছে বলে জানাচ্ছেন সৌরিনীর দীপক গুরুং। তবে ১০ বছর আগেও যে হারে ফলন হত, সেই সুদিন ফিরে পেতে সময় লাগব। মন্তব্য তাঁর। বললেন, 'গত দুই-তিন বছর ধরে পুরানো গাছ পরিবর্তন করে নতুন গাছ লাগানো শুরু হয়েছে। কিছু পুরানো গাছ মরেও গিয়েছে। ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগানো বা পুরানো গাছ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু সময় তো লাগবেই। তবে যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তাতে আমরা আশাবাদী।'

পাহাড়ের কমলা চাষে নতুন দিশা দেখাতে গত দুই-তিন বছর ধরে উদ্যোগী উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কালিম্পং রিসার্চ সেন্টারে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি চাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে চাষিদের। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ অশোক চৌধুরী বলছেন, 'যাতে সহজে ভাইরাসের সংক্রমণ না ঘটে, তার জন্য নতুন পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা হচ্ছে। পুণ্ডিবাড়ির ল্যাবে পরীক্ষার পর আগামী বছর থেকে সেই চারা দেওয়া হবে। আশা করছি কয়েক বছরের মধ্যে পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন ঘটবে।'

আর এসবের মাঝে দামের ক্ষেত্রেও এবছর পরিবর্তন ঘটবে বলে আশাবাদী ফল ব্যবসায়ীরা। রেগুলেটেড মার্কেট ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট-এর তরফে গৌতম দাস বলছেন, 'চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে সবসময়ই দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে। এবছর ভালো ফলন হওয়ায় দাম সাধারণের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে।'

বেড়ানোর সঙ্গে কমলার স্বাদ, উদ্যোগ বক্সায়

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : অরেঞ্জ ট্যুরিজমকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগী হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। ২২ নভেম্বর পর্যটন ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটর সহ পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে নিয়ে জেলা পর্যটনের উন্নয়নের বিষয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায়, বক্সা পাহাড়ের কোলে থাকা হোমস্টেতে সুস্বাদু কমলালেবুর গাছ কমবেশি রয়েছে। এছাড়া বক্সা পাহাড়ের বেশ কিছু জায়গায় কমলার বাগানও রয়েছে। ডুয়ার্স ও বক্সা পাহাড় বেড়াতে এসে পর্যটকরা যাতে হোমস্টের কাছেপিঠে গাছপাকা কমলালেবুর স্বাদ নিতে পারেন, তাই বক্সার কমলালেবুকে তুলে ধরে প্রচারে জোর দিতে চায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা জানান, বক্সার কমলালেবু স্বাদ ও গন্ধে ভরপুর। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এখানে পর্যটকরা বেড়াতে এসে পাকা কমলালেবু সংগ্রহ করে স্বাদ অনুভব করতে পারবেন। সরকারি উদ্যোগে কীভাবে অরেঞ্জ ট্যুরিজমকে তুলে ধরা যায় তা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দার্জিলিংয়ের মতো বক্সায় প্রায় একই ধরনের সুস্বাদু কমলালেবু পাওয়া যায় যা বাইরের অনেক পর্যটক জানেন না। তাই পর্যটন ব্যবসায়ীরা চাইছেন আলিপুরদুয়ারের এই অরেঞ্জ ট্যুরিজমকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হোক। বক্সার কমলালেবু সংক্রান্ত আকর্ষণীয় ছবি সহ পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে বিভিন্ন সাইটে যাতে তুলে ধরে প্রচার করা যায়, সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নিতে বলা হবে।

আলিপুরদুয়ারে বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার, বক্সা ফোর্ট, আদমা, লেপচাখা সহ পাহাড়ে ও পাহাড়ের পাদদেশে বেশ কিছু এলাকায় কমলালেবুর বাগান রয়েছে। বক্সা পাহাড়ের সদরবাজারের বাসিন্দা হোমস্টের মালিক ইন্দ্রশংকর থাপার কথায়, 'আমার হোমস্টের গা ঘেঁষে বেশ কিছু কমলার গাছ রয়েছে। এখন গাছে ফল রয়েছে। প্রায় মাসখানেক ধরে ধাপে ধাপে সেই ফল গাছেই পেকে যাবে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে পর্যটকরা এলে সেই ফলের স্বাদ নিতে পারবেন। বক্সার কমলালেবু ও পর্যটনকে তুলে ধরে পর্যটকদের কাছে প্রচার হওয়া দরকার।'

তাঁর কথায় সায় জানিয়ে ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায়ের বক্তব্য, ডুয়ার্সের কমলালেবুকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হলে এখানকার পর্যটনেরও দ্রুত বিকাশ হতে পারে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইবেন বলে তিনি জানালেন।

বক্সা পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের এমনিতেই কাছে টানে। সেইসঙ্গে শীতকালে পর্যটকরা এখানে এলে তাঁদের হাতের নাগালেই থাকা সুস্বাদু কমলালেবুও পেয়ে যাবেন বলে জানালেন আলিপুরদুয়ারের টুর অপারেটর বিপ্লব দে সরকার।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ হর্টিকালচার তনুশ্রী সাহা জানান, আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৫০ হেক্টর জমিতে কমলালেবুর বাগান রয়েছে। গত বছর ৭৯০ মেট্রিক টন কমলালেবুর ফলন হয়েছিল। এবছর বর্ষার সময় নতুন করে ৫৩০০টি নতুন কমলালেবুর চারা চাষিদের দেওয়া হয়েছে।

তামিলনাড়ু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি চ্যাংরাবান্ধার বিন্দিয়ার

গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ নভেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত গ্রামের মেয়ের সাফল্যে যেন অন্যভাবে পরিচিতি পেল মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১৪১ নম্বর কামাত চ্যাংরাবান্ধা এলাকা। কারণ, এই গ্রামেরই বিন্দিয়া সরকার মাদুরাই কামরাজ

বিন্দিয়াকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন পরেশচন্দ্র অধিকারী। বৃহস্পতিবার।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করে স্বর্ণপদক নিয়ে এমএসসি পাশ করেছেন। স্বভাবতই তাঁর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পরিবার সহ গোটা গ্রামের মানুষ।

বিন্দিয়ার বাড়ি কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা হক মঞ্জিল এলাকায়। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানালেন চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ। বিধায়কের কথায়, 'বিন্দিয়া শুধু এই এলাকার নয়, গোটা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমরা সর্বদা ওর পাশে আছি।' প্রধানের বক্তব্য, 'এটা দারুণ খবর। তাই বিন্দিয়ার সাফল্যের খবর পেয়েই ওকে সংবর্ধনা জানাতে চলে আসি।' এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নান্নু রহমান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিন্দিয়ার বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। বাবার কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করেছেন বিন্দিয়া। ধীরে ধীরে মেধার স্বীকৃতি পান। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রভি তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ভবিষ্যতে গবেষক হতে চান বিন্দিয়া। তাঁর কথায়, 'আমার এই সাফল্যের পিছনে বাবা-মায়েরও অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। যেভাবে আমি পড়াশোনা করেছি, গ্রামের অন্য শিশুরাও পড়াশোনাকে সঙ্গী করে ধাপে ধাপে সাফল্য পাক, সীমান্ত এলাকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে আসুক।'

ঘরের মেয়ের সাফল্য তাঁদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আগামীদিনে এই এলাকা থেকে বিন্দিয়ার মতো আরও কৃতী সন্তান পরিচিতি পাক, এমনটাই চান এলাকাবাসী। এদিন বিন্দিয়ার পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও গ্রামের মানুষও তাঁকে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন। গ্রামবাসীরা যেভাবে মেয়েকে সম্মানিত করেছেন, তার জন্য গর্বিত মা নূরনেহার সরকার ও বাবা বকুল সরকার।

স্থানীয় বাসিন্দা ওয়াসিম বারির কথায়, 'বিন্দিয়ার সাফল্য আমাদের গ্রামের গর্ব। ওর সাফল্যে মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছে।' বিন্দিয়ার সাফল্য প্রত্যন্ত ওই গ্রামে খুশির জোয়ার এনেছে বলে জানান আরেক বাসিন্দা মহম্মদ শামিম আকতার। বিন্দিয়াকে নিয়ে গর্বিত তাঁর তিন মামা লুৎফর রহমান, মকলেসার রহমান এবং হবিবুর রহমানও। বিন্দিয়া আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক, গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করুক, চাইছেন তাঁরাও।

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

ই-টেন্ডার নং.: এনবি২৩৫৫৮২এ, তারিখ ঃ ১০-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম বিবরণ ঃ কামিন্স নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন, মডেল ঃ কেটিএ-১৯জি১০-এর আনুষঙ্গিক রেটিং ঃ ৫৮৭এইচপি@১৫০০ আরপিএম সহ গ্রস ১০% ওভারলোড ক্ষমতার সাথে চলতে থাকে, ইওজি এলএইচবি পাওয়ার কারের জন্য উপযুক্ত যা সর্বশেষ সিপিসিবি নির্গমন নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শব্দ কমানোর বৈশিষ্ট্যগুলি আরডিএসও/পিই/ এসপিসিসি/ এসি/ ০০৮৪-২০০৮-এর সাপ্লাইয়ের স্ট্যান্ডার্ড সুযোগ অনুযায়ী সম্পূর্ণ হতে হবে, রেভ-১। নির্মাণকারী ঃ কামিন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড। পিএল নং ৪৭০২০০২১০০১৮। পরিমাণঃ ৩ টি, প্রেরক ঃ এসএসই/এসি (পিওএইচ)/এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। আনুমানিক মূল্যঃ ৯৮,৯৯,৬৮৫.১২ টাকা। বায়নার মূল্য ঃ ১,৯৭,৯৯০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-১২-২০২৩ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই. সিএমএম /ডি/নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DadaBhai Club Jalpaiguri Result
24th Year Lucky Donation Coupan Draw, Draw Date-15/11/2023
1st Gift-23913, 2nd Gift-64372, 3rd Gift-47870, 4th Gift-23630, 5th Gift-54750, 6th Gift-35633, 7th Gift-55488, 8th Gift-55513, 9th Gift-15651, 10th Gift-46099, 11th Gift-62380, 12th Gift-36828, 13th Gift-19387.
Consolation Gift
10050, 11050, 12050, 13050, 14050, 15050, 16050, 17050, 18050, 19050, 20940, 21940, 22940, 23940, 24940, 25940, 26940, 27940, 28940, 29940, 30640, 31640, 32640, 33640, 34640, 35640, 36640, 37640, 38640, 39640, 40495, 41495, 42495, 43495, 44495, 45495, 46495, 47495, 48495, 49495, 50890, 51890, 52890, 53890, 54890, 55890, 56890, 57890, 58890, 59890, 60412, 61412, 62412, 63412, 64412, 65412, 66412, 67412, 68412, 69412.

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৮১-ই এনজিজি-আরএনওয়াই -২০২৩-২৪-০১ থেকে ০৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ মির্জা-আজারা স্টেশন সহ নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা প্রকল্পে নতুন করে নির্মিত বিজি ডবল লাইনের কিমি ১৫১.৩৯৫ থেকে ১৬২.৭৬৩ কিমির মধ্যে অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের পাশাপাশি বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, এলসি গেটের ওভারহাউলিং, ট্র্যাক ডিস্ট্রেসিং, নতুন করে নির্মিত বিজি ট্র্যাকের উপরে ব্যালাস্ট আনলোডিং। (মোট= ১১.৩৬৮কিমি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৪,৪১,৩৬৯.৮৫ টাকা। বায়নার ধনঃ ১,৮৮,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিইএন/II/রঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ক্রসওভার দৈর্ঘ (টিএনসি থেকে টিএনসি) বৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪২,৩২,৮৪৯.০৭ টাকা। বায়নার ধনঃ ২,২১,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বঙাইগাঁওয়ে-এডিইএন/নিউ বঙাইগাঁও অধিক্ষেত্রের অধীনে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২১,১৮,৬৬৬.৭৫ টাকা। বায়নার ধনঃ ২,৬১,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডাংতলে-কুজিয়া নদী থেকে পিএস ট্যাংক পর্যন্ত বিকল্পমূলক কাঁচা জলের পাইপলাইন নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করা এবং ডাংতল ফিল্টার হাউসের চারপাশে উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৭৭,০৪,৭৬৯.৫৮ টাকা। বায়নার ধনঃ ২,৩৮,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৫, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বঙাইগাঁওয়ে-এডিইএন/নিউ বঙাইগাঁও অধিক্ষেত্রের অধীনে বিটুমেন সার্ফেস দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কলোনির রাস্তার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১৪,৪৭,৪৩৬.৮১ টাকা। বায়নার ধনঃ ২,৫৭,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৬, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এনবিকিউএস-এ-সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁওয়ে বিভিন্ন দোকানের পুরোনো ক্ষতিগ্রস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লোরের উন্নয়ন/আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৩০,৯০,৪৬২.১০ টাকা। বায়নার ধনঃ ২,৬৫,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

প্রতিস্থাপন, মেরামত এবং সংস্কার কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৪৮ অফ ২০২৩; তারিখ : ১০-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ডিসিইএসটিএমএলজি-৪৩-২০২৩; কাজের নাম : নামবাড়িতে - ৩৯০ ইউনিটে গোশালা কলোনির স্টাফ কোয়ার্টারে বিদ্যমান বাথরুম/টয়লেটে পিভিসি ডোর এবং স্টিলের কম্পাউন্ড দরজা নতুন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। টেন্ডার মূল্য : ₹ ২,০৩,৭১,৪২১.৯৪; বায়না মূল্য : ₹ ২,৫১,৯০০/-; টেন্ডার নং.: ডিসিইএসটিএমএলজি-৪৪-২০২৩; কাজের নাম : নামবাড়িতে - বাংলো নং. ৪৩৩, ৪৮১, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০১, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫২৬, ৫২৭, ৪০২, ৪৮২, ৪৭৯, ৪৭৭ এবং ৪৭৮ -তে ডিটি দেওয়ালের চেইন যুক্ত ফেন্সিং এবং পেইন্টিং সহ ১.৮ মি ব্যবধানে অ্যাঙ্গেল পোস্টের ব্যবস্থা সহ জিএল উপরে ৪৫০ মিমি ইটের প্রাচীর প্রস্তুত করে ডিটি ওয়ালিং মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,৪৬,৪০,২১৯.২৫; বায়না মূল্য : ₹ ২,৭৩,২০০/-; টেন্ডার নং.: ডিসিইএসটিএমএলজি-৪৫-২০২৩; কাজের নাম : নামবাড়িতে - জলাশয়ের সংস্কার এবং বনায়ন সহ ল্যান্ডস্কেপিং ও শিশুদের উদ্যানের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ₹ ১,৬৯,০৩,২৬১.১৯; বায়না মূল্য : ₹ ২,৩৪,৫০০/-; উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বন্ধ/খোলার তারিখ ও সময় ০৪-১২-২০২৩ তারিখে ১৩:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-২৭১, তারিখঃ ০৯.১১.২০২৩, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/ এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নামঃ [illegible]
www.ireps.gov.in [illegible]
MLD-86/2023-24
@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তিঃ- তাং-১৭/১১/২০২৩

শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বৈধ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নিকট থেকে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র Website (www.spsc.org.in) থেকে Download করে নিজ চক্রে জমা করতে হবে ২১/১১/২০২৩ থেকে ০৮/১২/২০২৩ তারিখের মধ্যে (ছুটির দিন বাদে)। বিস্তারিত জানতে সংসদ/চক্র কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন অথবা সংসদের Website দেখুন।
স্বাঃ সভাপতি
শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

KENDRIYA VIDYALAYA SEVOKE ROAD
DT : JALPAIGURI (W.B.), PIN-734008
Azadi Ka Amrit Mahotsav
WANTED STAFF NURSE & COUNSELOR ON CONTRACTUAL BASIS
A Walk-in Interview will be conducted at Kendriya Vidyalaya, Sevoke Road for Counselor & Nurse, at 09.00 am on 18.11.2023 (Saturday). Eligibility criteria and remuneration etc, as per the following.
Qualifications :-
1. Counselor :- BA/B Sc (Psychology) with certificate/diploma in Counselling. Remunerations as per KVS rules.
2. Staff Nurse:- Diploma in General Nursing & Midwifery or B Sc Nursing and registration with Nursing Council of India. Remunerations as per KVS rules.
Principal
KV Sevoke Road

এনজি ট্রেন বাতিল

নিম্নমানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিম্নলিখিত জয় রাইড ট্রেনগুলি নীচের বর্ণনা অনুযায়ী **বাতিল** করা হয়েছে ঃ-

ক্র.নং.	ট্রেন নং.	বাতিলের তারিখ
১	০২৫৪৭ দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (জয় রাইড স্পেশাল)	১৭-১১-২০২৩ থেকে ২০-১২-২০২৩
২	০২৫৪৮ দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (জয় রাইড স্পেশাল)	
৩	০২৫৪৯ দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (জয় রাইড স্পেশাল)	
৪	০২৫৫১ দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (জয় রাইড স্পেশাল)	

যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লোন
পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও Car লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/108213)

জ্যোতিষ
জ্যোতিষী তন্ত্রগুরু আচার্য গর্গরাজ শাস্ত্রী এ মাসে ১৬ হইতে ১৮ তারিখ কোচবিহারে হোটেল ইলোরা। 74300-56093. (C/108211)

কর্মখালি
ফাস্ট ফুড ট্রাক-র জন্য মহিলা/পুরুষ কুক চাই ২ জন। আইটেম :- রোল, মোগলাই, বারগার (চিকেন/মটন), মোমো (চিকেন/মটন/ভেজ)। বেতন:- ৮ থেকে ১০ হাজার। (M): 97755 73081, 9635494034. (C/108214)

অ্যাফিডেভিট
আমার আবশ্যকীয় তথ্যাদি যথা স্কুল সার্টিফিকেট নং 455, ভোটার কার্ড নং TSX 1132026, আধার কার্ড নং 829449383897 নাম ভুল থাকায় গত 10-10-2023 কোচবিহার সদর E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sunil Chowdhury, S/o. Late Sukumar Chowdhury এবং Sunil Harijan S/o Late Sukumar Harijan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। থানা চৌপথী, ডাবরী মহল্লা, ওয়ার্ড নং 20, কোচবিহার। (C/107342)

On 09/11/2023 in the Court of E.M Sadar, Cooch Behar by an affidavit declared that Dubula Roy and Duful Roy, W/o-Ambika Chandra Roy is same and one identical person, not separate one and residing at Vill+P.O.-Talliguri, P.S.-Kotwali, Dist-Cooch Behar, W.B. (C/107340)

On 09/11/2023 in the Court of E.M Sadar, Cooch Behar by an affidavit declared that Prasenjit Roy and Ajay Roy, S/o-Ambika Chandra Roy is same and one identical person, not separate one and residing at Vill+P.O.-Talliguri, P.S.-Kotwali, Dist-Cooch Behar, W.B. (C/107339)

I Smt Renuka Roy hereby declare that I have become Renuka Singha Roy from Renuka Roy by virtue of my manage on last 10/11/23 date from Siliguri Notary Public, there from Renuka Roy and Renuka Singha Roy will be treated as same. (C/108072)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED e-TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invites e_Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT-13 of 2023-2024" having Tender ID: 2023_PHED_603727_1 for 1 no work under NMD, PHE Dte." Document collection and submission date from 11.11.2023, 10.00 AM to 29.11.2023 upto 2.00 PM. For details visit on: "https://wbtenders.gov.in" The tenders are also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- EE/NMD.
ICA-T23323(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division invites on behalf of [illegible] e_Tender for Day Maintenance of Electrical Installation Work of (1) Circuit House, (2) CMOH Bunglow, (3) DM Bunglow, (4) All ADM Bunglow, (5) SDO Bunglow, (6) PWD I.B. (7) Hill I.B, under Balurghat Electrical Section-II of Dakshin Dinajpur Electrical Division, PWD in the District of Dakshin Dinajpur. " e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIQ-15 of 2023-2024 WBPWD_602958_1, Bid submission closing date(online): 01.12.2023 up to 11:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: Sd/- Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division.
ICA-T23329(2)/2023

CINEMA
সিনেমা
Big 2nd Week at
BISWADEEP
TIGER-3
*ing : Salman Khan, Katrina Kaif
Time : 1:15, 4:15, 7:15 P.M

(A.C) SILIGURI 9832336881

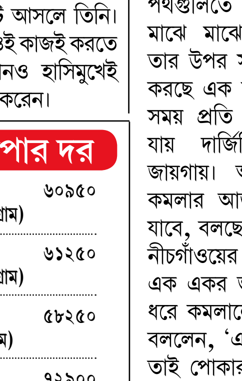

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জঙ্গিযোগ নিয়ে ধন্দে পুলিশ

ধৃত পাকিস্তানির মুখে ঝরঝরে বাংলা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত পাকিস্তানি মহিলা ঝরঝরে বাংলায় কথা বলছেন! হতবাক পুলিশ ও গোয়েন্দারা। বুধবার পানিট্যাঙ্কি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নাবালক পুত্র সহ ওই পাকিস্তানি মহিলাকে। ধৃত মহিলার নাম শায়েস্তা হানিফ ও তাঁর ছেলে মহম্মদ আরিয়ান। ধৃতরা পাকিস্তানের করাচিতে থাকতেন।

কীভাবে এই পাকিস্তানি মহিলা বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলছেন? কে এই মহিলা? প্রকৃতপক্ষে কেন তিনি অবৈধভাবে ভারতে ঢুকতে চাইছিলেন? এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে খড়িবাড়ি থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর বাংলায় দেন। ধৃত একসময় ভারতেরই মেয়ে ছিলেন বলে দাবি করেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ ও গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, শায়েস্তা হানিফ শিলচরের বাসিন্দা। তাঁরা ৯ বোন ও এক ভাই। পাকিস্তানের করাচির মহম্মদ হানিফের সঙ্গে মুম্বইয়ে তাঁর পরিচয় হয়। তারপর উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক। এক সময় বিয়ে হয়। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল গৌরী দে। বিয়ের পর ধর্মান্তরিত হয়ে নাম পরিবর্তন করে শায়েস্তা হানিফ করা হয়। হানিফের সঙ্গে বিয়ের পর কিছুদিন পাকিস্তানে থাকেন উভয়ে। এরপর হানিফের সঙ্গে কর্মসূত্রে সৌদি আরবের জেড্ডায় চলে যান। হানিফ সৌদি আরবের জেড্ডায় একটি স্বর্ণ অলংকার কোম্পানিতে কর্মরত। শায়েস্তা ওরফে গৌরীকে জেরা করে পুলিশ ও গোয়েন্দারা জানতে পারেন, কলকাতার সোদপুরের এঞ্জেলেসনগরে তাঁর এক দিদির বাড়ি রয়েছে। এছাড়াও কোচবিহার এবং অসমে তাঁর দাদা ও অন্যান্য দিদিরা থাকেন।

শায়েস্তার দাবি, তাঁর সঙ্গে থাকা ছেলেটি তাঁরই। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ নভেম্বর ওই মহিলা ছেলেকে নিয়ে সৌদি আরব থেকে বিমানে দিল্লি হয়ে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছান। নেপালে কয়েকদিন থাকেন। এরপর বুধবার সকালে ছেলেকে নিয়ে নেপালের কাঁকরভিটা দিয়ে হেঁটে সীমান্তের মেচি সেতু পেরিয়ে ভারতের পানিট্যাঙ্কিতে প্রবেশের সময় সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানরা তাঁদের আটক করেন। কথাবার্তায় অসংগতি পেয়ে মা ও ছেলেকে এসএসবি ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এসএসবি আধিকারিকরা। তল্লাশিতে তাঁদের কাছে পাকিস্তানি পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও নেপালের ভিসা উদ্ধার হয়। কিন্তু ভারতের ঢোকার ভিসা না থাকায় ধৃত পাকিস্তানি মা ও ছেলেকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি।

পাকিস্তানি শায়েস্তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খড়িবাড়িতে।

বৃহস্পতিবার মহিলাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ও নাবালক ছেলেকে দার্জিলিং জুভেনাইল আদালতে পাঠানো হয়।

এদিন খড়িবাড়ি থানা থেকে আদালতে যাওয়ার সময় গৌরী ওরফে শায়েস্তা বলেন, 'আমি একসময় অসমের বাসিন্দা ছিলাম। সৌদি আরব থেকে এসেছি। কলকাতায় বোনের বাড়ি। বেড়াতে এসেছি। ভারতে ঢোকার জন্য ভিসার আবেদন করেছিলাম কিন্তু পাইনি। যদিও পাকিস্তানি মহিলার কথাগুলি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও গোয়েন্দারা।'

ঝরঝরে বাংলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শায়েস্তাকে কি পাকিস্তানি কোনও জঙ্গি সংগঠন ব্যবহার করছে? দীর্ঘ ৪৩ বছর পর কেন তিনি অবৈধভাবে ভারতে ঢুকতে চাইছিলেন? ৬৩ বছরের মায়ের সন্তান ১১ বছরের কি কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? আরিয়ান কি আদৌ তাঁর সন্তান? এর আগেও কি শায়েস্তা এই রুট ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছিলেন? এমন বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ ও গোয়েন্দারা। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস বলেন, 'ধৃত মহিলাকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

শায়েস্তা বৃত্তান্ত

- একসময় ভারতেরই মেয়ে ছিলেন বলে দাবি
- কলকাতার সোদপুরের এঞ্জেলেসনগরে রয়েছে দিদির বাড়ি
- পাকিস্তানি পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও নেপালের ভিসা উদ্ধার
- মহিলাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ও নাবালক ছেলেকে দার্জিলিং জুভেনাইল আদালতে পাঠানো হয়

পর্যটকের পাত্তা নেই, রিসর্টে পুলিশ ক্যাম্প

কুশমণ্ডি, ১৬ নভেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে মহিপালদিঘির ধারে তৈরি হয়েছিল রিসর্ট। গত দুই বছর ধরে সেই রিসর্ট তালা বন্ধ। রিসর্টের ঘরের জানালার কাঁচ ভাঙা। ঝুল সর্বত্র। রিসর্টে রয়েছে অস্থায়ী পুলিশক্যাম্প। ভ্রমণ পিপাসুদের প্রশ্ন –কবে খুলবে রিসর্ট ?

পাল আমলে তৈরি এই জেলার অন্যতম বড় দিঘি বলতে কুশমণ্ডি ব্লকের মহিপালদিঘি। ২০১৭ সালে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল এই রিসর্ট। শুরু হয় ভ্রমণপিপাসুদের যাতায়াত। সেই আগ্রহ ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে রিসর্টের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একসময় কুশমণ্ডি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি ওই রিসর্টের দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেও প্রশাসনিক জটিলতায় তা আর বেশি দূর এগোয়নি।

রিসর্ট দেখভালের দায়িত্বে অস্থায়ী কেয়ারটেকার যুবাইর আলম জানিয়েছেন, গত দুই বছর ধরে রিসর্টে একজন পর্যটকও আসেনি। তিনি কেয়ারটেকার, আবার তিনিই পর্যটক। আর তাঁর ছেলেমেয়েরা রিসোর্টের সিঁড়িতে খেলে লুকোচুরি। রিসর্টের ডাইনিং রুমে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে রয়েছে পুলিশ।

রিসর্ট বন্ধ–এই কথা জেনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জেলার বিশিষ্ট পর্যটক নীহার বিশ্বাস, পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রণী মুখ তুহিনশুভ্র মণ্ডল–সহ বহু মানুষ। নীহার বিশ্বাস বলেন, মহিপাল আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার। পুরানো ইতিহাস বিজড়িত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মানুষ এলে সরকারি রিসর্টের খোঁজ আগে করেন। কিন্তু সেই মহিপালদিঘির রিসর্ট বন্ধ হওয়ার খবর শুনে বড় খারাপ লাগছে।

দু'বছর ধরে কুশমন্ডির মহিপালদিঘির রিসর্ট বন্ধ। –সংবাদচিত্র

রিসর্ট তৈরির ভাবনাটা এসেছিল এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভেবে। এখন সেটা তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা।

তবে তিনি এও বলেন রিসর্ট তৈরি করলেই হবে না। রিসর্টে মানুষ যাতে রাত্রিবাস করতে পারে, তার জন্য ন্যূনতম বিষয়গুলির প্রতি প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত। সেটা এখনও গড়ে ওঠেনি বলেই মহিপাল রিসর্ট একটা ব্যর্থ প্রোজেক্টের রূপ নিয়েছে।

পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, রিসর্ট বন্ধ হওয়ার খবর

দিঘি পাড়ের বাসিন্দা ধনপতি রায় বলেন, রিসর্ট তৈরির পর আমরা সকলেই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম–এলাকার বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান হবে। কিন্তু তা হয়নি। তিনি নিজেও ওই রিসর্টের দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক পি.প্রমথ এই প্রসঙ্গে কোনও উত্তর দিতে চাননি। সদ্য কাজে যোগ দেওয়া কুশমণ্ডির বিডিও দর্শনা সুব্বা জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে খোঁজ নেবেন।

জুয়ার আসরে অভিনব পুরস্কার, বাড়ছে টাকার অঙ্ক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : গ্রাম আছে গ্রামেই। দুর্গাপুজোর পর থেকে বিভিন্ন গ্রামে যাত্রা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আড়ালে যে জুয়ার আসর বসে আসছে কয়েক বছর থেকে, এ বছরও তার পরিবর্তন হয়নি আলিপুরদুয়ার জেলায়। অনুষ্ঠানের আড়ালে বিভিন্ন জায়গায় বসছে জুয়ার আসর। জুয়ার আসরে আবার বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। কোনও জায়গায় আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লাভের টাকার অঙ্কও।

যদিও গত বছরের থেকে জুয়ার আসর অনেকটাই কমেছে বলে দাবি পুলিশের। অভিযোগ, পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশের দাবি। জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর এই বিষয়ে বক্তব্য, 'গত বছর জুয়া নিয়ে অনেক অভিযোগ এসেছিল। এবছর আমাদের কাছে তেমন অভিযোগ আসেনি। যে অভিযোগ এসেছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সতর্ক রয়েছে। অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

পুলিশের দাবির সঙ্গে অবশ্য বাস্তবের ছবিটা কিছুটা মিলে যায়। গত বছরের থেকে জুয়ার আসর কমলেও যে ক'টি জায়গায় এখনও পর্যন্ত জুয়ার আসর বসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রচুর ভিড় হচ্ছে। যারা ওই জুয়ার আসর বসাচ্ছে তারা বোর্ড বসানোর জন্য বেছে নিচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকা। যে এলাকা থেকে পুলিশ ফাঁড়ি বা থানা অনেকটা দূরে। সম্প্রতি যেমন আলিপুরদুয়ার–১, ফালাকাটা, কালচিনি ব্লকের বেশ কিছু জায়গায় জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপুজোর পর। আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের শালকুমারহাটে তো এক জায়গায় পুলিশ তল্লাশি করে। তবে সেখান থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। কালীপুজোর পরে এই জুয়ার আসর বসার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুলিশের কড়াকড়ির জন্যই যে জায়গায় জুয়ার আসর বসার সুযোগ থাকছে সেখান থেকে প্রচুর টাকা মুনাফা তুলতে বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখছে জুয়ার কারবারিরা। যেমন জুয়া খেলায় বাড়ানো হয়েছে লাভের টাকার অঙ্ক। গত বছর যেমন দেখা গিয়েছে জুয়ার বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন রকম লাভের অঙ্ক। বোর্ড ও বল খেলায় সর্বোচ্চ দ্বিগুণ বা তিনগুণ টাকা ফেরত পেতেন যারা জুয়া খেলতেন। আবার বড় জুয়া যেটা ছয় ঘুঁটির সেটায় সর্বোচ্চ ছয়গুণ টাকা ফেরত পাওয়া যেত। আবার চরকি জুয়ায় আগে যেটা দশগুণ পর্যন্ত বাড়তি টাকা পাওয়া যেত সেটা এবার দেখা যাচ্ছে ত্রিশগুণ করা হয়েছে। কেমন এই খেলা? একটি চরকিতে এক থেকে ত্রিশ ঘর রয়েছে এই খেলায়। চরকির সামনে সেই ত্রিশ জায়গায় টাকা রাখার জায়গা রয়েছে। যে কোনও ঘরে টাকা রাখার পর যদি চরকিতে সেই ঘর আসে তবে ততগুণ টাকা ফেরত পাবেন যে টাকা লাগিয়েছেন।

এবছর এই খেলা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে জুয়াড়ি মহলে। অন্যদিকে, যেখানে জুয়ার আসর বসছে তার আশপাশে বসছে প্রচুর মদের দোকানও। জুয়াতেও পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে মদ। রিং জুয়ায় এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রিং যদি মদের বোতলের উপর ফেলা যায় তবে পাওয়া যাবে সেই মদের বোতল।

স্পাইনাল সার্জারি মণিপালে

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : মেরুদণ্ডের নানা সমস্যায় রোবটিক সার্জারির আবির্ভাব রোগীদের এক নতুন আশার আলো প্রদান করছে। সম্প্রতি স্কোলিওসিসে (মেরুদণ্ডের গঠনগত সমস্যা) আক্রান্ত ১৫ বছরের এক বাংলাদেশি মেয়েকে নতুন জীবন দিয়েছে রোবটিক স্কোলিওসিস সংশোধনের অস্ত্রোপচার। তবে শুধু ওই মেয়েটি নয়, আরও বেশ কয়েকজন রোগীকে মেরুদণ্ড সংক্রান্ত সমস্যায় সাফল্য

রোবোটিক পদ্ধতির ব্যবহার

এনে দিয়েছে মণিপাল হাসপাতাল। প্রায় ১৫ বছর ধরে ১৫,০০০টিরও বেশি মেরুদণ্ডের সার্জারি সফলভাবে পরিচালনা করে মণিপাল স্পাইন কেয়ার সেন্টার অনেক এগিয়ে গিয়েছে। রোবটিক সার্জারির সুবিধা সম্পর্কে আরও আলোচনা করতে মণিপাল হাসপাতাল একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

রাসমেলার জন্য টাকা জমা শুরু

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : কোচবিহারের রাসমেলায় দোকান বসানোর জন্য টাকা জমা নেওয়া শুরু হল কোচবিহার পুরসভায়। বৃহস্পতিবার থেকে টাকা জমা নেওয়া শুরু হয়। প্রথম দিনেই এই জায়গা ভাড়া বাবদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা জমা পড়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, '২৭ নভেম্বর থেকে রাসমেলা শুরু হচ্ছে। প্রথম দিনে ১০ জন ব্যবসায়ী টাকা জমা দিয়েছেন। তাতেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা জমা পড়েছে।' আগামীতে আরও টাকা জমা পরবে বলে আশাবাদী তিনি।

'হাউলি' প্রথা উধাও

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় হাউলি প্রথা বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার মুখে। কৃষিভিত্তিক কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ফসল লাগানো এবং তোলার সময় আগে ব্যাপক হারে হাউলি প্রথার প্রচলন ছিল। স্থানীয়দের কথায়, একটা সময় চাষিরা হাউলি প্রথার মাধ্যমে একে অপরকে চাষাবাদের কাজে সহযোগিতা করতেন। পারিশ্রমিক ছাড়াই সীমান্তের চাষিরা একে অপরের কাজে সাহায্য করতেন। বিনিময়ে কাজ শেষে চলত পেটপুরে সহভোজ। বর্তমানে চাষের কাজের জন্য শ্রমিকই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়েও সময়ে জমিতে কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া যায় না। হাউলি প্রথা তো অনেকদূর!

সীমান্ত এলাকা মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন প্রবীণ চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হাউলি প্রথায় পুরুষ এবং মহিলারা দল বেঁধে প্রতিবেশীর জমিতে চাষের কাজ করতেন। এটাই স্থানীয়রা 'হাউলি দেওয়া' বলেন। বিনিময়ে তাঁরা কোনও পারিশ্রমিক নেন না। তবে কাজ শেষে জমির মালিক মজুরির পরিবর্তে সকলকে মাছ, মাংস সহযোগে পেটপুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। জমির কাজ সেরে সকলে মিলে রাতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সারতেন। চ্যাংরাবান্ধার প্রবীণ চাষি রাম সরকারের কথায়, আগে চাষের কাজে হাউলি প্রথার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে ধান ও পাটের মরশুমে হাউলি প্রথার মাধ্যমেই ফসল লাগানো ও ঘরে তোলা হত। উৎসবের মেজাজে চলত কাজ। রামের আক্ষেপ, এখন হাউলি প্রথা উধাও।

নিজতরফের ফরিদুল হক বলছেন, হাউলি প্রথার উদ্দেশ্যই ছিল, একজনের চাষের কাজে প্রতিবেশী চাষিরা সাহায্য করবেন। এতে সীমান্ত এলাকার চাষিদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কও মজবুত হত। প্রবীণ চাষিরা বলছেন, কয়েক বছর আগেও এই প্রথায় চাষের কাজে ব্যাপক চল ছিল। এখন সে সব আগ্রহ এবং উৎসাহ নেই। হাউলি প্রথার এই ছবি এখন খুঁজে পাওয়াই মুশকিল, বলছেন চিতিয়ারডাঙ্গার সুবল মণ্ডল।

সীমান্ত এলাকায় এখন কেন আর হাউলি প্রথার প্রচলন কমে গিয়েছে? প্রবীণ চাষিরা বলছেন, আগে এলাকায় যাঁরা শ্রমিকের কাজ করতেন, তাঁরা এখন বেশিরভাগই ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। চাষিদের মধ্যে হাউলি দেওয়ার মানসিকতাও কমে যাচ্ছে। সুবল মণ্ডল বলছেন, এতে যেহেতু বিনে পয়সায় কাজ করতে হয়, নতুন প্রজন্ম তাই প্রতিবেশীর জমিতে 'ফ্রি'তে কাজ করতে চায় না।

সবমিলিয়ে, একসময় ধান তোলার মরশুমে যে হাউলি প্রথায় আমোদে, আনন্দে সবাই মিলে একে অপরের কাজ করে দিতেন, সেই প্রথা এখন বিলুপ্তির পথে।

মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি গ্রামে ধান ঝাড়াইয়ের ব্যস্ততা।

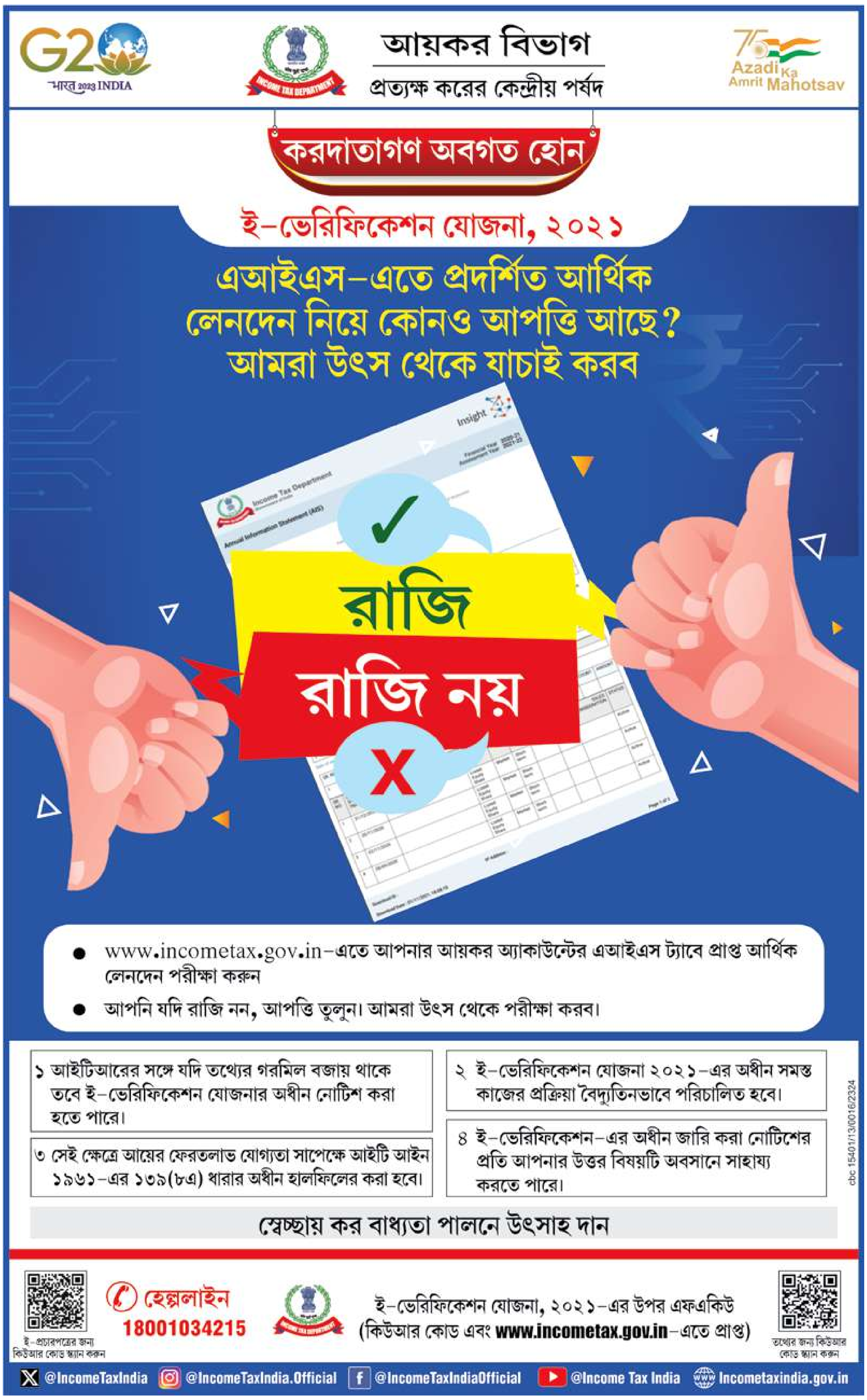

লতিপুরে পাবনী দাসের বাড়িতে শোকার্ত পরিজন। –সংবাদচিত্র

মহিলাকে কুপিয়ে খুন চাকুলিয়ায়

চাকুলিয়া, ১৬ নভেম্বর : দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক মহিলাকে কুপিয়ে খুন করল। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মৃতের নাম পাবনী দাস (৫০)। তিনি চাকুলিয়া থানার লতিপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর হাতের শিরা ও শ্বাসনালি কেটে তাঁকে খুন করা হয়। এছাড়া মাথা ও পেটের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ইসলামপুর মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে কী কারণে ওই মহিলাকে নৃশংসভাবে খুন করা হল তা জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত ও দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণ শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। চাকুলিয়া থানার আইসি পিনাকী সরকার বলেন, 'তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি দ্রুত এর সমাধান হবে।'

স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় কারও সঙ্গে তাঁর কোনও বিবাদ ছিল না। এমনকি আত্মীয়দের সঙ্গেও ভালোই সম্পর্ক ছিল। দ্রুত প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তার করা হোক। স্বামী নরেশচন্দ্র দাস মারা যাওয়ার পর থেকে পাবনী তরিয়াল হাইস্কুলে রাঁধুনির কাজ করতেন। তাঁর এক ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। তাঁরা শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। ছেলে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। পাবনী বাড়িতে একাই থাকতেন। বুধবার গভীর রাতে পুলিশ খবর পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে। তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা আকতার বলেন, 'এমন নৃশংস খুনের ঘটনায় আমরা হতভম্ব। পুলিশের তরফে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' চাকুলিয়ার বর্তমান বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, 'দুষ্কৃতীরা যাতে ছাড়া কোনও মতে ছাড়া না পায় সে কথা আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছি।'

মৃতের এক আত্মীয় ফণিলচন্দ্র দাস বলেন, 'এদিন রাতে তাঁর গোঙানির আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশীরা বাড়িতে ছুটে যান। বাড়ি দূরে হওয়ায় আমাদের আসতে একটু দেরি হয়েছিল। তাই মৃতের জবানবন্দি নিতে পারিনি। তবে একের বেশি দুষ্কৃতী ছিল। কারণ বাড়ির পিছনে একাধিক ব্যক্তির পায়ের চিহ্ন মিলেছে। সেখানে বাঁশের বেড়া ভেঙে তারা ভিতরে ঢোকে। দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে কিছুই নিয়ে যায়নি। তাই তারা খুনের উদ্দেশ্যেই এসেছিল বলে মনে করছি। পুলিশের কাছে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' মৃতের বড় মেয়ে বন্দিতা দাসের বক্তব্য, 'বাবার মৃত্যুর পর অভাবের মধ্যেও মা'ই আমাদের এতদিন আগলে রেখেছিলেন। তরিয়াল হাইস্কুলে রাঁধুনির কাজ করে উনি আমাদের বড় করেছেন। দুষ্কৃতীরা আমার মায়ের জীবনটা কেড়ে নিল। ওদের কঠোর শাস্তি চাই।'

মানিকের অভিযোগে জল্পনা শিক্ষা মহলে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলা বিদ্যালয় সংসদগুলির দিকে দায় ঠেলে দিয়েছেন জেলবন্দি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য। আর এতেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানরা অস্বস্তিতে পড়েছেন। তবে দুর্নীতির দায় নিয়ে মানিকের দাবি কেউই মানতে চাননি। অভিযোগ উঠেছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পর্ষদের পাশাপাশি জেলা বিদ্যালয় সংসদের একাংশও জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধেও টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা জেলাতেও একই অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ। তার সঙ্গে নাকি আবার শাসকদলের মাথারাও জড়িত।

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন মানিকের আইনজীবী দাবি করেন, নিয়োগের প্যানেল তৈরি করে জেলা বিদ্যালয় সংসদে পাঠায় পর্ষদ। যদি অনিয়ম হয়, তাহলে তা জেলা বিদ্যালয় সংসদের তরফে হতে পারে। পর্ষদের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী হয়তো সকলকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। তার জায়গায় বাইরের কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে মানিকের আইনজীবী সওয়াল করেছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের বক্তব্য, 'পর্ষদের পাঠানো তালিকার বাইরে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা জেলা সংসদের নেই। যেভাবে পর্ষদের তরফে তালিকা পাঠানো হয়েছিল, সেইমতো কাউন্সেলিং করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। তার সমস্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মানিকের ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন শিক্ষক নেতা রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা সুপ্রকাশ রায়ের কথায়, 'কে কী বলছে তা আমার জানা নেই। যেভাবে পর্ষদের তরফে তালিকা দেওয়া হত, সেভাবে নিয়োগ করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির সংসদের আরেক প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণব ভট্টাচার্যের কথায়, '২০১৭ সালে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। দেড় বছর দায়িত্ব সামলেছি। কিন্তু সেসময় কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া চলেনি। তাছাড়া, পর্ষদের নিয়মের বাইরে কিছুই সম্ভব নয়।' তাহলে মানিক সেই কথা বললেন কেন? প্রণবের জবাব, 'মানিক যা বলছেন, তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিতে পারবেন।'

রাগ মেটাতে পথকুকুর খুন, গ্রেপ্তার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দুজনের মধ্যে বচসা। 'প্রতিপক্ষ' পালিয়ে গেলে রাগ গিয়ে পড়ে রাস্তার একটি কুকুরের ওপর। রাগ মেটাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুকুরটিকে খুন করা হয়। 'মাথাগরম' সেই খুনির ঠাঁই বর্তমানে শ্রীঘরে। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পূর্ব চয়নপাড়াতে।

ঘটনার শুরু গত সোমবার রাতে। ওই এলাকায় কালীপুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ স্থানীয় বুলন দাসের সঙ্গে এক ব্যক্তির ঝামেলা বাধে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুজনেই সেসময় মদ্যপ অবস্থায় ছিল। মত্ত অবস্থাতেই বুলন আরেক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে। ওই লোকটি পালিয়ে গেলে বুলন নিজের রাগ মেটাতে একটি পথকুকুরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় শরীরে আঘাত নিয়েই এলাকা ছাড়ে প্রাণীটি। সেই রাতে আর খোঁজ মেলেনি সারমেয়টির।

কী হয়েছিল

- কালীপুজোর রাতে বুলন দাস ও আরেক ব্যক্তির মধ্যে বচসা হয়
- বাসিন্দারা জানান, দুজনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল
- বচসার মাঝে বুলন আরেক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে
- ওই লোকটি পালিয়ে গেলে রাগ পড়ে রাস্তার একটি কুকুরের ওপর
- কুপিয়ে খুন করা হয় সন্তানসম্ভবা সারমেয়টিকে

মঙ্গলবার সকালে এলাকার এক জায়গায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি সারমেয়টিকে। সন্তানসম্ভবা ছিল সেটি।
–সৌভিক দত্ত, *অভিযোগকারী*

অভিযোগকারীদের তরফে সৌভিক দত্তের বক্তব্য, 'মঙ্গলবার সকালে এলাকার এক জায়গায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি সারমেয়টিকে। সন্তানসম্ভবা ছিল সেটি।' এই ঘটনার পর ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সঞ্জু বর্মন, মনোজ পুরকায়স্থরা দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হন।

সেদিনই বাসিন্দাদের তরফে আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে শহরজুড়ে। শহরের একটি পশুপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার প্রিয়া রুদ্র ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'বিষয়টি শুনেই ওখানকার বাসিন্দাদের পুলিশের দ্বারস্থ হতে বলেছি। সভ্য সমাজে এসব মেনে নেওয়া যায় না। এগুলো এক ধরনের মানসিক বিকৃতি।' যদিও এই ধরনের ঘটনা শহরে প্রথম নয়। এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ক্ষুদিরামপল্লি বাজারে রকি নামের একটি সারমেয়টিকে পিটিয়ে হত্যা করে এক ব্যক্তি। অভিযোগ পেয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তারও আগে মাটিগাড়া থানা এবং প্রধাননগর থানা এলাকাতেও এরকম দুটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনাতেই গ্রেপ্তার হয়েছে অভিযুক্তরা। যদিও সেসব ঘটনার সঙ্গে এবারের ঘটনার পার্থক্য রয়েছে। এর আগে কুকুরের তাড়া খেয়ে কিংবা কামড়ের ভয়ে ঘটেছিল ঘটনাগুলি। কিন্তু এবারে সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় কুকুরটিকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ধরনের ঘটনাকে সংবেদনশীল বলেছেন দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'নিন্দনীয় ঘটনা তো বটেই, সেইসঙ্গে নাগরিক সচেতনতাও দরকার। এক্ষেত্রে পুলিশি তদন্তের বড় ভূমিকা রয়েছে। আগে এই ধরনের ঘটনায় সেভাবে কিছু করা না গেলেও বর্তমানে মামলার জায়গা রয়েছে।'

রাঙ্গাপানিতে লাইনচ্যুত হল মালগাড়ি। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনের বগিগুলি মেইন লাইনে আটকে গিয়েছে। ফলে, রেলগেট এবং মেইন লাইন বন্ধ হয়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে রাঙ্গাপানি ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছেছে। ঘণ্টাখানেক স্বাভাবিক রেল পরিষেবা বন্ধ থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রেলস্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিও আটকে যায়। চটেরহাটে দীর্ঘসময় আটকে থাকে এনজেপিগামী শতাব্দী এক্সপ্রেস। এনজেপিতে বেশ কিছুক্ষণ আটকে ছিল ব্রহ্মপুত্র মেল ও দাদর এক্সপ্রেস। পাশাপাশি, ফাঁসিদেওয়া–মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, লাইন থেকে বগি সরানোর জন্য একটি ক্রেন এনজেপি থেকে রাঙ্গাপানি পৌঁছায়। পরে অন্য একটি ইঞ্জিন লাগিয়ে লাইন থেকে মালগাড়িটি সরানো হয়। খুলে দেওয়া হয় রাঙ্গাপানি রেলগেট। কীভাবে ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছেন রেলের কর্তারা। *ছবি: সৌরভ রায়*

'ফ্যাসিস্ট' মমতাকে উৎখাত করার ডাক

তৃণমূল ছেড়ে বিদ্রোহী জহর

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : তৃণমূল ছাড়লেন আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ নেতা প্রশান্তনারায়ণ মজুমদার (জহর)। জেলায় দলের জন্মলগ্নের সঙ্গী এই নেতা এদিন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করার সময়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎখাত করার জন্য বিরোধী শক্তিকে একজোট হওয়ার কথাও বলেছেন। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, 'মমতাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করতে হবে। একটা ফ্যাসিস্ট সরকার চালাচ্ছে মমতা।'

জেলায় দলের যাঁদের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে তাঁদের মধ্যে তালিকার প্রথমদিকে নাম থাকত জেলার প্রবীণ আইনজীবী জহর মজুমদারের। সাংবাদিক বৈঠক করে বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করেছেন। এদিন তাঁর বিস্ফোরণে জেলার রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'জহরবাবু শ্রদ্ধেয় মানুষ। উনি সংবাদমাধ্যমের কাছে কী বলেছেন, শুনিনি। আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। তাই কিছু না জেনে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

বৃহস্পতিবার বাবুপাড়ায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে জহরবাবু অভিযোগ করেন, 'রাজ্যের শাসকদলটা ফ্যাসিস্ট কায়দায় চলছে। যৌথ শক্তি ছাড়া এই ফ্যাসিস্টকে সরানো যাবে না। গণতন্ত্রের তাগিদে আমাদের সবাইকে একটা জায়গায় আসতে হবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, যেখানে যাঁর শক্তি রয়েছে, সেখানে তাঁকে সমর্থন করুন। কারণ ফ্যাসিস্টকে সরাতে গেলে আমার শক্তি দিয়ে আমি পারব না, তোমার শক্তি দিয়ে তুমি পারবে না। যৌথ শক্তি যদি না আসে তাহলে ফ্যাসিস্টকে সরানো যায় না। তাই আমি যেখানে যে পার্টি সবল, সেই পার্টিকে সমর্থন করার জন্য সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান করছি।'

নেতার ক্ষোভ

- আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে দলের সঙ্গী জহর মজুমদার
- জেলা সভাপতি, রাজ্য সহ সভাপতি থেকে সরকারি আইনজীবীর দায়িত্ব সামলেছেন তিনি
- বয়সজনিত কারণে তাঁকে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব দলীয় ও সরকারি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের সভাতেও দেখা যায়নি জহরবাবুকে

৮২ বছর বয়সি জহরবাবু দাবি করেন, জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ দলের ও সরকারের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ। তাঁরাও আগামীদিনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়বেন।

বয়সজনিত কারণেই মূলত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে গুরুত্ব হারিয়েছেন জহর মজুমদার। একসময় দলের জেলা সভাপতি থেকে রাজ্য সহ সভাপতি পদে থাকলেও পরবর্তীতে তাঁকে সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আলিপুরদুয়ার আদালতের সরকারি আইনজীবী হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্বভার সামলেছেন। বছরখানেক আগে ওই পদ থেকেও তাঁকে সরানো হয়। ২০২২-এর ৭ জুন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে দলীয় সভায় এসেছিলেন। ওই সভাতেও জহরবাবুকে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে দলীয় কর্মসূচিতে এসেছিলেন। সেখানেও তাঁকে ডাকা হয়নি। জহরবাবু বলেন, '১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে দলের হাল ধরেছিলাম। ২০০১ সালে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়েছি। দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলেছি। আমি আজ বাধ্য হয়ে এই বয়সে এসে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। কারণ, সিপিএমের মতো একটা দলের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে হলে মমতাই একমাত্র সহায় সম্বল মনে হয়েছিল। আজকে জীবন সায়াহ্নে এসে দেখছি, আমরা চোর ধরতে ডাকাত এনেছি।'

ভুল লেনে বাইক নিয়ে দাদাগিরি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : মাথায় হেলমেট নেই, দু'কানে গোঁজা ইয়ারফোন। মহাবীরস্থান উড়ালপুলে ভুল লেন দিয়ে বাইক চালাতে চেয়ে কার্যত 'দাদাগিরি' করল এক ব্যক্তি। তার জেরে বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসমি চক থেকে উড়ালপুলে ওঠার মুখের রাস্তায় প্রায় দশ মিনিট যানজটে আটকে রইল অ্যাম্বুল্যান্স, স্কুলবাস। অ্যাম্বুল্যান্সচালক হুটার বাজিয়ে চললেও ওই ব্যক্তি রাস্তা ছাড়তে রাজি হয়নি। উলটে তাকে ঠিকপথে বাইক চালানোর কথা বলায় গালিগালাজও করে ওই ব্যক্তি। গোটা সময়ে কোনও পুলিশকর্মীকে এলাকায় দেখা যায়নি বলে অভিযোগ সেসময় উপস্থিত গাড়ি ও বাইকচালকদের।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) অভিষেক গুপ্ত বলেন, 'গোটা ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

যানজট এড়াতে হাসমি চক থেকে উড়ালপুলে ওঠার মুখের রাস্তায় ডিভাইডার বসানো রয়েছে। ওই ব্যক্তি টিকিয়াপাড়ার দিক থেকে হাসমি চকের দিকে আসছিল। কিন্তু হাসমি চকের দিকে নামার নির্দিষ্ট লেনে না নেমে ওই ব্যক্তি টিকিয়াপাড়ার দিকে ওঠার লেন দিয়ে নামতে চায়।

হাসমি চক থেকে উড়ালপুলে ওঠার মুখে টোটো, সিটি অটো দাঁড়িয়ে থাকায় যানজট লেগেই থাকে। মাঝেমধ্যে পুলিশকে দেখা যায় যানজট মুক্ত করতে। কিন্তু এদিন কোনও পুলিশকর্মী ছিলেন না।

এদিন কার্সিয়াং আদালত থেকে মামলার কাজ সেরে গাড়িতে শহরে ফিরছিলেন শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী অখিল বিশ্বাস। যানজটে তিনি গাড়ি নিয়ে আটকে যান। অখিলের কথায়, 'রাস্তা আটকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তি দাদাগিরি করতে থাকে। অ্যাম্বুল্যান্স আটকে থাকার কথা বললেও সে শুনতে চাইছিল না। হাসমি চকে পুলিশ থাকলেও একবারের জন্যও দেখা মেলেনি। ওই ব্যক্তিকে বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। পুলিশের উচিত এই ধরনের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করা।'

পরে অবশ্যই পথচলতি মানুষই জোর করে ওই ব্যক্তিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, যাতে কেউ ভুল লেন দিয়ে উড়ালপুল থেকে না নামেন, তার জন্য আগে উড়ালপুলের মুখে পুলিশকর্মীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। আইন অমান্য করায় অনেককে জরিমানাও করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরে ওই পুলিশকর্মীদের দেখা যায় না। হাসমি চকের ব্যবসায়ী স্বপন দাস, বলাই সাহার মতে, পুলিশ কড়া না হলে আগামীদিনে এই জায়গায় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রাঙ্গাপানিতে উড়ালপুলের ডিপিআর পেশ

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ নভেম্বর : রাঙ্গাপানি রেলগেট নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা দীর্ঘদিনের। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে লিউসিপাকরিতে দলীয় জনসভা থেকে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট উড়ালপুল তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। এরপর বছর পেরোতে চললেও এলাকার মানুষ সমাধানের কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ওই রাজ্য সড়কে রোজ বহু গাড়ি চলাচল করে। ফলে রেলগেট বন্ধ হলে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েন। এবারে সেই সমস্যা মিটছে। ইতিমধ্যেই উড়ালপুল তৈরির বিষয়ে কেন্দ্রকে ডিপিআর তৈরি করে পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ আশ্বাস দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র সরকার রাঙ্গাপানিতে উড়ালপুল তৈরির জন্য ৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্যের তরফে ২২ কোটি টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেস সেই টাকা দিতে মানা করেছে। জেলাজুড়ে একাধিক নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। চার লেন এবং ছয় লেন রাস্তার কাজও চলছে। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার জন্যই দেরি হলেও দ্রুত রাঙ্গাপানি রেলগেটের সমস্যা মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হবে।'

রাঙ্গাপানির বাসিন্দা বিপ্লব বর্মন বলেন, 'রোজই এমন সমস্যা হয়। রেলগেট বন্ধ হলেই গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। রেলগেট খোলার সময়ও যানজটের সৃষ্টি হয়। উড়ালপুল তৈরি হলে যাত্রীদের সমস্যা মিটবে।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি থেকে রোজ ফাঁসিদেওয়া যাতায়াত করা বলরাম সরকারের মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার সময় রেলগেটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। উড়ালপুল তৈরি হলে সবাই উপকৃত হবেন।' সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করে রাজু বলেন, 'আমাকেও একাধিকবার দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।'

পুলিশকর্মীর বাড়িতে চুরি

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : চুরি যাওয়া সোনা-রুপোর গয়না এবং নগদ টাকা সহ যাযাবরকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃত সঞ্জয় ধামীর (২৭) আসল বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বেলারিতে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার তারবান্ধার বাসিন্দা পুলিশের হোমগার্ড দয়াল সিংহ পরিবার নিয়ে কালীপুজোর মেলা দেখতে যান। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে সঞ্জয় ঘরের তালা ভেঙে সমস্ত জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে সোনা-রুপোর গয়না এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায়। পুলিশ তদন্তে নেমে সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে গয়না ও নগদ সাড়ে ১২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে যাযাবরদের একটি দল বাগডোগরা রেলস্টেশনের পাশের মাঠে ঘাঁটি গেড়েছে। রাতে অন্য জায়গায় থাকলেও ভোরে রেলস্টেশনের পাশের মাঠে তাদের রান্না করতে দেখা যায়। পুলিশের অনুমান, এদের কাজ সারাদিন ধরে ফাঁকা বাড়ি খুঁজে বের করে চুরি করা। পুলিশ অবশ্য দলটির ওপরে নজর রাখছে বলে জানিয়েছে।

ছটঘাটে বৃক্ষরোপণ

খড়িবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে খড়িবাড়ি গুরুদয়ালজোত ছটঘাটে বৃক্ষরোপণ করল উত্তরবঙ্গ সৎসংঘ তপোবন কমিউনিটি। এদিন ছটঘাটে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুন নদীর তীরে বিভিন্ন চারাগাছ লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মণিকা সিংহ প্রমুখ।

শীতের খরস্রোতা তোর্ষায় ভেসে গেল জয়গাঁর দুই কিশোর

জয়গাঁ, ১৬ নভেম্বর : শীতকালের তোর্ষা আর বর্ষাকালের তোর্ষার মধ্যে বিস্তর ফারাক। বর্ষাকালে যে নদীর জলোচ্ছ্বাস দেখে আতঙ্ক জাগে, শীতকালে সেই তোর্ষাতেই বড় জোর সাড়ে ৩ ফুট থেকে ৪ ফুট গভীর জল। অথচ সেই অল্প জলেই ভেসে গেল দুই কিশোর। পরে তাদের দেহ উদ্ধার করা হল ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট মেচিয়াবস্তি এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই কিশোরের নাম রমিত নাগাসিয়া (১২) ও ভোলা বাড়ই (১৫)। দুজনেই ওই ছোট মেচিয়াবস্তি এলাকারই বাসিন্দা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই দুজনেরই নেশা ছিল মাছ ধরার। এদিনও মাছ ধরতে গিয়েই ওই ঘটনা ঘটে। নদীতে জল কম থাকতে পারে, কিন্তু তোর্ষা নদী বরাবরই খরস্রোতা। কোনওভাবে সেই স্রোতের মুখে পড়ে যায় ওই দুজন। আর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। টেনে নিয়ে যায় পাহাড়ি নদীর স্রোত। এদিনের ঘটনার পর থেকে থমথমে ছোট মেচিয়াবস্তির পরিবেশ। এলাকায় শোকের ছায়া। ঘটনার জেরে নাওয়াখাওয়া ভুলে তোর্ষা নদীর তীরেই দিন কাটালেন ওই দুই কিশোরের বাড়ির লোকজন সহ এলাকাবাসী। পরে দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রমিত ও ভোলার ছোট থেকেই মাছ ধরার নেশা। দুজনেই স্কুলছুট। এদিনও তারা নদীতে মাছ ধরতেই গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল আরও দুই বন্ধু। রমিত ও ভোলা মাছ ধরতে গিয়ে কখন যে স্রোতের মুখে

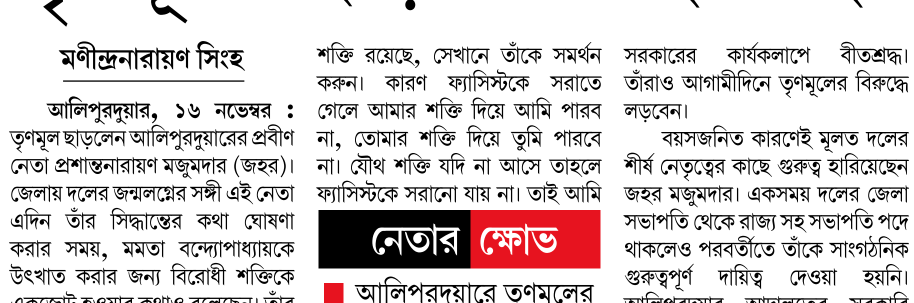

তোর্ষা থেকে এক কিশোরের দেহ উদ্ধার করে আনা হচ্ছে।

চলে গিয়েছে, নিজেরাও বুঝতে পারেনি। খেয়াল করতে পারেনি তাদের দুই বন্ধুও। ওই দুজনকে ভেসে যেতে দেখে তারা দৌড়ে এসে ছোট মেচিয়াবস্তিতে বাকিদের জানায়। পরিজন ও প্রতিবেশীরা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন নদীর পাড়ে। কিন্তু ওই দুজনকে দেখতে পাননি কেউ।

রমিতের বাবা রামলাল নাগাসিয়া কাশ্মীরে শ্রমিকের কাজ করেন। আর মা রিনা নাগাসিয়া পরিচারিকার কাজ করেন। বাড়ির একমাত্র ছেলে ছিল রমিত। চতুর্থ শ্রেণি অবধি সে পড়াশোনা করেছিল। পরে সংসারের অভাবের কারণে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি তার। মা রিনা জানালেন, 'ছেলে মাঝেমাঝেই নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসত। রান্না করে দিতে বলত। ও মাছ খেতে ভালোবাসত। সেই ভালোবাসাই কাল হল।' এদিন তিনি একটানা কথাও বলতে পারছিলেন না। বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। আর বলছিলেন, 'মাছ ধরার নেশাই আমার ছেলেটাকে শেষ করে দিল।' প্রতিবেশীদের কাছে তাঁর আকুল প্রশ্ন, 'আমি কাকে নিয়ে বাঁচব? আর তো কেউ নেই আমার।'

এলাকার বাসিন্দা চিত্রে বাহাদুর ছেত্রী জানালেন, 'ছেলেগুলো আর কী-ই বা করবে? আমাদের এখানে খেলার জায়গা বলতে ওই তোর্ষা নদীর পাড়ই রয়েছে। আর ওদের অভাবের সংসার। মাছ ধরে কখনও রান্না করে খায়, কখনও বিক্রি করে।' তবে যাতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া যে প্রয়োজন সেকথা মেনে নিয়েছেন তিনি। এদিকে ভোলার বাড়িতে থাকে না কেউই। বাবা চিত্ত বাড়ই কীর্তনদলের সঙ্গে যুক্ত। এদিন বাড়িতে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এমনকি বিকেল অবধি তো ছেলের মৃত্যুর খবরও পাননি তিনি।

এই দুই কিশোরের ডুবে যাওয়ার খবর পৌঁছায় কালচিনির বিডিও জয়দীপ চক্রবর্তীর কাছে। তিনি ঘটনাস্থলে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের নিয়ে যান। শুরু হয় তোর্ষা নদীতে খোঁজাখুঁজি। নামানো হয় স্পিডবোট। অনেক তল্লাশির পর দুপুর আড়াইটার দিকে দুই কিশোরের দেহ পাওয়া যায় বিবাড়ির সামনে থেকে। বিডিও বলেন, 'দুজনের দেহ মিলেছে। পুলিশ দেহ নিয়ে গিয়েছে। দুই কিশোরের পরিবারের পাশে রয়েছে ব্লক প্রশাসন।' সেই সঙ্গে বিডিওর অনুরোধ, 'সকলে সতর্ক হোন। নদীর পাড়ে কেউ অসতর্ক হবেন না। খরস্রোতা নদী থেকে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে।'

ভিক্টর-মোহিতের কথায় দোটানায় নেতা-কর্মীরা

আলাদা জেলার দাবি নিয়ে দ্বিমত

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : ইসলামপুরকে জেলা ঘোষণার বিষয়ে একই মঞ্চে কংগ্রেসের দুই শীর্ষনেতার দ্বিমত ঘিরে দলের নেতা-কর্মীরা দোটানায় পড়লেন। চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের ডাকে বৃহস্পতিবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে একটি কর্মীসভা আয়োজিত হয়। দলের জেলার বিভিন্ন নেতৃত্ব এই সভায় অংশ নেয়। সেই সভাতেই ইসলামপুরকে জেলা ঘোষণার দাবি তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)। তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের এই দাবিতে আন্দোলনে নামার ডাক দেন। অথচ, খোদ দলের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত এবিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, 'আলাদা জেলার দাবিতে আন্দোলনে নামার আগে প্রদেশ কংগ্রেস ও জেলা কমিটিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের দরকার। এখানে কোনওটাই হয়নি।'

ভিক্টর বলেছেন, ইসলামপুরকে আলাদা জেলা ঘোষণার দাবিতে তিনি যে আন্দোলন করবেন, তা শুধু উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। কলকাতার রাজপথেও তিনি আন্দোলন করবেন। সেজন্য তিনি দলের কর্মী-সমর্থক বিশেষ করে যুবসমাজকে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

আদৌ কি এই কর্মসূচি হবে? ভিক্টর ও মোহিতের কথায় ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। মোহিত বলছেন, 'জেলা নিয়ে আন্দোলন ভিক্টরের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।' আর দলের জেলা সভাপতির অভিমত প্রসঙ্গে ভিক্টর বলেন, 'জেলা সভাপতি ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ দুই মহকুমার দায়িত্বে রয়েছেন। সেকারণে তিনি জেলা গঠনের আন্দোলনে সরাসরি মত প্রকাশ করতে পারেন না।'

এদিকে, কংগ্রেসের এদিনের সভাকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। পুলিশের দাবি, দলের তরফে ওই সভার জন্য কোনওরকম অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাই এই সভা নিয়ে মামলা করবে পুলিশ। চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেন, 'যে কোনও সভার বিষয়ে অন্তত ১৫ দিন আগে জানাতে হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

তার জবাবে পালটা কংগ্রেস নেতা অশোক রায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, 'অনুমতি না নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ ২৪ জনের নামে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করেছে। অথচ আমরা এদিনের সভার অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম। পুলিশ অনুমতি দেয়নি।' তাঁর প্রশ্ন, শাসকদলের কর্মসূচির বেলায় কোনওরকম অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না কেন?

চোপড়ার লালবাজারে কংগ্রেসের কর্মীসভা। বৃহস্পতিবার।

> জেলা সভাপতি ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ দুই মহকুমার দায়িত্বে রয়েছেন। সেকারণে তিনি জেলা গঠনের আন্দোলনে সরাসরি মত প্রকাশ করতে পারেন না।
>
> –আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)

এদিনের সভায় ওঠে পঞ্চায়েত ভোটের পুরোনো প্রসঙ্গ। চোপড়ায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা করতে না দেওয়ার অভিযোগে এদিন ফের তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোর্ডকে না মানার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় কংগ্রেসের তরফে। পাশাপাশি এদিন স্থানীয় প্রশাসন ও শাসকদলের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরা হয়।

রবিবার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে টিম জার্সি কেনার ধুম পড়েছে শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ছটে এবার বিশ্বকাপের আমেজ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : কোথাও পাটনা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে সংগীতশিল্পীকে। কোথাও আবার কমিটির তরফে আয়োজিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসছেন বিহারের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের শিল্পীরাও। কোথাও আবার স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই আয়োজন করা হচ্ছে অনুষ্ঠানের। এরমধ্যে রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনাল রয়েছে। ১২ বছর পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে ভারত। তাই উদ্দীপনাটা একটু বেশিই। সেজন্য ছটপুজোতেও বিশ্বকাপের ছোঁয়া থাকবে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কোথাও থিম হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপ, কোথাও আবার তেরঙা কাপড়ের রঙে ঘাট সংলগ্ন এলাকা সাজবে।

এদিন গুরুংবস্তি ছটপুজো কমিটির সদস্য বিজয় ঝা বলেছেন, 'রবিবার রাতে আমরা স্থানীয়দের শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। তবে ভারত ফাইনালে ওঠায় পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'স্টেজটায় বড় করে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ বসানো হবে। সেইসঙ্গে থাকবে একটা প্রোজেক্টর। পুণ্যার্থীরা গান শোনার পাশাপাশি জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখতে পারবেন।'

> রবিবার রাতে আমরা স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। তবে ভারত ফাইনালে ওঠায় পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে।
>
> –বিজয় ঝা, সদস্য
> গুরুংবস্তি ছটপুজো কমিটি

প্রোজেক্টর তো থাকছেই, পাশাপাশি সন্তোষীনগর ঘাটের একপাশে আবার তেরঙা কাপড়ে স্পেশাল সেলফি নেওয়ার জায়গাও করছে ওই পুজো কমিটি। অনুষ্ঠানেও করা হচ্ছে কাটছাঁট। এবারে এই পুজো কমিটি পাটনা থেকে সংগীতশিল্পীদের একটি গ্রুপকে নিয়ে আসছে। পুজো কমিটির সদস্য রাজেশ প্রসাদ বললেন, 'খেলা দেখার মাঝে মাঝেই আমরা সংগীতানুষ্ঠান চালিয়ে যাব।' জাতীয় পতাকায় সাজিয়ে তোলা হবে গঙ্গানগর ঘাটও। রবিবারের রাতের পর সেখানেও এসেছে পরিবর্তন। এবারে ওই ঘাটে বিশেষ নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য অশোক মাহাতোর গলায় উৎসাহের ছোঁয়া, 'প্রতিযোগিতার মাঝে মাঝে চক দে ইন্ডিয়া গান না হলে তো হবে না। নৃত্যানুষ্ঠান ও খেলা দেখা, দুটোই একসঙ্গে চলবে।' যদিও হঠাৎ করে পরিকল্পনায় পরিবর্তন হওয়ায় কাজটা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, বলছিলেন বিজয়। তিনি বলেন, 'এদিন ওয়ার্ল্ড কাপ তৈরির জন্য একজনকে বলে দিয়েছি। সে বানানোও শুরু করে দিয়েছে। হাতে তো আর দু'দিন। তাই ছটপুজোর কাজের মধ্যেই ছুটে যাচ্ছি ওয়ার্ল্ড কাপ তৈরি দেখতে।' সবমিলিয়ে, ছটপুজোর ঘাটগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে বৌদিকে দা দিয়ে কোপ

ধূপগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে দেওর আর বৌদির মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা লাগত। কিন্তু তা নিয়ে যে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকাই বৌদির গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মেরে বসল দেওর। ধূপগুড়ি ব্লকের ভোটপাড়া এলাকার ঘটনা। সরস্বতী রায় নামে ওই মহিলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। অভিযুক্ত দেওর সুনীল রায় ঘটনার পর থেকেই পলাতক।

পরিবার সূত্রে খবর, সরস্বতীর স্বামী দু'বছর আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তারপর নিজের মা ও এক সন্তানকে নিয়ে মহিলা শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই সুনীল তাঁর ওপর অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। সম্পত্তির কারণে ঝামেলা, বিবাদ লেগেই থাকত।

এদিন সন্ধ্যায় সরস্বতী ধূপগুড়িতে কালীপুজোর মণ্ডপ ঘুরতে আসবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন। তাই তিনি কুয়োর জল তুলে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা সুনীল তাঁর ওপর চড়াও হয়ে দা দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয়। প্রথমে সরস্বতীকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে জলপাইগুড়িতে রেফার করা হয়।

খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা ভোটপাড়া এলাকায় যান। পুলিশের অন্য একটি দল হাসপাতালের খোঁজ নিতে যায়। আহতের মা দুলালি মণ্ডলের বক্তব্য, 'জামাইয়ের মৃত্যুর পর মেয়ের সঙ্গেই থাকি। ওর দেওর সম্পত্তির জন্য অত্যাচার করত। এদিন দা দিয়ে কোপ মারে। নাতনিকে নিয়ে মেয়ে খুব কষ্ট করে সংসার চালাত।' ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও পুলিশ তদন্ত করে দুজনকে আটক করেছে।

ফাঁড়ি ইনচার্জকে নিগ্রহ

তৃণমূল নিন্দা করলেও একেবারে চুপ পুলিশ

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ১৬ নভেম্বর : পুলিশ ধামাচাপা দিতে চাইলেও পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ প্রণব সরকারকে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল থেকে নিগ্রহের ঘটনার নিন্দা করল গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি গোলাম রসুলের দাবি, মিছিল থেকে প্রণবের উপর যারা চড়াও হয়েছে তারা পরিকল্পনা করে এই কাজ করেছে। তাঁর বক্তব্য, 'যারা এই নিন্দনীয় কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।' যদিও প্রয়াত পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ রাহিকে খুনের মাস্টারমাইন্ড গ্রেপ্তার না হওয়ায় মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ আছে, তা জানাতেও ভোলেননি রসুল।

ব্লক সভাপতির কথায়, 'মিছিল থেকে প্রণববাবুর সঙ্গে যা ঘটেছে তার আমি নিন্দা করছি। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর মিছিলেও লোক ঢুকে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ফলে ঘটনায় যুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ডিউটিরত ফাঁড়ির ইনচার্জকে নিগ্রহ করা হলেও পুলিশকর্তারা এই নিয়ে আইনি কোনও ব্যবস্থাই নেননি। উলটে ইসলামপুর পুলিশ জেলার এক কর্তার যুক্তি, বুধবার পাঞ্জিপাড়ায় তৃণমূলের মিছিলে এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। ফলে যা ঘটেনি তা নিয়ে আইনি ব্যবস্থার প্রশ্নই ওঠে না। পুলিশ কেন এই ঘটনা চাপা দিতে চাইছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এর পিছনে রাজনৈতিক চাপ থাকতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই নিয়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিংকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। মন্ত্রী গোলাম রব্বানিকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

> মিছিল থেকে প্রণববাবুর সঙ্গে যা ঘটেছে তার আমি নিন্দা করছি। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর মিছিলেও লোক ঢুকে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ফলে ঘটনায় যুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
>
> –গোলাম রসুল
> ব্লক সভাপতি

রাহি খুনের মাস্টারমাইন্ড গোলাম মুস্তাফাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বুধবার গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও তৃণমূল নেতারা প্রতিবাদ মিছিলকে শোকমিছিল বলে দাবি করেছিলেন। রাহি খুনের পর প্রায় দু'মাস কাটতে চললেও মুস্তাফা গ্রেপ্তার না হওয়ায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থক সহ এলাকার বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ। তৃণমূলের মিছিল পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির সামনে পৌঁছাতেই আচমকা পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু হয়। সেই সময় ফাঁড়ি ইনচার্জ প্রণব মিছিলের কাছে এগিয়ে যেতেই তাঁর বুকে সজোরে ধাক্কা মেরে কলার ধরে টানার চেষ্টা করে আন্দোলনকারীদের একাংশ।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই ছবি সহ খবর প্রকাশিত হতেই অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই তড়িঘড়ি বিষয়টি নিয়ে নিন্দা জানানো হয়। কিন্তু তারপরেও পুলিশের বড়কর্তারা এই নিয়ে নীরব থাকায় পুলিশের অন্দরমহলেও গুঞ্জনের শেষ নেই। মিছিল থেকে ফাঁড়ির ইনচার্জকে নিগ্রহের কথা তৃণমূল ব্লক সভাপতি স্বীকার করে নেওয়ায় আগামীতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

মাদক সহ ধৃত ২

খড়িবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মার্কেটে অভিযান চালিয়ে ২৫৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বৃহস্পতিবার রাতে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ও এসওজির যৌথ অভিযানে পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেট থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ রহিম ও মহম্মদ আতারুল। দুজনে বুড়াগঞ্জের কিলাঘাটা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ নিউ মার্কেট এলাকায় তাদের বাইকে তল্লাশি চালিয়ে মাদক উদ্ধার করে। পুলিশ খড়িবাড়ি থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সাতসকালে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংরাবান্ধা এলাকার একটি সাব-ক্যানালের পাশের ঘটনা। মৃতদেহটি দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। তদন্ত চলছে।

সংবর্ধনা

নাগরাকাটা, ১৬ নভেম্বর : ৩৪তম বর্ষের কালীপুজো উপলক্ষ্যে ক্লাবের জন্মলগ্নের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করল নাগরাকাটার অগ্রদূত সংঘ (এডিএস)। বৃহস্পতিবার রাতে এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাগান থেকে গাছ কাটার অভিযোগ

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : চোপড়া থানার ধন্দগছ এলাকায় এক কংগ্রেস নেতার চা বাগানে গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা কংগ্রেস নেতা মহম্মদ পরমউদ্দিন বলেন, 'বৃহস্পতিবার স্থানীয়দের একাংশ প্রায় সাড়ে চারশো চা গাছ কেটে নষ্ট করেছে। এর পেছনে জমি মাফিয়া বা অন্য কেউ মদত জোগাচ্ছে বলে আমার অনুমান।' ঘটনাটির বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

সাউথ কলোনিতে এই পরিতক্ত আবাসনে বসে নেশার আসর।

পরিত্যক্ত আবাসনে নেশাগ্রস্তদের আস্তানা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ক্রমশই রেলের পরিত্যক্ত আবাসনগুলিকে নিয়ে সমস্যা বাড়ছে। কোথাও সাপ, পোকামাকড়ের আতঙ্ক, কোথাও আবার নেশাগ্রস্তদের আস্তানা। এছাড়াও আগাছা ও জঞ্জালে রীতিমতো টেকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউথ কলোনি, গার্ড কলোনির পাশাপাশি নর্থ কলোনি, গেটবাজার এলাকার বাসিন্দাদের। ফলে নিরাপত্তার অভাববোধ করতে শুরু করেছেন অনেকেই। দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

সাউথ কলোনির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পেছনেই বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত আবাসন রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেখানে দিনদুপুরে নেশার আসর বসতে দেখা যায়। আবাসনের বাইরে ও ভেতরে এতদিন নেশার আসর বসলেও এখন তা আবাসনের ছাদেও বসে। ওই এলাকায় প্রায় ৫০-৬০টি আবাসন রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মুন্নি যাদব বলেন, 'বহুদিন থেকে আগাছা পরিষ্কার করা হয় না। পরিত্যক্ত আবাসনগুলোতে দিনদুপুরে মদ-জুয়ার আসর বসে। এই এলাকা সন্ধ্যার পর তো বটেই দিনেও মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়।'

এলাকায় ওই আবাসনগুলিতে আগাছা জন্মে উঁচু জঞ্জাল হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের আধিকারিক তপন সরকার বলেন, 'ইদানীং প্রায়ই স্কুলের ভেতরে সাপ ঢুকছে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সমস্ত বিষয় রেলের উপর মহলে জানানো হয়েছে।' ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবক নীতেশ সিংহ। তাঁর বক্তব্য, 'স্কুলের আশপাশের এই জঞ্জাল পরিষ্কার কেন করা হয় না জানি না। প্রশাসনের বিষয়টিতে নজর দেওয়া উচিত।'

গোটা এলাকাতেই আগাছা জমে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহা বলেন, 'সমস্যার বিষয়ে শুনেছি। বিষয়টি রেলেরই দেখা উচিত। কিন্তু রেল করছে না। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

একই অবস্থা নর্থ কলোনি, সেন্ট্রাল কলোনি, গেটবাজার এলাকার। সব মিলিয়ে এইসব এলাকায় প্রায় ৭০-৮০টি আবাসনে বাসিন্দা রয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে প্রায় ২০-২২টি আবাসন। অভিযোগ, নর্থ কলোনির কিশোর সংঘ সংলগ্ন বেশ কয়েকটি আবাসনে মাদকের ঠেক বসে। আগাছা ও জঞ্জাল নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেকেই। গেটবাজার এলাকার বাসিন্দা রতন মণ্ডলের কথায়, 'গেটবাজার থেকে তিনবাত্তি মোড়ের দিকে যাওয়ার আগে বাম হাতে রয়েছে কয়েকটি ভাঙা আবাসন। সেখানে প্রায়ই নেশার আসর বসে। তাই মারামারি এখানকার নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে রেলের নিউ জলপাইগুড়ি শাখার এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ারকে ফোনে না পাওয়ায় রেলের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে রেলের অন্য একটি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত আবাসন ভেঙে ফেলার বিষয়ে রেল চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানার তরফে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

নিরাপত্তায় শঙ্কা

- রেলের পরিতক্ত আবাসনে কোথাও সাপ, পোকামাকড়ের আতঙ্ক
- সাউথ কলোনির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পেছনেই আবাসনে দিনদুপুরে নেশার আসর বসতে দেখা যায়
- সমস্যায় সাউথ কলোনি, গার্ড কলোনির পাশাপাশি নর্থ কলোনি, গেটবাজার এলাকার বাসিন্দার

চিকিৎসা করে বাড়ি পাঠানো হল বৃদ্ধকে

চালসা, ১৬ নভেম্বর : ৬৫ বছরের অসহায় এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করিয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। বৃদ্ধের নাম দাওয়া তামাং। বাড়ি অরুণাচলপ্রদেশের ধিরান গ্রামে।

অরুণাচলপ্রদেশ থেকে কাজের সূত্রে এরাজ্যে এসেছিলেন তিনি। যাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁকে মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি মোড় এলাকায় নামিয়ে দিয়ে চলে যান। শালবাড়ি মোড়ের একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকেন সেই বৃদ্ধ। সাতদিন আগে ওই ব্যক্তিকে চালসার প্যাস্টর বিনোদ শর্মা অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চালসা গৌরীগাঁও মার্সি ফেলোশিপ চার্চের হোমে নিয়ে যান।

সেখানেই গত সাতদিন ধরে সেই বৃদ্ধের চিকিৎসা হয়। সেখানে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে অরুণাচল প্রদেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার মেটেলি হোলি ইউনাইটেড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় সেই বৃদ্ধকে ট্রেনে করে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এদিন চালসা রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন প্যাস্টর বিনোদ শর্মা, প্যাস্টর শম্ভুনাথ শর্মা, প্যাস্টর রঞ্জু বাসুমাতা প্রমুখ। অবশেষে বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি ওই বৃদ্ধ।

ছটঘাট প্রস্তুত, ঘাটে যাওয়ার রাস্তায় গর্ত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : দু'দিন বাদে ছটপুজো। খড়িবাড়ির ছটঘাট সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে। এদিকে, যে রাস্তা দিয়ে ছটব্রতীরা ঘাটে যাবেন, সেই রাস্তার অবস্থা একেবারে তথৈবচ। কিন্তু প্রশাসনের সেদিকে কোনও নজর নেই। সেজন্য বৃহস্পতিবার স্থানীয় ছটব্রতীরা ও ছটপুজো কমিটির সদস্যরা ছটঘাটে বিক্ষোভ দেখান। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থার দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ প্রমুখ। কিশোরী বলেন, 'ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে ছটঘাট সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। তবে আপাতত রাস্তার ভাঙা অংশগুলিতে কার্পেট বিছিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে।'

খড়িবাড়ি গুরুদয়ালজোতের বুন নদীতে শতাব্দীপ্রাচীন ছটঘাটে এলাকায় কয়েকশো ছটব্রতী পুজোপার্বণে অংশগ্রহণ করেন। খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটি, খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এবছর ছটঘাট সংস্কার ও সৌন্দর্যানের কাজ চলছে। ছটব্রতীদের সুবিধার্থে নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে জোরকদমে অস্থায়ী সেতু ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়েছে। ছটব্রতীরাও নিজেদের পুজোর ঘাট সাজানোর কাজে ব্যস্ত। কিন্তু বেহাল খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া পাকা রাস্তা নিয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন ছটব্রতীরা। খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় থেকে গুরুদয়ালজোত ছটঘাট পর্যন্ত রাজ্য সড়কের রাস্তা দেখে কোনটা রাস্তা বোঝাই মুশকিল।

ছটঘাটে যাওয়ার বেহাল রাস্তা।

ছটপুজো কমিটির সদস্য আদিত্য ঝা জানান, রাস্তায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে, ছোটবড় গর্তে ভরা। সেইসঙ্গে রয়েছে ছোট নুড়িপাথর। এই রাস্তার ওপর দিয়ে দণ্ডি কেটে কিংবা খালি পায়ে ছটব্রতীরা গেলেই দুর্ঘটনা ঘটবে। একই আশঙ্কার সুর শোনা গেল কমিটির অন্য সদস্যদের মুখেও। সেজন্য বৃহস্পতিবার তাঁরা ছটঘাটে গিয়ে ক্ষোভ দেখান। কমিটির সম্পাদক ভরত জয়সওয়ালের অভিযোগ, 'প্রশাসনকে অনেকবার বলা সত্ত্বেও রাস্তা সারাই হয়নি। বেহাল রাস্তায় দণ্ডি কাটার সময় ছটব্রতীদের বুকে ও হাঁটুতে ক্ষতের সৃষ্টি হবে। অনেকে আবার পুজোর ডালা নিয়ে খালি পায়ে ঘাটে আসেন। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা তাতে কোনওভাবেই এসব করা সম্ভব নয়।' মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষের তরফে অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা শোনা গিয়েছে। তবে রাস্তার এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষা করছেন খড়িবাড়ির বাসিন্দারা।

ছটঘাট পরিদর্শনে প্রশাসন

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকার বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন করা হল। উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, আইসি সঞ্জয় দাস, ডিএসপি ধ্রুব প্রধান প্রমুখ।

বিডিও বলেন, 'স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ঘাট সাফাই সহ প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান জানান, স্থানীয় রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকায় ডোক নদীঘাটে সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। ঘাটের একাংশে বাঁশের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বেড়া সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদীতে সতর্কতা হিসাবে লাল ফিতে টাঙানোর পাশাপাশি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নাম মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০ সালে আজকের দিনে।

আজকের দিনে প্রয়াত হন ফুটবল কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস ২০০৬ সালে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩০

■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৭৮ সংখ্যা

সংস্কৃতির অবক্ষয়

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানটিতে নতুন সুরারোপ করে একটি চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। গানটিকে হাল আমলের সুরশৈলীতে গেঁথেছেন বিশিষ্ট সুরকার অস্কার বিজয়ী এআর রহমান। এবং তারপরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এই বিতর্ক সৃষ্টি না হলেই অবশ্য তা আশ্চর্যের বিষয় হত। তিনি যা করেছেন তাকে রহমানের মতিভ্রম বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। নতুন গানটিতে আদি গানের ভাব, সুর বা ছন্দ কিছুই অনুসৃত হয়নি। নজরুলের পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় মর্মাহত। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা এই গানটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে দিলেও গানের সুর বা ছন্দ পরিবর্তনের অনুমতি দেননি। নজরুলের পৌত্র কাজি অনির্বাণ, পৌত্রী অনিন্দিতা কাজি এই ঘটনায় নিন্দা করে জানিয়েছেন, তাঁরা কবির গানের এই বিকৃতি মেনে নিতে পারছেন না। শুধু নজরুলের পরিবারই নয় দুই বাংলাতেই রহমান তুমুল সমালোচিত হয়েছেন। এই গানটির পিছনে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে বলে এই গানের বিকৃতি অনেক বেশি আহত করেছে সাধারণ মানুষকে।

ইতিহাস থেকে যে তথ্য মিলছে তাতে জানা যাচ্ছে গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে পাঠাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেরও স্থান হয়েছে জেলের অন্দরে। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন নজরুল। ওই কবিতায় সুর দিয়ে রচিত হয় এই অপূর্ব সংগীত। ওই কবিতায় সুর দেওয়ার পরেই সৃষ্টি হয় অবিস্মরণীয় কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেলার গান। এই গান সেদিন এক অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল ভারতবাসীর মনে। জেলখানায় এই গান গেয়ে উঠতেন বন্দিরা। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নামে একটি চলচ্চিত্রে এই গানটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।

নজরুলের এই গান এখন যেভাবে গাওয়া হয়েছে তা মূল গানের কাঠামোটিই বিনষ্ট করেছে। এআর রহমান কেন এই কাজ করলেন তা এখনও অজানা। তিনি বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে চাননি বলে নীরবতা পালন করছেন, তবে চলচ্চিত্র নির্মাতা গোষ্ঠী এই ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছে। যদিও তারপরেও বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যে এই ঘটনায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছে সেটাও খানিক আশার কথা। বহুদিন ধরেই বাঙালি সংস্কৃতি বা কৃষ্টির এমনই অবনমন ঘটেছে যে বাঙালি মননে আজ নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের মতো সুরকাররা প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন।

সবসময় পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বারবার নতুনকে আহ্বান করার কথা বলেছেন বিদগ্ধজনেরা। কিন্তু তাঁরা এমন কথা বলে যাননি যে, পুরোনো যেসব অনন্য সৃষ্টি আছে সেগুলি বিসর্জন দিয়ে নিম্নমানের সৃষ্টিশীলতাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। এবং আরেকটি কথা ইতিহাস থেকে মানবসমাজ শিক্ষা পেয়েছে, পুরোনোর ওপর ভিত্তি করে নতুন ইমারত গড়তে পারলে তার মধ্য থেকে সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে। আজ সেই পথ ভুলেছে এই বাংলা।

একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে গানের আসর বসত। প্রতিটি বাড়ি থেকে সন্ধ্যাবেলায় গানের সুর ভেসে আসত। বাড়ির ছোট ছেলে বা মেয়েদের গানের চর্চা একটা নিয়মিত অভ্যাসের বিষয় ছিল। সেসব দিন গিয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমের যুগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগ। এই যুগে মানুষ ক্রমেই একের সঙ্গে অপরের সম্পর্করহিত জীবনযাত্রা শুরু করেছে। এবং তার ছাপ সংস্কৃতির জগতেও বিলক্ষণ পড়েছে। উদার অর্থনীতির চাপে বাঙালি সংস্কৃতি আজ বড়ই অনুদার। কর্পোরেট, দলীয় রাজনীতি এবং পাড়ার দাদাদের সৌজন্যে এককালের মূল্যবান সংস্কৃতি আজ অপস্রিয়মাণ। এখন পাড়ায় পাড়ায় বাঙালির চিরন্তন জলসা আয়োজিত না হয়ে সেখানে চলে ভয়ংকর শব্দদানবের দাপাদাপি। কানে তালা লাগানো উৎকট চিৎকার। নজরুল বহুদিনই ব্রাত্য হয়েছেন এই বাংলা থেকে। কদাচিৎ বাঙালি ছেলেমেয়েরা নজরুলগীতি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। নজরুলের জন্মভিটা এই বাংলার চুরুলিয়ায় অথচ নজরুলকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও গবেষণাকেন্দ্র এই বাংলায় গড়ে উঠল না। আজ নজরুলের গানের বিকৃতি ঘটায় তিনি ফের পশ্চিমবঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন। অপসংস্কৃতির স্থির জলাশয়ে এতটুকু স্পন্দনেরও প্রয়োজন ছিল।

উল্কার গতিতে উত্থান এবং উল্কার গতিতেই পতন সাহারার সেই সুব্রতর

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩ সালের ৬ মে সকাল। লখনউয়ের পাশেই বিশাল রমাবাই আম্বেদকর রলি স্থলের দিকে শত শত বাস চলেছে। সেইসব বাসে চড়ে বরাবাঁকি, রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ চলেছেন সেই ৫১ একর স্থলের দিকে। সাহারা ইন্ডিয়া পরিবার তাদের নিয়ে যাচ্ছে।

কারণ তাঁরা সবাই একজায়গায় জড়ো হয়ে জন গণ মন জাতীয় সংগীত গাইবেন। পৃথিবীতে এত মানুষ সমবেত হয়ে এই প্রথম জাতীয় সংগীত গাইবেন। গিনেস বুকে নাম উঠবে সাহারার। সাহারার এই অনুষ্ঠানের আগে ৪২ হাজার ৮১৩ জন সমবেত হয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ার রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের।

ঠিক বেলা ১০টায় এই বিশাল জনসমাবেশের সামনে এলেন সাহারা শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার সুব্রত রায়। যাঁকে সংস্থার তরফে বলা হত সুব্রত রায় সাহারা, যিনি এই ১ লক্ষ ৫২ হাজার কোটির শিল্প সাম্রাজ্যের ১১ লক্ষ কর্মীর কাছে ছিলেন সাহারাশ্রী। এই সমবেত হয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া তাঁরই পরিকল্পনা। আর শুধু তো লখনউ নয়, এই ধরনের সমাবেশ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়াম আর মুম্বইয়ের ফিন্যান্সিয়াল হাব বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সে করত সংস্থা।

এতেই শেষ নয়। সত্যিই তা এক এলাহি ব্যাপার। সারা দেশের সংবাদপত্রে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে সংস্থার তরফে ৬ মে-কে ভারত ভাবনা দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান জানানো হত। বলা হত ওই দিন সকাল ১০টায় স্কুল, কলেজ, অফিসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে। শুধু গাওয়াই নয়, সেই গাওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করতে। শিল্পগোষ্ঠীর বিশাল শিল্পসাম্রাজ্যের ৪ হাজার ৭৯৯টা অফিসে কালো ট্রাউজার, সাদা শার্ট আর সাহারা লোগো দেওয়া কালো টাই পরিহিত ১১ লক্ষ কর্মীও এইভাবে জাতীয় সংগীত গাইতেন। পরে সারা দেশের সংবাদপত্রে সাহারার বিজ্ঞাপনে এইসব ছবি ছাপাও হত।

কিন্তু কেন এই ধরনের পরিকল্পনা? সাংবাদিক তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহারা-দ্য আনটোল্ড স্টোরি'-তে লিখছেন, পুরোটাই ছিল জনসমক্ষে এক প্রদর্শন (পাবলিক থিয়েটার অ্যাট ইটস বেস্ট)। এক বাণিজ্যিক সংস্থার 'শো অফ স্ট্রেন্থ'।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন সংস্থার সঙ্গে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সেবির তুমুল লড়াই চলছে। সংস্থার ৩ কোটি সাধারণ লগ্নিকারীকে ২৪ হাজার কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার সেবির আদেশকে ঘিরে। অর্থাৎ সেবির রক্তচক্ষু সত্ত্বেও সংস্থার ভাবমূর্তি যে এতটুকু টাল খায়নি, সেটাই দেখানো। উল্লেখ্য সাধারণ লগ্নিকারীদের টাকা সেবির নির্দেশমতো ফেরত দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছিল সাহারা।

সম্প্রতি মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সুব্রত রায়ের। সাহারা ইন্ডিয়া পরিবার জানাচ্ছে তাদের গোষ্ঠীর ৭৫ বছর বয়সি ম্যানেজিং ওয়ার্কার তথা চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসার, উচ্চ রক্তচাপ আর ডায়াবিটিসে ভুগছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে অন্তরালেই ছিলেন গত পাঁচ দশক ধরে ভারতীয় শিল্পজগতের এই বর্ণময় চরিত্র। সেই দিক দিয়ে দেখলে এই মৃত্যু তাঁকে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আনল।

কেমন ছিল সেই চড়াই উতরাই ভরা জীবন?

১৯৪৮ সালে বিহারের আরারিয়াতে জন্মগ্রহণকারী সুব্রতের পড়াশোনা শুরু কলকাতার হোলি চাইল্ড স্কুলে। তবে কলেজ জীবন হিন্দিভাষী উত্তর ভারতে। প্রথমে বেনারসের সিএম অ্যাংলো বেঙ্গলি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। তারপর গোরখপুরের এক কলেজ থেকে তিন বছরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

কিন্তু ধরাবাঁধা চাকরির রাস্তায় কোনওদিনও হাঁটেননি সুব্রত। কী না করেছেন? শংকরের 'বাঙালির বিত্তসাধনা-সাহারার ইতিকথা'তে এর কিছু উল্লেখ মেলে। ট্রাকে মাল ওঠানো-নামানো থেকে শুরু করে গোপালগঞ্জে রাজ্যের সেচ দপ্তরে পাথর সরবরাহ করা, রুপায় খাদ আছে কি না তা পরীক্ষা করা অবধি। ভাই জয়ব্রতের নামে সল্টেড স্ন্যাকস বিক্রি করেছেন জয় প্রোডাক্টস নামে। ফ্যান বিক্রি করেছেন এয়ার সাহারা নামে (যে নামে পরে তাঁর বিমান সংস্থা চলত)।

তবে কোনও ব্যবসাই ঠিক জমে উঠছিল না। বাবা সুধীরচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পুরো সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল সুব্রতের উপর। ১৯৭৮ সালে বাবার ল্যাম্ব্রেতা স্কুটার, একজন পিওন, একজন ক্লার্ক আর হাজার দুই টাকা পুঁজি নিয়ে গোরক্ষপুরে পথ চলা শুরু হল সাহারার। তাঁর প্যারা ব্যাংকিং সংস্থা সাহারা ইন্ডিয়া ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড (এসআইএফসিএল) আমজনতার কাছ থেকে দিনে ১ টাকা জমা করার স্কিম আনল।

তারপর ওই যে বলা হয়- বাকিটা ইতিহাস। ২০০৮ সালে এসআইএফসিএল-এর তথ্য বলল সংস্থার জমার পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকার যা তখনকার এক বেসরকারি ব্যাংকিং পুঁজির দ্বিগুণ। দেশের বৃহত্তম রেসিডুয়ারি নন-ব্যাংকিং কোম্পানি (আরএনবিসি) হয়ে দাঁড়াল সাহারা ইন্ডিয়া ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন।

ব্যাংকিং ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাতও এই সময়েই। সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল আমানতকারীদের অর্থ জমা নেওয়া, তাদের ন্যূনতম হারে সুদ দেওয়া, জমা অর্থ মেয়াদপূরণ করে তা সঠিক সময়ে আমানতকারীকে জানানো- এসব ক্ষেত্রে তাদের গুরুতর খামতি রয়েছে।

২০১০ সালে সাহারার সঙ্গে সংঘাত বাধে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সেবির। গোষ্ঠীর দুই সংস্থার বিরুদ্ধে বাজার থেকে অর্থ তুলতে নিষেধ করে সেবি। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় ২০১৪ সালে যখন আদালত অবমাননার দায়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সুব্রতকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান। কিন্তু এরপর থেকে যত সময় যায় সুব্রত প্রচারের আলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন।

সেবি আর আরবিআইয়ের সংঘাত যদি এক দিক হয়, তবে এই শিল্পগোষ্ঠীর অন্য দিকটাও কম নয়। নব্বইয়ের দশকে লখনউতে সংস্থার সদর দপ্তর চলে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাহারার দ্রুত উত্থানও কিন্তু এই সময় থেকেই। সব বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই সুব্রতর ওঠাবসা থাকলেও মুলায়ম সিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল চোখে পড়ার মতো। ফলে ক্ষমতার অলিন্দে তখন সাহারা কর্তাদের নিয়মিত পদচারণা।

অন্যদিকে সাহারা উল্কার গতিতে ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে। একে একে রিয়েল এস্টেট, ফিন্যান্স, পরিকাঠামো, মিডিয়া, বিনোদন, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে হোটেল, রিটেল, বিমান পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্রিকেট, হকি, ফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ে বিনিয়োগ করছে সহারা। পুনের কাছে গড়ে উঠল বিশাল অ্যাম্বিভ্যালি সিটি। লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী গ্রভেনর হাউস হোটেল, নিউ ইয়র্কের চোখধাঁধানো প্লাজা হোটেলের মালিকানা পেল সাহারা। মানে শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও নজর কাড়ল সাহারা।

তবে সবচেয়ে নজরকাড়া ব্যাপারটা ঘটল যখন ক্রিকেট আর হকিতে সাহারার প্রবেশ হল। ২০০৩ আর ২০০৭ সালের একদিবসীয় বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের স্পনসর হল সাহারা। ২০১৩-তে স্টার না নেওয়া পর্যন্ত স্পনসরশিপ সাহারার কাছেই ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রিকেট স্পনসরশিপ ভাবমূর্তি বাড়ানোয় এক জাদুদণ্ডের কাজ করেছে। একলহমায় দেশের কোটি ঘরে সাহারা নামটা পরিচিতি পেয়েছে। আইপিএলে পুনে ওয়ারিয়র্সও ছিল সাহারার মালিকানাধীন।

শুধু ক্রিকেট নয়, হকি আর ব্যাডমিন্টনেও আগ্রহী সাহারা। ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন লিগের আয়ুধ ওয়ারিয়ার্স হল সাহারা মালিকানাধীন। ২০১২ থেকে ৫ বছরের জন্য ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা হকি দলের স্পনসরও ছিল সাহারা।

সারা দেশ যখন বিশ্বকাপ জ্বরে ভুগছে, বারবার নানা প্রসঙ্গে ২০০৩ বিশ্বকাপের ছবিও সামনে আসছে। চোখে পড়ছে খেলোয়াড়দের সেই সাহারা লেখা জার্সি। একই সময় প্রায় নিঃশব্দেই চলে গেলেন সেই লোগোরই প্রাণপুরুষ সুব্রত রায়। ক্রিকেটের মতো ভারতীয় আর্থরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এক পরিচ্ছেদের যবনিকাপাত হল।

সুব্রত সেসময় সব পার্টিতেই তাঁর শুভানুধ্যায়ী পেয়েছিলেন, যে নেতারা অনেক সুবিধে পেয়েছিলেন তাঁর কাছেই। সুবিধে পান অনেক নামী খেলোয়াড়। তাঁরা সবাই কিন্তু এখন চুপ। ক'জন শোক প্রকাশ করেছেন প্রশ্ন। আর প্রশ্ন থাকল, সেই সাড়া ফেলে দেওয়া সাহারা সংস্থার কী হবে। কী হবে তাদের বিশাল অর্থের। সুব্রতর উত্তরসূরিরা সেই বিশাল অঙ্কের আদৌ কিছুটা পাবেন, না সবই চলে যাবে কেন্দ্রের রাজকোষে?

(লেখক সাংবাদিক)

বিহারে ১.৭০ লক্ষ শিক্ষকতার চাকরি এবং কিছু প্রশ্ন

সাহানুর হক

কার্তিক মাসের রাতে প্রকৃতির নিশ্চুপ মর্মর শব্দ এসে বুকে নিঃসঙ্গতার তির বিঁধে দেয়। প্রহরের নীচে চাপা পড়ে থাকে আমাদের একেকটি বাড়ি, একেকটি পাড়া, একেকটি শহর থেকে রাজ্য অথবা দেশ।

বছর শেষ হতে আরও একটি মাস বাকি। পৃথিবীর বয়স বড় দ্রুত বাড়ছে অথচ আমরা কেউ বুঝতেই পারছি না যেন কিছুই। শুধু কি পৃথিবীর নাকি? অথবা জ্যোৎস্নার বয়স বাড়ছে নাকি? বয়স বাড়ছে ভিসুভিয়াসের লাভার, বয়স বাড়ছে সভ্যতার কারিগরের, বয়স বাড়ছে এক সমুদ্র বেকারত্বের উত্তাপে জর্জরিত সমাজে তরুণ প্রজন্মের।

বলতে বলতেই মনে পড়ে যায় এই তো কয়েকদিন আগের একটি কথা। ২ নভেম্বর বিহার সরকার ভারতের ইতিহাসে এক বিরলতম নজির গড়ল রাজধানী পাটনার গান্ধি ময়দানে ১ লক্ষ ৭০ হাজার নবীন শিক্ষকের হাতে শিক্ষকতার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে। যা ভারতের ইতিহাসে কোনও রাজ্যেই দেখা যায়নি। তরুণ প্রজন্মের সদস্য হিসেবে কত মন ভালো করে দেওয়ার মতোই না ছিল খবরটি।

পশ্চিমবঙ্গে শেষবারের মতো এসএসসি নিয়োগ হয়েছিল ২০১৫ সালে। তাও মাত্র ১৪ হাজার পদ নিয়ে। তারপর দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দেশের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল রাজ্যে শিক্ষার্থীদের উর্বর জমিতে বেকারত্বের শীর্ষ বন্ধ্যাত্ব দেখা গিয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে রাজ্য থেকে দেশের প্রায় প্রতিটি স্তরে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমির তথ্য অনুসারে, এপ্রিল মাসের রিপোর্ট বলছে গোটা দেশের বেকারত্বের হার ৮.১১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে হার ৭.৪ শতাংশ।

পাশাপশি যে বিষয়টি নজরে রাখা দরকারি হয়ে পড়ে সেটি হল, সংস্থার অগাস্ট মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী বেকারত্ব দূরীকরণ করে ইতিমধ্যে দেশে সর্বোচ্চ স্থান করে নিয়েছে একে একে ছত্তিশগড় (০.০৪%), মেঘালয় (২%), মহারাষ্ট্র (২.২%) এবং গুজরাট ও ওড়িশা (২.৬%) প্রভৃতি রাজ্য। আবার অপরদিকে, বেকারত্ব দূরীকরণে অক্ষমতার সূক্ষ্ম প্রদর্শন রেখেছে ক্রমান্বয়ে হরিয়ানা (৩৭.৩%), জম্মু ও কাশ্মীর (৩২.৮%), রাজস্থান (৩১.৪%), ঝাড়খণ্ড (১৭.৩%) এবং ত্রিপুরা (১৬.৩%)।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বোঝা যায় তরুণদের জন্য গোটা দেশ ও রাজ্যের দুর্দিনের পরিস্থিতির কথা। প্রশ্ন হল এতসব কিছুর সমাধান হবে কীভাবে? পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমবেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করছেন। ২ বছরের বিএড কোর্সও করে রেখেছেন রাজ্যজুড়ে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। অথচ রাজ্যে রিক্রুটমেন্ট কোথায়? অতঃপর প্রশ্ন কে করবে, পরের কথা কিন্তু প্রশ্ন কাকে করবে এরই তো উত্তর অজানা প্রজন্মের কাছে। সরকার থেকে শিক্ষামন্ত্রকের সবখানেই হেঁয়ালিপনা দূরীকরণ অত্যন্ত জরুরি।

বাড়তে থাকা শীতের মরশুমে একশো চার ডিগ্রি জ্বরের মতোই যেন পীড়িত প্রজন্মের বেকারত্ব। যেদিন মাস্টার্স কমপ্লিট গ্রামের এক ২৮ বছরের প্রাপ্তবয়স্ক যুবককে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে পরিযায়ী শ্রমিকদের কামরা থেকে নামতে দেখি, সেদিন বিস্ময়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তোর্ষা অথবা ধরলা নদীর তীরে। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখি দীর্ঘক্ষণ। নিজেকেই অহেতুক প্রশ্ন করি আর ভাবি আগামীকাল তো অনেক কাছে। তাহলে একটি নতুন ভোর ঠিক কতটা দূরে?

(লেখক দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

বিন্দু বিসর্গ

ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ জেতার মানত করে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে গো! অভি

অমৃতধারা

ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট জয় করার উপায় হ'ল বিশ্বের দুঃখকষ্টের ভাগীদার হওয়া। আবেগকে বর্জন কর, আশীর্বাদ আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আসবে। ধন্যবাদজ্ঞাপন ঠিক জলের উপর বুদ্‌বুদের মতো অস্থায়ী। যখন একাত্মবোধ প্রবল হয় তখন ধন্যবাদ প্রকাশ অর্থহীন। নালিশ, পরনিন্দা এসব নেতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এরা তোমার সচেতনতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ভুলকে এমনভাবে শাসন কর যেন একটা ফুলকে শাসন করছ। এর বেশি কিছু নয়। ফুলের শুকিয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা, একটা ভুলেরও তাই। জগতে দুঃখ কষ্ট আছে তোমার ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা পরখ করতে। সুবিধাবাদী মনোভাবই অবাধ্যতার উৎস।

– শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

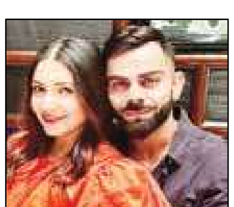

ভগবানই হচ্ছেন আসল চিত্রনাট্যকার। ওঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার জীবনে তোমার ভালোবাসা এনে দেওয়ার জন্য। তোমার এই যাত্রায় সাক্ষী থাকার জন্য। শুধু জীবন নয়, খেলার প্রতি তুমি সমানভাবে সৎ। তাই তুমি সত্যিই ঈশ্বরের সন্তান।

–অনুষ্কা শর্মা

আজ

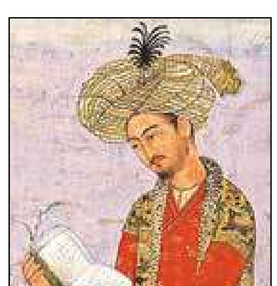

১৫২৫ সালে সম্রাট বাবর ভারত বিজয় করেন আজকের দিনে। সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে তাঁর বহু আলোচিত অভিযান পরিচালনা করেছিলেন বাবর। এটি ছিল তাঁর পঞ্চম অভিযান।

১৯৯৯ সালে আজকের দিনে ইউনেসকো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ২১ ফেব্রুয়ারিকে।

ভাইরাল

২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি রোহিত শর্মা একটি টুইট করেছিলেন। সেটা এখন ভাইরাল। সেদিন বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়ে রোহিত লিখেছিলেন, 'বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়ে সত্যি সত্যি মারাত্মক হতাশ। হতাশা কাটিয়ে এগোতে চাই। তবে এটা সত্যি বড় সেটব্যাক...কোনও মন্তব্য করবেন?'

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৮২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। রাধার সখী ৩। পুরুষ প্রাণী ৫। অকারণ শৌখিনতা ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। অবসন্ন বা নির্জীব ১০। মুসলিম দরবেশ ১২। কপিল বর্ণের গোরু ১৪। তবলার সহযোগী বাদ্য ১৫। সমুদ্র উপকূলের জলময় ভূমি ১৬। জ্বালা বা যন্ত্রণা।

উপর-নীচ : ১। গলার হার ২। জটিল করে ফেলা ৪। বিচারের জন্য দাখিল ৭। আগুন অথবা পাখি ৯। অন্যতম বেদ ১০। নালিশ ১১। রোজা পালনের মাস ১৩। শিবের ধনুক বা বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৩৬৮১

পাশাপাশি : ১। হলফ ৩। প্রাসঙ্গিক ৪। সিকথ ৫। মিতাহার ৭। থামা ১০। সভা ১২। অমর্যাদা ১৪। রাখাল ১৫। অবসন্ন ১৬। কঠিন।

উপর-নীচ : ১। হককথা ২। ফসিল ৩। প্রাথমিক ৬। হাপুস ৮। মালুম ৯। উদারান্ন ১১। ভাসমান ১৩। বলক।

জনমত

সামিকে যারা বসিয়েছিল, কী হবে তাদের?

হার্দিক পান্ডিয়া আনফিট না হলে মহম্মদ সামি ভারতীয় বিশ্বকাপ দলে সুযোগই পেতেন না। সুযোগ পেয়ে প্রতি ম্যাচে চারটা/পাঁচটা/সাতটা করে উইকেট নিয়ে চলেছেন। ফাইনালেও সামি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিক, এটা আমরা সবাই চাইছি। কিন্তু যে টিম ম্যানেজমেন্ট সামিকে বসিয়ে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে কি কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে? আসলে আমাদের দেশে প্রকৃত যোগ্য খেলোয়াড়রা অনেকেই খেলার সুযোগ পান না। এর কারণ সবার জানা- স্বজনপোষণ ও দলবাজি। এটা যে কোনও খেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

**আশিস রায় চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

জয়নগর দেখাল, শাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ছে

জয়নগরে শাসকদলের এক নেতাকে দিনেরবেলায় শুট করে খুন করার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং বাংলার ঐতিহ্য ও পরম্পরার কাছে লজ্জার। এই রাজনৈতিক খুনোখুনি বা বোমাবাজি, বন্দুকের দাপাদাপি, যখন-তখন যে কাউকে খুন করে দেওয়ার সংস্কৃতি এ বাংলায় কি চলতেই থাকবে? আর আমরা বাঙালিরা বাংলার সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিকতা, পরিবেশের উপযুক্ততার মিথ্যে অহংকারের প্রচারে তারস্বরে চিৎকার করে করেই এ পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যাব- আমরা শ্রেষ্ঠ, বাংলাই শ্রেষ্ঠ!

বলতে লজ্জা হয়, ঘেন্না হয়, এক নেতার খুনের প্রতিশোধে আরেকজনকে সন্দেহের বশে গণপিটুনিতে মেরে ফেলা হল। বেশ কয়েকজন আহতও হলেন। কমপক্ষে ২০/২৫টি বাড়িঘর ভেঙেচুরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। ভাতের হাঁড়ি উলটে দেওয়া থেকে বাসনপত্র, খাট, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড় সব মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত করে দেওয়া হল। ভাবুন তো তাঁদের করুণ পরিস্থিতির কথা!

অথচ এত সময়েও পুলিশ কিছু জানল না, কিছুই করতে পারল না। কিন্তু কেন? কোন অজানা রহস্যময়তায় বাংলার পুলিশের এই নির্মম নীরবতা? বগটুইয়ের ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার মিল আছে বইকি! বগটুইয়ের ঘটনা থেকেও কি পুলিশের শিক্ষা হয়নি?

অবাক হই এই বাংলার একজন পুলিশ সুপার যখন বলেন, এ ঘটনা তেমন বড় ঘটনা নয়। আসলে কতটা মৃত্যু বা খুনোখুনি বা গুলি, বোমাবাজি বা বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলে বড় ঘটনা তা হয়তো আমরা বুঝে উঠতে পারছি না কিংবা আমরা হয়তো এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।

একটি মৃত্যুও আমার এই বাংলায় এভাবে হবে কেন? কেন এই খুনোখুনি, বোমাবাজি, গুলি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ চিরতরে এই বাংলার পুলিশ বা প্রশাসন পরিচালকরা বন্ধ করতে পারছেন না?

গণহত্যা, গণপিটুনিতে মেরে ফেলা আইন অনুযায়ী গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। তবুও নির্ভয়ে কোন দুঃসাহসে দলীয় কর্মীরা বা খুন হয়ে যাওয়া নেতার অনুগামীরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই ধ্বংসলীলা চালাল অগণিত গ্রামবাসীর উপর- এ প্রশ্ন আমার রইল। যে কোনও এমন মৃত্যুই অত্যন্ত মর্মান্তিক, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জার। রাজনীতি করা তো সবার অধিকার। কিন্তু এমন জঘন্যতম পরিবেশে কোন শিক্ষিত যুবক মানবকল্যাণে এগিয়ে আসবে?

পরিশেষে বাংলার প্রশাসনকে বলি, বাংলার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনুন। সারা বিশ্বে বাংলা ও বাঙালিকে সমস্ত নোংরামো, পঙ্কিল আবর্ত থেকে বের করে সোনার বাংলায় পরিণত করে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করুন। আর তাতেই তো আপনাদের প্রকৃত সার্থকতা।

জ্যোতির্ময় রায়, নিউ আলিপুরদুয়ার।

তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ৭২ ঘণ্টা পর গ্রেপ্তার হল অন্যতম মূল অভিযুক্ত আনিসুর রহমান। আরও চারজনকে আটক করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ।

মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে নদিয়ার রানাঘাট থেকে বৃহস্পতিবার আনিসুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত আনিসুর তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুনের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। তৃণমূলের দাবি, অভিযুক্ত সিপিএম সমর্থক। নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের দায়ের করা এফআইআরে আনিসুরের নাম রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল আনিসুর। বাকি চারজনকে নদিয়ার রানাঘাট ও হরিণঘাটা থেকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে গত কয়েকদিন ধরেই ওই জায়গাগুলিতে জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ।

সোমবার তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার পরই শাহরুল শেখকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁর বয়ানেই পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। শাহরুলের বয়ানে খুনের ষড়যন্ত্রের মূল মাথা নাসিরের নাম উঠে আসে। শাহরুলের দাবি, নাসিরের নির্দেশেই তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সাহাবুদ্দিন। ঘটনার দিনই তাকে স্থানীয়রা পিটিয়ে মারে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড যে নাসির, তা অবশ্য খোলসা করেনি পুলিশ। তবে নাসির সেই থেকেই পলাতক। শাহরুল পুলিশকে জানিয়েছে, কলকাতায় পুরোনো জিনিসপত্র কেনাবেচার কাজ করত নাসির। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে নাসিরের পরিবার।

সংবাদমাধ্যমে শাহরুল দাবি করেছিল, আরেক সিপিএম নেতা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তার নাম আলাউদ্দিন সাঁপুই ওরফে বড় ভাই। মন্দিরবাজার থানা এলাকার টেকপাঁজা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের সময় যে বাইক ব্যবহার করা হয়েছিল, তা মসিবুর রহমানের নামে রয়েছে। তাঁর পরিবারও সিপিএম সমর্থক বলে এলাকায় পরিচিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃণমূল নেতার গতিবিধিতে নজর রাখা হত। চালতাবেড়িয়ার বাসিন্দা মোতালেফ তার বাড়ি থেকে এই কাজ করত বলে শাহরুলের দাবি। ঘটনার পর থেকে মোতালেফ ও মসিবুরও এলাকাছাড়া। তবে অন্যতম অভিযুক্ত আনিসুর গ্রেপ্তার হওয়ায় খুনের ঘটনার তদন্ত আরও গতি পাবে বলে পুলিশের অনুমান। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আনিসুর বলে পার্টির কোনও সদস্য আছে বলে শুনিনি। আমাদের সমর্থক কেউ থাকতে পারে। শাসকদলের মদতেই খুনিদের আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ।'

হাইকোর্টে মামলা সজলের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মোবাইল চুরি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার লকআপে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। থানার লকআপে তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াংকা টিবরেওয়াল জনস্বার্থ মামলা করার আবেদন জানান। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। শুক্রবার মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পানিফল সংগ্রহের ব্যস্ততা নদিয়ার চাষিদের। বৃহস্পতিবার। –পিটিআই

আদালতে কাতর আর্জি বালুর

'স্যর, আমাকে বাঁচতে দিন'

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : শারীরিক অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। শুনানি চলাকালীন বিচারকের কাছে ফের নিজেকে অসুস্থ বলে দাবি করেন মন্ত্রী। বিচারকের কাছে কাতর আর্জি জানিয়ে বলেন, 'স্যর, আমাকে বাঁচতে দিন।' বালুর আর্জিকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় নগর দায়রা আদালত।

বৃহস্পতিবার শুনানি শুরু হতেই বিচারক মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, 'কী সমস্যা হচ্ছে আপনার? যেখানে আপনিও বসে আছেন, আপনার কি সমস্যা হচ্ছে?' জেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বিচারক বলেন, 'সমস্যা হলে ওঁকে নিয়ে যেতে পারেন।' জবাবে মন্ত্রী নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁর ৩৫০ সুগার। হাত-পা কাজ করছে না, 'বাঁচতে দিন' বলে আর্জি জানান বালু। নিজেকে আইনজীবী বলে দাবিও করেন তিনি।

বিচারক বলেন, 'আপনি নিজেকে আইনজীবী হিসেবে যখন দাবি করছেন, তখন নিশ্চয় জেল ও কোর্টের এক্তিয়ার সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনার অসুবিধা হলে সেল-এ চলে যেতে পারেন।'

বিচারকের জবাব

আপনি নিজেকে আইনজীবী হিসেবে যখন দাবি করছেন, তখন নিশ্চয় জেল ও কোর্টের এক্তিয়ার সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনার অসুবিধা হলে সেল-এ চলে যেতে পারেন।

এদিন জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীর তরফেও তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা জানানো হয়। জেলে তাঁকে খাট, টেবিল দেওয়ারও আবেদন করা হয়। বিচারক জানান, 'এই বিষয়টি জেলের এক্তিয়ারে পড়ে।' আদালতে ইডির আইনজীবী জেলে গিয়ে মন্ত্রীকে জেরা করার আবেদন জানান। ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে জেরা রেকর্ড করার আবেদন করেন ইডির আইনজীবী। তবে এদিন তাঁর জামিনের আবেদন করেননি মন্ত্রীর আইনজীবী।

সূত্রের খবর, জেল হাসপাতাল মন্ত্রীকে 'আনফিট' বলে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। গত রবিবার থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ঠাঁই হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র। অন্যান্য বন্দির মতোই দিনযাপন করতে হচ্ছে তাঁকে। জেলে তিনি চাদর, বালিশ, মোবাইল ফোনের আবদার করছেন বলেও জেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর। গ্রেপ্তারির পর থেকেই নিজেকে অসুস্থ বলেও দাবি করেছেন মন্ত্রী। তা সত্ত্বেও আপাতত জেলেই ঠাঁই মন্ত্রীর।

গরিবের কথা ভাবার পরামর্শ বিচারপতির

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : চাকরিরত অবস্থায় শিক্ষিকা মায়ের মৃত্যুর পরেও 'কমপ্যাশনেট' ভিত্তিতে নিয়োগের আবেদন করা সত্ত্বেও চাকরি মেলেনি। বাধ্য হয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ছেলে। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন, 'আইভরি টাওয়ারে বসে আর বিচার করলে চলবে না। অনেক হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। গরিবের কথা একটু তো ভাবতে হবে।'

উত্তর ২৪ পরগনার একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন সলেনা খাতুন। ২০১৮ সালে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে শেখ সাহিলের বয়স ছিল ১৫ বছর ৭ মাস। ১৮ বছর না হওয়ায় সে চাকরি পায়নি। বর্তমানে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর চাকরির আবেদন করেন তিনি। কিন্তু তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল। বাধ্য হয়েই সাহিল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুরু হয় মামলা। বিচারপতি সিনহা সাহিলের আবেদন বিবেচনা করার জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক স্কুল

আইভরি টাওয়ারে বসে আর বিচার করলে চলবে না। অনেক হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। গরিবের কথা একটু তো ভাবতে হবে।

–অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন। কাউন্সিলের যুক্তি, মৃত্যুর দু'বছর পর চাকরির জন্য আবেদন করা হয়েছে। তাই সেই আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না। একই যুক্তি দেখিয়ে সাহিলের আবেদন খারিজ করে দেয় জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল।

এরপর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে নতুন করে মামলা দায়ের করে সাহিল। বৃহস্পতিবার শুনানির সময় বিচারপতি বলেন, 'মা মারা গিয়েছেন, ওই সংসারের কী হবে? মায়ের চাকরি ছেলেকে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমন চাকরি দেওয়ার নিয়ম তো রয়েছে। নিয়মের মধ্যে থেকে কেউ আবেদন করলে তাতেও বাধা কেন?'

এখানেই থেমে না থেকে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'দরিদ্রের চোখের জলের হিসাব কেউ নেননি। এবার সময় এসে গিয়েছে।' জবাবে শিক্ষা দপ্তরের আইনজীবী জানান, এই ধরনের অন্য একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছিল হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ। সেইসময় বেঞ্চ জানিয়েছিল, এভাবে 'কমপ্যাশনেট' ভিত্তিতে নিয়োগ করা যাবে না। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ২৮ নভেম্বর।

মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনের ফল, বললেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ

ফলকে নাম ফিরছে রবি ঠাকুরের

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ১৬ নভেম্বর : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ফলক সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। বুধবার সন্ধের দিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক থেকে ফলক সরিয়ে নতুন ফলকের বয়ান সহ ফলক বসানোর নির্দেশ এসে পৌঁছেছে। এমনকি ফলকে কী লেখা থাকবে তাও জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

ইংরেজি ও হিন্দি ছাড়াও বাংলা ভাষায় ফলক বসানোর কথা বলেছে কর্তৃপক্ষ। ফলকে আচার্য ও উপাচার্যর নাম থাকবে না। ইউনেসকো এবং বিশ্বভারতীর লোগো ফলকের ডান-বামে রাখতে হবে। মাথার উপর থাকবে জাতীয় প্রতীক। নতুন ফলকের জন্য কেন্দ্রের পাঠানো অনুচ্ছেদে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ফলকে আরও লেখা থাকবে, ১৯০১ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায়। ভারতীয় ধ্রুপদি ঐতিহ্যে লালিত শিক্ষাকেন্দ্র শান্তির নীড়। ফলকে বিশ্ব মানবতার কথাও বলা থাকবে।

পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং এগজিকিউটিভদের নিয়ে কমিটি গঠন করে ফলক বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও সেকথা সরকারিভাবে স্বীকার করেননি জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিষয়টি তিনি শুনেছেন বলে জানান। এদিকে, ফলক বিতর্কে এই জয় মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনের ফল বলে জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

অন্যদিকে, এদিনই দিল্লি গেলেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব অশোক মাহাতো এবং বর্তমান উপাচার্য সঞ্জয়কুমার মল্লিক। প্রধানত বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে এই দুজন দিল্লিতে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তবে সঞ্জয়বাবু কলা ভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কাছের লোক হলেও, উপাচার্য হওয়ার ক'দিন আগে একটি অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে মনোমালিন্য হয়। বর্তমানে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন নয়া উপাচার্য। তবে ইতিমধ্যে পূর্বিতা ঘর খালি করা নিয়ে সেই তিক্ততা চরমে ওঠে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিতর্কিত ফলক।

সঞ্জয়বাবু একাধারে ইসি মেম্বার, সিনিয়ার প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ। তাই স্ট্যাটিউট মেনেই তিনি উপাচার্য। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য কতটা পদক্ষেপ করতে পারেন, সেই সংক্রান্ত চিঠি মন্ত্রক না দিলেও, বিষয়টি পরিষ্কার হতেই তিনি আলোচনা করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। যতদূর জানা গিয়েছে, বর্তমান উপাচার্য আইনের বাইরে এক পা-ও চলেন না। তাই প্রাক্তন উপাচার্যকে আবেদন-নিবেদন করে চিঠি দিলেও, পরবর্তী চিঠি বেশ কড়া হবে এমনটাই ধারণা অভিজ্ঞ মহলের। তাই বর্তমান উপাচার্যর উপর যতই রুষ্ট হন বিদ্যুৎবাবু মন্ত্রকের নির্দেশ এলে তাঁকে পূর্বিতা ছাড়তেই হবে।

ফলকে যা থাকবে

- ইংরেজি ও হিন্দি ছাড়াও বাংলা ভাষায় ফলক
- বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম
- আচার্য ও উপাচার্যর নাম থাকবে না
- ইউনেসকো এবং বিশ্বভারতীর লোগো ফলকের ডান-বামে রাখতে হবে
- মাথার উপর থাকবে জাতীয় প্রতীক

ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'-র ফলে দুর্যোগের আশঙ্কা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে, ধীরে ধীরে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় রবিবার পর্যন্ত দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, দুই ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে শুক্রবার থেকে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'মিধিলি'। নাম দিয়েছে মালদ্বীপ। ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়। এর প্রভাবেই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মূল ঝড়টি অবশ্য এ রাজ্যে আছড়ে পড়বে না। শনিবার ভোররাতে বাংলাদেশের মঙ্গলা-খেপুপাড়া উপকূল হয়ে বাংলাদেশের স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। ওইসময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তাল হবে সমুদ্র। এজন্য মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হচ্ছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা সহ কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, নদিয়ার সমস্ত এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। শনিবার এই জেলাগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। শুক্র ও শনিবার সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে কঠোরভাবে বারণ করা হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। এজন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির ফলে জনজীবন ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। পাশাপাশি চাষেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাঠে এখন পাকা ধান রয়েছে। সেই ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টির জলে শাক-সবজিও নষ্ট হতে পারে। বৃষ্টির জল জমিতে জমে যাওয়ার ফলে আলু চাষও পিছিয়ে যেতে পারে।

মঙ্গলবার থেকে বাণিজ্য সম্মেলন

মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকলেন মমতা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : আগামী মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। এবারের বাণিজ্য সম্মেলনে দেশের তো বটেই, স্পেন ও দুবাইয়ের শিল্পপতিরাও উপস্থিত থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই দাবি করেছেন। তার আগে শুক্রবারই তড়িঘড়ি নবান্নে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকলেন মমতা। বুধবার রাতেই নবান্নের সচিবালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে।

৮ নভেম্বর নবান্নে মন্ত্রীসভার বৈঠক হয়েছিল। তারপর এত দ্রুত মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকার পিছনে বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি আছে বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। এই বৈঠকে রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের আধিকারিকদের থাকতে বলা হয়েছে। রাজ্যের ল্যান্ড ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা, শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার কী ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে, তা নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা হবে।

রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে পাখির চোখ করেছে। এই শিল্পের জন্য কী পরিকাঠামো গঠন করা যায়, তা নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। গত তিন বছর ধরে নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বাণিজ্য সম্মেলন হচ্ছে। এবার তিনটি জায়গায় এই সম্মেলন হবে। ২১ নভেম্বর বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। অন্যান্য আলোচনার জন্য বাছা হয়েছে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ। ২২ নভেম্বর আলিপুরের ধনধান্য স্টেডিয়ামে বাণিজ্য সম্মেলন শেষ হবে।

ইতিমধ্যে রাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়ে দিয়েছেন, 'এবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমরা চাইছি এই রাজ্যে আরও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হোক। ইতিমধ্যেই দেশের বড় শিল্পপতিরা এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন। বিদেশের শিল্পপতিরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত হবেন বলে আমরা আশা করছি।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পের অগ্রগতির জন্য রাজ্য সরকার কী করতে চায়, তা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়ে দেবেন।

শিল্পের লক্ষ্যে

- মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন
- বাণিজ্য সম্মেলনে স্পেন ও দুবাইয়ের শিল্পপতিরাও থাকবেন
- তার আগে শুক্রবারই নবান্নে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকলেন মমতা
- বুধবার নবান্নের সচিবালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে

মন্ত্রীসভার রদবদল বা অন্য কোনও সিদ্ধান্ত এখনই রাজ্য সরকার নিচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। গত মন্ত্রীসভার বৈঠকে র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জ্যোতিপ্রিয়র অনুপস্থিতিতে তাঁর দপ্তরের কাজকর্ম দেখার জন্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। তাঁর কাছে কাজের খতিয়ান চাইতে পারেন মমতা তবে বনমন্ত্রকে নতুন কিছু পরিবর্তনের আশা কম।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিএড কলেজের শিক্ষকদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : রাতারাতি কলেজগুলির অনুমোদন বাতিল করার ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন বিএড কলেজের শিক্ষকরা। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে ২৪ নভেম্বর বোলপুরে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন তাঁরা।

কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিছু শর্ত না মানার অভিযোগে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় (বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি)। গতবছর ভর্তি হওয়া প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েছে।

বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে সাফ জানিয়েছেন, কলেজের পড়াশোনার মান ঠিক রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। তাঁর বক্তব্য, বহু কলেজেই ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। সেক্ষেত্রে নতুন ছাত্র ভর্তি করে কী হবে? উপাচার্যের এই মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে কলেজ মালিকদের সংগঠনের সভাপতি মলয় পীট বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বারেবারে বলা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও ইন্টারভিউ ডেট দেয়নি।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ইউজিসির গাইডলাইন মেনে শিক্ষকদের ৫৩ হাজার টাকা বেতন না দেওয়ার জন্যই অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে ২৫৩টি কলেজের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি কলেজের নাম বলুক, যারা ৫৩ হাজার টাকা বেতন দেয়।'

অনুমোদন বাতিলের ফলে সংকটে পড়েছেন শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার জন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঝাড়গ্রাম বিএড কলেজের সহকারী অধ্যাপক রূপাই হেমব্রম শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, তিনি যেন বিষয়টি নিজে তদন্ত করে দেখেন। বিএড কলেজ মালিকদের সংগঠনের অপর নেতা দিব্যেন্দু বাগ বলেন, 'উপাচার্য হিসাবে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই চেয়ারে বসার উপযুক্ত নন'।

আধুনিক বাসনের চাপে ধুঁকছে কাঁসা শিল্প

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১৬ নভেম্বর : বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন হস্তশিল্পের মধ্যে ডোকরা, পোড়ামাটির ঘোড়া এবং বিশ্ব বিখ্যাত বালুচরি শাড়ি জিআই ট্যাগ পেলেও সাবেক কালের কাঁসা-পিতল শিল্পের কপালে কিন্তু সেই তকমা জোটেনি। তাই স্টিলের বাসনের বাড়বাড়ন্তে প্রায় হারিয়ে যেতে চলেছে সাবেকি এই শিল্প। হাতে কাজ না থাকায় অর্থাভাবে ধুঁকছেন বাঁকুড়া সদর থানার কেঞ্জাকুড়া ও বিষ্ণুপুরের অযোধ্যার কর্মকারপাড়ার ৩০০ কাঁসাশিল্পীর পরিবার।

বাপ-ঠাকুরদার পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতেও পারছেন না এই প্রজন্মের শিল্পীরা। তাই পেটের টানে সামান্য মুনাফায় ঘাম ঝরানো পরিশ্রম

এঁদের জন্যই এখনও বাজারে পাওয়া যায় কাঁসা-পিতলের বাসন।

বিক্রি করতে তুলে দিচ্ছেন মহাজনের হাতে। তার উপর লাভের গুড়ে পিঁপড়ের মতো আঁকড়ে ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি, যা মহাজনের কাছ থেকে আনা কাঁচামাল ভাঙা কাঁসার উপর চাপানো হচ্ছে।

অযোধ্যার কর্মকারপাড়ার শিল্পী উষামান কর্মকারের কথায়, 'স্টিলের বাসনের বাড়বাড়ন্তে আমাদের কাঁসার বাসন বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। মাঝেমধ্যে মহাজনরা কিছু বাসন তৈরির অর্ডার দেন। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই মহাজনের থেকে ভাঙা কাঁসা সংগ্রহ করি। তার সঙ্গেই বাসন তৈরির বানি (কেজি প্রতি মজুরি) দেয়। এখন কাজ না থাকায় খুব কম বানিতেই কাজ করতে হয়।'

তিনি আরও জানান, চাহিদা কম থাকার জন্য এখন মাসে এক বা দু'বার কাজ হয়। আর খুব জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ১৬ থেকে ১৭টা পর্যায়ে গিয়ে একটা বাসন তৈরি করতে হয়। তাই শিল্প ও শিল্পীর পরিশ্রমের কোনওটারই উপযুক্ত মূল্য পান না। আগে মাসে ২-৩ কুইন্টাল মাল তৈরি হত। এখন সেখানে ৫০ কেজিও মাল তৈরি হয় না। ফলে তাঁরা কেজি পিছু ১৫০টাকা মজুরি পান। তার মধ্যে জ্বালানি কয়লা, পালিশ, মেশিন খরচ নিয়ে প্রায় ১২০টাকা খরচ পড়ে।

ওই শিল্পীর বক্তব্য, 'কাঁচামাল হিসাবে ভাঙা কাঁসা নিয়ে আসার সময় পুলিশ ধরে জিএসটির জন্য। ৩০টাকা কেজি পিছু রোজগারে জিএসটি চায়। এই টাকা কোথা থেকে দেব! আমরা চাই সরকার অন্য সব হস্তশিল্পের মতো আমাদের এই কাঁসা-পিতল শিল্পকেও তুলে ধরে কলকাতা সহ বড় শহরে বণ্টনের অর্থাৎ মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করুক। এভাবে চলতে থাকলে সকলে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।'

এই বিষয়ে জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'শিল্পীরা যে কথাগুলি বলছেন তার সবটাই সত্যি। করোনা আর কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে ওঁদের করুণ অবস্থা।'

সব মিলিয়ে কাঁসার বাজারমূল্য এতটাই চড়েছে যে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

একটু ঠান্ডা পড়তেই খেজুর গাছে রসের খোঁজে। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। গোপন কথা ফাঁস হওয়ায় সমস্যা। বৃষ : আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে খুব সাবধানে থাকুন। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : ব্যবসার জন্য আজ অর্থের প্রয়োজন হবে। কর্মক্ষেত্রে আজ প্রশংসিত হবেন। কর্কট : অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা আজ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। চোখের সমস্যা কাটবে। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি। কন্যা : কোনও সম্পত্তি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় স্বস্তি। তুলা : দাম্পত্যে ঝামেলার নিষ্পত্তি হওয়ায় স্বস্তি। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ। বৃশ্চিক : কোনও আনন্দের খবর পাবেন। বিদেশে পাঠরত মেয়ের জন্যে গর্ব। ধনু : বিপদের মধ্যে পড়লেও বুদ্ধিবলে বেরিয়ে আসতে পারবেন। ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। মকর : অযথা ব্যয় করে সমস্যায়। শত্রুর কারণে অফিসে সমস্যা। কুম্ভ : সারাদিন শরীর নিয়ে কষ্ট। হঠাৎ নতুন জমি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। মীন : পায়ে আঘাত লাগতে পারে। মায়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে সমস্যা থেকে মুক্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ কার্তিক ১৪৩০, ভাঃ ২৬ কার্তিক, ১৭ নভেম্বর ২০২৩, ৩০ কাতি, সংবৎ ৪ কার্তিক সুদি, ২ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৬ অঃ ৪।৪৯। শুক্রবার, চতুর্থী দিবা ১১।৩০। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ২।৩৪। ধৃতিযোগ দিবা ৯।৩৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৩০ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৩৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২।৩৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৩৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১১।৩০ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৩৯ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৬ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি- সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে রাত্রি ৬।২৫ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকার্তিকেয় ব্রত ও শ্রীশ্রী কার্তিক পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪২ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪২ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৬ মধ্যে।

সহাবস্থানের খোঁজে জো-শি

ওয়াশিংটন, ১৬ নভেম্বর : একদিকে ইউক্রেন, অন্যদিকে গাজা। দুই সংকটের আঁচ পড়েছে আমেরিকার ওপর। পূর্ব ইউরোপ, আরব ভূখণ্ড থেকে লাতিন আমেরিকা, সর্বত্র প্রশ্নের মুখে মার্কিন প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকার চিনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ খুঁজছে। বুধবার সানফ্রান্সিসকোর ফিলোলি কান্ট্রি এস্টেটে আমেরিকা ও চিনের শীর্ষনেতাদের মুখোমুখি বৈঠকের পর এমনটাই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

২০২২-এর নভেম্বরে বালিতে শেষবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেছিলেন বাইডেন। তারপর দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি দূরে থাক, একাধিক ইস্যুতে টানাপোড়েন বেড়েছে। এদিনের বৈঠক সেই জট ছাড়াতে কতটা সাহায্য করবে তা মার্কিন পক্ষের কাছেও অজানা। চিন এই বৈঠক নিয়ে সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যমও এই বৈঠক নিয়ে তেমন আশান্বিত নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি বা আশার বাণী শুনিয়েছেন শি জিন পিংয়ের গলায় সেটাও শোনা যায়নি।

বাইডেন বলেছেন, 'আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিযোগিতা যেন সংঘাতে পরিণত না হয়।' শিয়ের জবাব, 'দু'দেশের সাফল্যের জন্য এই পৃথিবী যথেষ্ট বড়।' কূটনৈতিক মহলের বড় অংশের কাছে যার অর্থ, দুই শীর্ষনেতাই চাইছেন পারস্পরিক সংঘাত এড়িয়ে নিজের মতো করে প্রভাববলয় গড়ে তুলতে। যেখানে অন্যপক্ষের হস্তক্ষেপ থাকবে না। মানবাধিকারের মতো ইস্যুতে চিন যে আমেরিকার বেঁধে দেওয়া সংজ্ঞাকে স্বীকৃতি দেবে না এদিন সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শি। তাঁর কথায়, একপক্ষ যা স্থির করবে অন্যপক্ষ তা সবসময় অনুসরণ করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, জো-শি বৈঠক নিয়ে প্রাথমিকভাবে মার্কিন সরকারের প্রত্যাশা কম ছিল। শেষ পর্যন্ত ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হতে পেরেছে দু'পক্ষ। আলোচনা শেষে বাইডেন বলেন, 'আমাদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে। আমার মতে যেগুলি খুব গঠনমূলক এবং কার্যকর।' দু'দেশের সম্পর্ক কখনই মসৃণ ছিল না বলে স্বীকার করেও শি বলেছেন, 'মতবিরোধ থাকলেও চিন ও আমেরিকা কখনই একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না।'

ফিলোলিতে মূলত ৪টি বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই প্রেসিডেন্ট। এগুলি হল জলবায়ু, মাদক পাচার, সামরিক সম্পর্ক এবং ধারাবাহিক আলোচনা। জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে আরও পদক্ষেপ করতে রাজি হয়েছে দু'টি দেশই। ২০৩০-এর মধ্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ৩ গুণ বাড়ানোর ব্যাপারে সহমত হয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। অবৈধ ফেন্টানাইল মাদক পাচার ঠেকাতে একসঙ্গে কাজ করতে রাজি ওয়াশিংটন-বেজিং। সামরিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপনেও রাজি হয়েছে তারা। গত বছর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফরের পর আমেরিকার সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল চিন। আমেরিকা ও চিনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সামরিক যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা উপসহকারী সচিব মিক মুলরয়। দুই নেতাই চলতি আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও সম্পর্কের ফাঁকগুলি কীভাবে পূরণ করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা বিশেষ এগোয়নি।

> প্রতিযোগিতা যেন সংঘাতে পরিণত না হয়।
> – জো বাইডেন

> দু'দেশের সাফল্যের জন্য এই পৃথিবী যথেষ্ট বড়।
> –শি জিনপিং

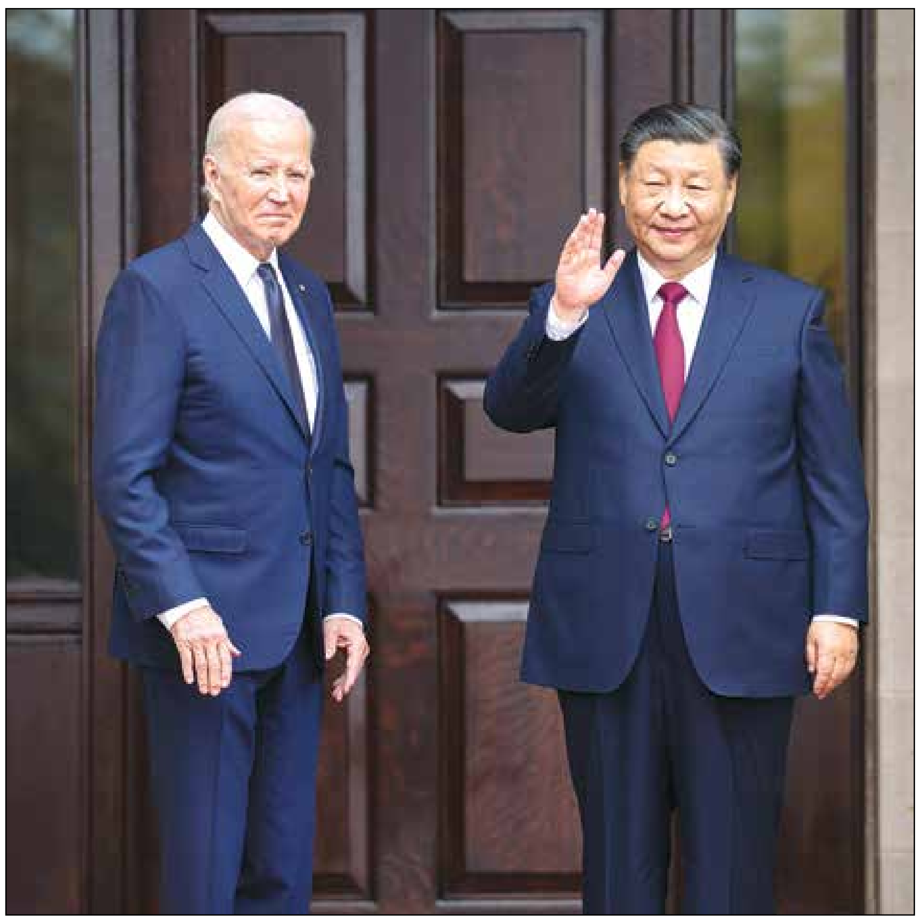

এক ফ্রেমে দুই রাষ্ট্রনায়ক। দীর্ঘ বৈঠকের পর মিডিয়ার সামনে হাসিমুখে ধরা দিলেন বাইডেন-জিনপিং। ওয়াশিংটনে।

বৈঠক নির্যাস

- জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে পদক্ষেপ করবে দুই দেশ
- সামরিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা হবে

সকলের নজরে সংখ্যালঘু ভোট

বাংলাদেশে বিএনপি ভেঙে ময়দানে নয়া মঞ্চ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : নেতা-নেত্রীরা প্রায় সবাই জেলবন্দি বা নানা মামলায় জর্জরিত। এই পরিস্থিতিতে দেশে নির্বাচন ঘোষণার পরেই বিএনপি হুঁশিয়ারি দেয়, ভোটে অংশ নেওয়া দূরে থাক, তারা ভোট হতেই দেবে না। এই সিদ্ধান্তে দলের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দেশজুড়ে বিএনপি ভেঙে বেরিয়ে এসে বহু নেতা-কর্মী তৈরি করেছেন স্বতন্ত্র গণতন্ত্র মঞ্চ। মঞ্চের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, বিএনপির ব্যানারে লড়াই হোক বা না হোক, এই মঞ্চ নির্বাচনে লড়বে। অর্থাৎ এই নির্বাচনে আওয়ামি লিগ মোটেও ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার সুযোগ পাবে না। আরও একটি কারণে এই নির্বাচন উল্লেখযোগ্য হতে চলেছে। রাজনৈতিকভাবে দুই দলের অবস্থান ভিন্ন মেরুতে হলেও সংখ্যালঘু প্রশ্নে তারা সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করছে।

এবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট একটা বড় ইস্যু। আওয়ামি লিগ সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কাজ করার প্রচার করে। এবার সেই একই প্রচারকে অস্ত্র করছে মঞ্চও। বিএনপি-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খন্দকার আহসান হাবিব এখন নতুন মঞ্চে যোগ দিয়েছেন। হাবিব বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, যাতে এদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে না যায়, তা আমরা নিশ্চিত করব। এবারের নির্বাচনে এটা আমাদের অন্যতম প্রতিশ্রুতি।'

মাঝে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা বাসা বেঁধেছিল। তাদের ধারণা ছিল, বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে কারণ তাদের মধ্যে হিন্দুবিরোধী সমর্থক এবং কর্মীর সংখ্যাধিক্য রয়েছে। বিএনপি থেকে বেরিয়ে আসা মঞ্চ এবার সংখ্যালঘু ভোটকে সম্পূর্ণ আওয়ামি লিগের কব্জায় যেতে দিতে রাজি নয়। তাই হাবিব জানিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা তাঁদের অন্যতম প্রধান নির্বাচনি ইস্যু। তবে যেভাবে বিএনপি ভাঙছে তাতে নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের রাজনীতি ফের অশান্ত হওয়ার যথেষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। কারণ বিএনপি এবার মঞ্চের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

দলের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বুধবার দলের কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু আহসান হাবিব ও আইনজীবী ফকরুল ইসলামকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা বাড়ছে। ক্রমেই ভারী হচ্ছে স্বতন্ত্র গণতন্ত্র মঞ্চ।

বিএনপি দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করছে, তদারকি সরকার তৈরি করে তার অধীনে নির্বাচন করতে হবে। আওয়ামি লিগ তা মানতে রাজি নয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরেই বিএনপি জানিয়ে দেয়, এবারও নির্বাচনে লড়বে না তারা। এতেই বেঁকে বসেন বিএনপির বড় অংশের নেতা-কর্মীরা। খন্দকার আহসান হাবিব বৃহস্পতিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা মনে করি, নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার বদল করার সুযোগ আসে। তাই সংবিধান মেনে আমরা নির্বাচনের পথে হেঁটে আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে চাই।'

বিএনপির হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা, বাংলাদেশে এবারের নির্বাচন রক্তাক্ত হতে পারে। তবে হাবিব এই কথা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'বিএনপির অধিকাংশ নেতা জেলে। বাকিরা নানা মামলায় জর্জরিত। তারা নির্বাচন বানচাল করার জন্য মাঠে নামবেন কী করে?'

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে আজ নির্বাচন

ভোপাল ও রায়পুর, ১৬ নভেম্বর : শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার ২৩০টি আসনের ভোটগ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের ৯০টির মধ্যে বাকি ৭০টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। ভোটের সময় যাতে কোনওরকম অশান্তির ঘটনা না হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের তরফে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ভোটে মূল লড়াই হচ্ছে শাসক বিজেপি বনাম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের মধ্যে। বিজেপি প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। অন্যদিকে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্যে পরিবর্তন আনতে মরিয়া কংগ্রেস। তবে বিজেপি ভোটে জয়ের ব্যাপারে একপ্রকার অস্বস্তিতে ভুগছে সেটা তাদের জনসভা আয়োজনের ঘনঘটা থেকে স্পষ্ট। একটি হিসাব বলছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতানেত্রীদের নিয়ে দলের তরফে ৬৩৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে এবার।

উলটোদিকে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে হাজির করিয়ে আয়োজিত জনসভার সংখ্যা ৩৫০। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ, দিগ্বিজয় সিংরাও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চষে বেড়িয়েছেন এবারের প্রচারে। শিবরাজ ও কমল নাথ একশোর বেশি সভা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ১৫টি জনসভা করেছেন। অমিত শা করেছেন ২১টি সভা। অন্যদিকে রাহুল ও প্রিয়াংকা গান্ধি ১১টি করে জনসভা করেছেন মধ্যপ্রদেশে। এদিকে ভোটের আগে এক ভোটকর্মী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বৃহস্পতিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বেতুল শহরে। মধ্যপ্রদেশ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের প্রহরী ভীমরাও একটি বুথের ভোটকর্মী ছিলেন। হঠাৎ তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বন্দুক, প্রোপাগান্ডায় পাল্লা দিচ্ছে হামাস

গাজা হাসপাতালে অস্ত্রভাণ্ডার জঙ্গিদের

দাবি ইজরায়েলের

তেল আভিভ, ১৬ নভেম্বর : সদর দরজার বাইরে ট্যাংকের সারি। ভিতরে কমান্ডোদের দাপট। ওয়ার্ডে ঢুকে তল্লাশি। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফার ছবিটা একই রয়ে গিয়েছে। বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড়ের মুখে ইজরায়েল। বৃহস্পতিবার ইজরায়েলি সেনা একটি ভিডিও জারি করেছে। সেখানে একটি ঘরের মধ্যে সার দিয়ে রাখা ব্যাগের মধ্যে থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র উঁকি মারছে। যার মধ্যে একে ৪৭ রাইফেল, গুলি এবং গ্রেনেড রয়েছে। ইজরায়েলের দাবি, ভিডিওটি আল শিফার এমআরআই বিল্ডিংয়ে তোলা হয়েছে। হাসপাতালে ওইসব অস্ত্র মজুত করেছিল হামাস জঙ্গিরা। অস্ত্র ভান্ডারের ভিডিও আপলোড করে হাসপাতাল অভিযানের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী।

সেনা মুখপাত্র জনাথন কনরিকাসের বক্তব্য, 'সন্দেহ নেই যে হামাস হাসপাতালকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। এইসব অস্ত্রশস্ত্র হাসপাতালের মধ্যে থাকার কথা নয়। এগুলি থাকার অর্থ এখানে হামাসের উপস্থিতি রয়েছে।' গাজার অন্যান্য হাসপাতাল ও বহু অ্যাম্বুল্যান্সকে জঙ্গিরা অস্ত্রপাচার এবং যাতায়াতের কাজে লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ কনরিকাসের। ইজরায়েলের যাবতীয় দাবি খারিজ করে দিয়েছে হামাস। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্যদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অপপ্রচার ও ভুল তথ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। তারা চলমান সংকটের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি ও ভিডিও বিকৃত করে প্রচার করছে। প্রাসঙ্গিক ভিডিওগুলি প্রচারে বাধা দিচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে ভিডিওর ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। একই কথা জানানো হয়েছে গাজাস্থিত হামাসের তথ্যকেন্দ্রের তরফে। আল শিফায় হামাস অস্ত্র মজুত করেনি বলে তাদের দাবি।

হামাসের বিরুদ্ধে পালটা প্রোপাগান্ডা চালানোর অভিযোগ করেছে ইজরায়েল। এদিন ইজরায়েলি বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান থেকে লিফলেট ফেলে দক্ষিণ গাজার প্রধান শহর খান ইউনিসের বনি শুহাইলা, খুরা, আবাসান ও কারারার লক্ষাধিক বাসিন্দাকে অন্যত্র সরে যেতে বলা হয়েছে। গাজায় যুযুধান দু'পক্ষের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখার প্রধান ভলকার তুর্ক। তিনি বলেন, 'গাজায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। যারাই সেটা করুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে। অভিযুক্তদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।' জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলির এক সভায় তুর্ক বলেন, 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি তদন্ত চালাতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক প্রমাণিত হন, অথবা তীব্র সংঘর্ষের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক তদন্ত ছাড়া কোনও পথ নেই।'

গাজার সমান্তরালে প্যালেস্তিনীয় অধ্যুষিত ওয়েস্ট ব্যাংকেও বিমান হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল। বুধবার সারারাত ধরে চলা হামলায় ওয়েস্ট ব্যাংকে অন্তত ৮ জন বাসিন্দার প্রাণহানি হয়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, 'ওয়েস্ট ব্যাংককে নিশানা করছে ইজরায়েল। তাদের হামলায় সেখানে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষ যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন রাশিয়া।'

একনজরে

- আল শিফার অস্ত্রভাণ্ডারের ভিডিও পোস্ট ইজরায়েলি সেনার
- গাজার হাসপাতাল ও অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকে সামরিক কাজে ব্যবহারের অভিযোগ
- দক্ষিণ গাজার প্রধান শহর খান ইউনিসের লক্ষাধিক বাসিন্দাকে সরে যাওয়ার নির্দেশ
- ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ছবি, ভিডিও বিকৃত করে প্রচারের অভিযোগ হামাসের

খালিস্তানিরা ফের হুমকি দিল ভারতকে

টরন্টো, ১৬ নভেম্বর : কানাডায় ফের খালিস্তানিদের বিক্ষোভ ও হুমকির মুখে পড়তে হল ভারতীয় দূতাবাসকে। কানাডার ভারতীয় দূতাবাসের সমস্ত কর্মসূচি বানচাল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সে দেশে বসবাসকারী খালিস্তানপন্থীরা।

সোমবার ভ্যাঙ্কুভারের অ্যাবটসফোর্ডের খালসা দেওয়ান সোসাইটি গুরুদোয়ারায় ভারতীয় দূতাবাসের আঞ্চলিক মিশনের ব্যবস্থাপনায় লাইফ সার্টিফিকেট প্রদান শিবির খোলা হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে আগাম জানানোও হয় সেই কর্মসূচির কথা। কানাডার ওই প্রান্তে বসবাসকারী ভারত সরকারের পেনশন প্রাপকদের সুবিধার্থে প্রতি বছর এই শিবির হয়। কিন্তু খালিস্তানপন্থীদের বিক্ষোভের জেরে ওইদিন অল্প সময়ের মধ্যেই শিবির গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন দূতাবাসের কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভারতীয় কূটনীতিকদের অন্যত্র সরিয়ে নেয় স্থানীয় পুলিশ।

এই ঘটনায় নয়াদিল্লি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের প্রশ্ন, স্থানীয় পুলিশকে আগাম জানানো সত্ত্বেও কীভাবে বিক্ষোভকারীরা কনস্যুলেট অফিস পর্যন্ত চলে আসতে পারলেন? দু'দিন আগেই সে দেশের প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডো বলেছিলেন, ভারতের কূটনীতিকদের সব ধরনের নিরাপত্তা দেবে কানাডা। সোমবারের ঘটনার সঙ্গে ট্রুডোর প্রতিশ্রুতির মিল নেই বলে অভিযোগ বিদেশমন্ত্রকের।

এদিকে লন্ডন সফররত বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ফের দাবি করেছেন, কানাডায় খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ট্রুডো প্রশাসন ভারতকে কোনও নথি দেয়নি। লন্ডনের সংবাদমাধ্যমকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, এই ব্যাপারে কানাডা যা বলছে তা ঠিক নয়। নিজ্জর হত্যার তদন্তের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে জয়শংকর বলেন, 'তদন্তের যে প্রয়োজন রয়েছে সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু এমন একটি গুরুতর অভিযোগ (নিজ্জর হত্যায় ভারতের যোগ রয়েছে) তুললে তার স্বপক্ষে কিছু তথ্যপ্রমাণও তো দিতে হবে।'

জাতি বিদ্বেষের নিশানায় অস্ট্রেলিয়ায় শিখ : অস্ট্রেলিয়ায় মন্দির দুষ্কৃতীদের নিশানার পর জাতিগতভাবে টার্গেট হলেন এক শিখ রেস্তোরাঁ মালিক। তিনি জানিয়েছেন, ১৫ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর রেস্তোরাঁর গায়ে মলমূত্রের দাগ দেখা যাচ্ছে। রেস্তোরাঁর মালিক 'জিম্মি' সিং জামিয়েছেন, বর্ণবিদ্বেষী চিঠিতে লেখা রয়েছে, ভারতীয় বাড়িতে চলে যাও। বিষয়টি পুলিশিকে জানানোর পরে তাঁর বাড়ি ও রেস্তোরাঁর চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়।

কানাডার ওপর ক্ষুব্ধ ভারত

বৈচিত্র্যময় বিশ্ব

প্লাস্টিক আবর্জনায় ঢেকেছে ক্যানাল। পুরসভার কর্মীরা সাফাইয়ে নেমেছেন। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে বাকিংহ্যাম ক্যানালে।

মানবিক ত্রাণে জোর দিল্লির

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে গাজায় মানবিক ত্রাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বৃহস্পতিবার পুনরায় জানাল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি প্রেসব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, ভারত সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছে। সর্বদা জোর দিয়েছে মানবিক ত্রাণের প্রয়োজনীয়তায়। তিনি বলেন, 'আমরা সবসময় উত্তেজনা কমানোর কথা বলেছি।' সম্প্রতি গাজার অল শিফা হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। অরিন্দম জানিয়েছেন, শুক্রবার দিল্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল সাউথ সামিটে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের বিষয় উঠবে। আগামীকাল বৈঠকের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ফিরে এল চন্দ্রযানবাহী রকেটের অবশেষ

চলতি বছররের ১৪ জুলাই চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল ইসরোর তৈরি চন্দ্রযান-৩। ভারতের তৃতীয় চন্দ্রযানটিকে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল এলভিএম৩এম৪ রকেট (লঞ্চ ভেহিকল মার্ক থ্রি)। সেই রকেটের বেশিরভাগ অংশই ভস্মীভূত। এবার সেই রকেটের যন্ত্রাংশের (ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজ) অবশেষ আকস্মিকভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে এই কথা জানিয়েছে ইসরো। এর আগে ইসরো জানিয়েছিল, রকেটের ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজের ভগ্নাবশেষ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে এলে তা ভারতের আশপাশে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই। ইসরোর তরফে আরও জানানো হয়েছে, সমুদ্রে ভেঙে পড়া যন্ত্রাংশটি এলভিএম৩এম৪ লঞ্চ ভেহিকেলের অংশ। বুধবার দুপুর ২টো ৪২ মিনিট নাগাদ এই যন্ত্রাংশটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আবার প্রবেশ করেছে। উৎক্ষেপণের ১২৪ দিনের মাথায় রকেটের এই অংশটি প্রবেশ করল পৃথিবীতে। আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে।

জলপথেই নৌকো করে এসে সাঁতরে অন্য দেশে ঢুকছেন শরণার্থীরা। বৃহস্পতিবার ইন্দোনেশিয়ার আচেতে।

পুতিনের সমালোচক রুশ জেনারেল মৃত

একসময়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কড়া সমালোচক ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভ্লাদিমির সভিরিদভ। তৃতীয় শ্রেণির বিমানবাহিনী চালানোর জন্য পুতিনের সমালোচনা করেছিলেন তিনি। বুধবার বাড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হল। তাঁর দেহের পাশে এক মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। সরকারিভাবে মহিলার পরিচয় মেলেনি। কয়েকটি সূত্রের দাবি, মৃত মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনারেলের স্ত্রী ছিলেন। মৃত রুশ সেনাকর্তার শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন মেলেনি। মৃত্যু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিউজক্লিক মামলায় নেভিলকে তলব

ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে নিউজ পোর্টাল নিউজ ক্লিক-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর পুরকায়স্থ, সাংবাদিক অমিত চক্রবর্তীকে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা অক্টোবরে গ্রেপ্তার করে। এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট সমন পাঠাল সাংহাই কেন্দ্রীক মার্কিন ব্যবসায়ী নেভিল রায় সিংহমকে। আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের তদন্তের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি নেভিলের কাছে সমন পাঠিয়েছে। নিউজক্লিকের আর্থিক তছরুপ মামলায় নেভিল রায় সিংহমকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। সম্প্রতি দিল্লির এক আদালত লেটার রোগেটরি ইস্যু করে ইডিকে নেভিলের বয়ান রেকর্ড করার অনুমতি দিয়েছে। আগেও এই মার্কিন ধনকুবেরকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। তিনি সাড়া দেননি।

পুষ্কর মেলায় ভিড় জমিয়েছে উটের সারি। বৃহস্পতিবার আজমেরে।

নতুন যন্ত্রে ফের খনন শুরু উত্তর কাশীর সুড়ঙ্গে

২-৩ দিনে শেষ হবে উদ্ধার অভিযান

দেরাদুন, ১৬ নভেম্বর : বুধবার বিকালের মধ্যে দিল্লি থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছিল আমেরিকায় তৈরি অনুভূমিক ড্রাই ড্রিলিং মেশিন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেই মেশিন কাজ শুরু করেছে। উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের একটি সূত্র দাবি করেছে, পরিকল্পনা মাফিক অভিযান চলছে। প্ল্যান বি'র সাফল্যের সম্ভাবনা ষোলআনা।

এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিকে সিং। তাঁর মতে, আটক শ্রমিকদের বার করতে আরও ২ থেকে ৩ দিন সময় লাগতে পারে। তবে খনন কাজ দ্রুত এগোলে শুক্রবারও শ্রমিকরা সুড়ঙ্গের বাইরে আসতে পারেন। মন্ত্রী জানান, বিদেশি উদ্ধার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করা হচ্ছে। থাইল্যান্ডের গুহায় আটক কিশোর ফুটবলারদের উদ্ধার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। উত্তর কাশীর উদ্ধারকারীদের তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন। সিং বলেন, 'আটক শ্রমিকদের নিরাপদে দ্রুত উদ্ধার করা আমাদের অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলে সাধ্যমত সাহায্য করছেন। আগে যে মেশিনটি ব্যবহার করা হচ্ছিল সেটিতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়, তাই দ্রুত একটি শক্তিশালী মেশিন আনানো হয়েছে। আমরা ২-৩ দিনের মধ্যে অভিযান শেষ করার চেষ্টা করছি। তবে তার আগেই অভিযান শেষ হতে পারে। সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে বর্ধিত সময়সীমা হিসাবে ২-৩ দিনের কথা বলছি।'

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মহাপরিচালক অতুল কারওয়াল জানান, সুড়ঙ্গের ধ্বংসাবশেষ প্রায় ৬০ মিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ২০ মিটার এলাকার ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা হয়েছে। বাকি ৪০ মিটার অংশে ভারী পাথর, কংক্রিট ও কাদা জমাট বেঁধে রয়েছে। সুড়ঙ্গে যাতে নতুন করে ধস না নামে সেদিকে লক্ষ্য রেখে খনন কাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দলের দাবি, শ্রমিকরা সুস্থ রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে খাবার ও অক্সিজেন পাঠানোর পাইপলাইনের মাধ্যমে উদ্ধারকর্মীদের কথাবার্তা হচ্ছে।

তেমনই একটি কথার অডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। অডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি। সেখানে ওড়িশার বাসিন্দা মহাদেব নামের এক শ্রমিকের সঙ্গে একজন উদ্ধারকর্মীর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ওই কর্মীকে মহাদেব জানাচ্ছেন, তিনি ভালো আছেন। সেই কথা যেন তাঁর পরিবারকে জানানো হয়।

বিপন্ন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা

দেরাদুন, ১৬ নভেম্বর : উত্তর কাশীর ভেঙে পড়া সুড়ঙ্গে আটক শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা বৃহস্পতিবার পঞ্চম দিনে পড়েছে। রবিবার থেকে একটানা চেষ্টা করেও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছোতে পারেনি উদ্ধারকারী দল। তবে পাইপের সাহায্যে শ্রমিকদের কাছে খাবার ও জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ওই পাইপ দিয়েই সরবরাহ করা হচ্ছে অক্সিজেন। তবে উদ্ধারকাজ দীর্ঘায়িত হলে বদ্ধ জায়গায় সীমিত রসদে ৪০ জন মানুষের পক্ষে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তর কাশীর উদ্ধার অভিযানের গতিপ্রকৃতি থাইল্যান্ডের গুহা অভিযানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। থাই গুহায় জলের নীচ দিয়ে ডুবুরিরা কিশোর ফুটবলারদের বার করে এনেছিলেন। বাইরে আসার পর তাদের শারীরিক এবং মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েছিল। উত্তর কাশীর শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। নয়ডার ফর্টিস হাসপাতালের ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের ডিরেক্টর চিকিৎসক অজয় আগরওয়াল বলেন, 'শ্রমিকরা দিনের পর দিন সুড়ঙ্গের সংকীর্ণ পরিসরে আটকে রয়েছেন। এইভাবে থাকতে থাকতে তাঁদের প্যানিক অ্যাটাক হওয়া অসম্ভব নয়। এছাড়া বহু মানুষ একসঙ্গে বদ্ধ জায়গায় আটকে পড়লে সেখানকার বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। এর প্রভাব তাঁদের স্বাস্থ্যের ওপর পড়বে।' তিনি জানান, উত্তরাখণ্ডের প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাইপোথার্মিয়ার কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। শ্রমিকদের উদ্ধারের পর রিহ্যাবে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন আগরওয়াল।

শ্রমিকদের সম্ভাব্য শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার বিষয়টি তাঁদের নজরে রয়েছে বলে উদ্ধার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত শ্রমিকরা নিরাপদে রয়েছেন। তাঁদের জন্য খাবার, পানীয় জল ও ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তবে উদ্ধার অভিযান কবে শেষ হবে এই মুহূর্তে সেটা বলা যাচ্ছে না। আমরা সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি রয়েছি।' তিনি জানান, শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সবধরনের পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পুনর্বাসনের দিকে নজর দেওয়া হবে।

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে উদ্বেগ নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : মায়ানমারে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছে সে দেশের জুন্টা সরকার। দেশের প্রায় ছয়টি প্রদেশ এখন বিদ্রোহীদের দখলে। তারা সমান্তরাল প্রশাসন চালু করেছে দখল করা এলাকাগুলিতে। ইতিমধ্যে প্রাণ বাঁচাতে বেশ কিছু সেনাকর্মী সহ মায়ানমারের কয়েক হাজার নাগরিক অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন ভারতে। মায়ানমারে গৃহযুদ্ধ ও তার জেরে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনায় উদ্বিগ্ন দিল্লি।

মায়ানমারের পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে চলে না যায়, তার চেষ্টা শুরু করেছে ভারত। সীমান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে মায়ানমার-ভারত সীমান্তে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে সেনা ও অসম রাইফেলস। সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ রোখার ব্যাপারেও সেখানে নজরদারি চালাচ্ছে তিন বাহিনী।

বৃহস্পতিবার মায়ানমার প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, 'ভারত-মায়ানমার সীমান্ত নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। মায়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার। আমরা হিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা করছি। পাশাপাশি চাইছি, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করা উচিত যুযুধান দু-পক্ষের।' মায়ানমার থেকে সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়ে বাগচি বলেন, 'ভারত আশা করে মায়ানমারে দ্রুত শান্তি, স্থিতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে।'

মায়ানমারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তাঁর মুখপাত্র বৃহস্পতিবার বলেন, মায়ানমারে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংঘাতের বহর যেভাবে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, তা

> ভারত-মায়ানমার সীমান্ত নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা হিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা করছি। পাশাপাশি চাইছি, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করা উচিত যুযুধান দু'পক্ষের।
>
> **-অরিন্দম বাগচী**
> *ভারতের বিদেশসচিব*

সত্যিই উদ্বেগের। সংঘাতের জেরে বহু মানুষকে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এটা সভ্যতার পক্ষে লজ্জার।

এদিকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে টক্কর দিতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার ইঙ্গিত দিয়েছে মায়ানমারের সেনা সরকার। সমস্ত সরকারি কর্মী এবং সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিককে জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে বলেছে। প্রয়োজন হলে সরকারি কর্মী এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের দেশের হয়ে যুদ্ধে নামার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অসম রাইফেলসের ওপর হামলা, হুঁশিয়ারি কুকিদের : মণিপুরে হিংসার আগুন নেভেনি। এখনও বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলছে। তারই জেরে বৃহস্পতিবার অসম রাইফেলসের ওপর হামলা চললো। এই ঘটনায় অবশ্য মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এদিকে, মণিপুরে কুকি ও জো উপজাতিরা স্বশাসনের দাবিতে অনড়। তাদের যৌথ ফোরাম আইটিএলএফ সাফ জানিয়েছে, তারা কুকিদের সঙ্গে থাকবে না। বীরেন সিং সরকারের ওপর তাদের আস্থা নেই। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের স্বশাসিত প্রশাসন দেওয়া না হলে, কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকায় তারা একটি স্বশাসিত পৃথক প্রশাসন গড়ে তুলবে।

চলতি বছরের মে মাসে মণিপুরে মেইতেই ও কুকিদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনা ও পুলিশের হস্তক্ষেপে তা কিছুটা কমলেও বন্ধ হয়নি। বৃহস্পতিবার সকালে মণিপুরের টেংনোপল জেলার সাইবলে হামলার মুখে পড়ে টহলদাররত অসম রাইফেলস। যে রাস্তা দিয়ে তারা যাচ্ছিল সেখানে তাদের গাড়ি লক্ষ করে গুলি চলে, পরে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হামলা চালায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। গাড়িতে অসম রাইফেলসের ২০ জন জওয়ান ছিলেন। তাঁরা পাল্টা জবাব দেওয়ায় হামলাকারীদের আক্রমণ বানচাল হয়েছে।

রাজ্য-রাজ্যপাল ফের সংঘাত তামিলনাড়ুতে

চেন্নাই, ১৬ নভেম্বর : এমকে স্ট্যালিনের সরকারের সঙ্গে রাজ্যপাল আরএন রবির বিরোধী ফের চরমে উঠেছে। রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো একগুচ্ছ বিল ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। আর তাতেই ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকার ১৮ নভেম্বর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে। রাজভবন থেকে ১০টি বিল ফেরত পাঠানো হয়েছে। মোট ১২টি বিল, ৪টি সরকারি নির্দেশ এবং ৫৪ জন বন্দির আগাম মুক্তি সংক্রান্ত একটি ফাইল সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছিল রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু আরএন রবি ১০টি বিল ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্পিকার এম আপ্পাভু বলেন, শনিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসানো হবে। রাজ্যস সরকার ওই বিলগুলি দ্রুত পাশ করাতে চায়। তাই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সম্প্রতি ডিএমকে সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ জানিয়ে বলা হয়েছিল, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলগুলি নিয়ে অহেতুক বিলম্ব করছে রাজভবন। সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, রাজ্যপাল যদি এভাবে বিলগুলি নিয়ে বসে থাকেন তাহলে সেটি উদ্বেগের বিষয়। এদিকে এই বিরোধের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, তাঁর ছেলে উদয়নিধি সহ ডিএমকের একাধিক নেতাকে নিয়ে আপত্তিকর ছবি পোস্ট করায় এক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মাদকের বিরুদ্ধে সাইকেল মিছিল পঞ্জাবে

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর : মাদক সমস্যার সমাধানে এবার একটি সাইকেল মিছিলের সূচনা করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান। বৃহস্পতিবার লুধিয়ানার পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ থেকে মিছিলটির সূচনা করেন তিনি। মাদকের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে এদিন প্রায় ২৫ হাজার যুবক অংশ নেন। লুধিয়ানা পুলিশের তরফে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে বার্তা দিতেই এই সাইকেল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এটা কোনও রাজনৈতিক মিছিল বা শক্তিপ্রদর্শন করা নয়। বরং একটি আদর্শ যা পঞ্জাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। পঞ্জাবের মতো উর্বর আর কোনও ভূমি নেই। পঞ্জাবের এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে শহিদ নেই। এই মাটি সবকিছু দেখেছে। পঞ্জাবের মানুষ যদি কিছু সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাঁদের কেউ আটকাতে পারবেন না। আমরা এবার মাদকের শেষ দেখতে চাইছি। যাঁরা পঞ্জাবকে মাদক রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে আমরা তাঁদের তা করতে দেব না।' মান বলেন, পঞ্জাব এখন সঠিক হাতে পড়েছে। পঞ্জাব এবার পঞ্জাবিদের হাতে পড়েছে।

শশীর স্থানে প্রবীণ, জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া প্রফেশনাল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রবীণ চক্রবর্তী। বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই রদবদল ঘটিয়েছেন। প্রবীণ দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের ডেটা অ্যানালিটিক্স বিভাগের শীর্ষ পদে রয়েছেন। রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ এই তরুণ নেতাকে প্রফেশনাল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে এবার পেশাদারদের মধ্যে দলের প্রভাব বাড়াতে চাইছে এআইসিসি।

আর কয়েকদিন পরেই ছটপুজো। তাই এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন পরিযায়ীরা। পাটনায়।

সাহারা মামলা চলবে, বলল সেবি

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : সাহারা সংস্থার মালিক প্রয়াত সুব্রত রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল গোমতী নদীর তীরে বৈকুণ্ঠধামে। বৃহস্পতিবার প্রয়াত রায়ের দেহ গোমতী নগর থেকে শোভাযাত্রা করে বৈকুণ্ঠধামে পৌঁছোয়। বিদেশে থাকায় রায়ের পুত্র এদিনের অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়ায় থাকতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রয়াত শিল্পপতির নাতি হিমাঙ্ক রায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

সাহারা সংস্থার মালিকের মৃত্যুতেও লগ্নিকারী সংস্থাকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি। সাহারার বিপুল সংখ্যক আমানতকারীরা টাকা ফেরত পাবেন কি না সে নিয়ে জল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতি বৃহস্পতিবার এ নিয়ে মুখ খুলেছে বাজার নিয়ামক সংস্থা সেবি। সংস্থার চেয়ারপার্সন জানিয়েছেন, সাহারার আমানতকারীদের টাকা ফেরত সংক্রান্ত মামলা বন্ধ হবে না। সংস্থার প্রধান সুব্রত রায়ের মৃত্যুর পরেও টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে সেবি।

বৃহস্পতিবার সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বাখ বলেন, 'সাহারা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সুব্রত রায়ের মৃত্যু হলেও সাহারার বিষয়টি নিয়ে দায়িত্ব কমছে না সেবির। আমানতকারীদের টাকা ফেরতের মামলাটি চলবে।' বণিকসভা ফিকির একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ফাঁকে এদিন বাখ সাংবাদিকদের জানান, সেবির মামলাটি কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে। তাই ব্যক্তির মৃত্যুতে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। এটা চলবে।

গোমতীর তীরে শেষকৃত্য সুব্রতর

আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে সেবি-র অনেক সময় লাগছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সে বিষয়ে বাখ বলেন, আমানতকারীদের দাবির প্রমাণের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির মাধ্যমে অর্থ ফেরত দেওয়া চলছে। সেই জন্যই দেরি হচ্ছে। অভিযোগ, এপর্যন্ত আমানতকারীদের মাত্র ১৩৮ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। সেবি-র সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টে এমন কথাই বলা হয়েছে।

সেবি-র অ্যাকাউন্টে সাহারার গচ্ছিত ২৫ হাজার কোটি টাকার কী হবে তা নিয়েই জল্পনা চলছে। ইতিমধ্যে সাহারার দুই সংস্থা সেবির অ্যাকাউন্টে যে টাকা রেখেছিল তা সুদে-আসলে মিলিয়ে ২৫,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

রাজস্থানে অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে মাঠে রাহুল

জয়পুর, ১৬ নভেম্বর : রাজস্থান বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দলের কাঁটা পুরোপুরি উপড়ে ঐক্যের বার্তা দিয়ে রাখলেন রাহুল গান্ধি। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর প্রত্যয়ী মন্তব্য, 'আমাদের শুধু একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন তাই নয়, আমরা সবাই একজোট রয়েছি। রাজস্থানের নির্বাচনে কংগ্রেস সুইপ করবে এবং জিতবে।' বৃহস্পতিবার চুরুর তারানগরে জনসভার পর সাংবাদিকদের সামনে এই কথা বলেন তিনি।

ঐক্যের বার্তা রাহুলের। গেহলট ও পাইলটকে নিয়ে চুরুর প্রচার মঞ্চে তিনি।

২৫ নভেম্বর রাজস্থানে বিধানসভা ভোট। তার আগে রাজ্যে গেহলট বনাম পাইলট শিবিরের দ্বৈরথ যেভাবে বাড়ছে তাতে অস্বস্তিতে কংগ্রেস হাইকমান্ড। বিজেপি ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অন্দরের কলহকে রাজনৈতিক প্রচারের ইস্যুতে পরিণত করেছে। কিন্তু সেসবে এদিন কর্ণপাত করেননি রাহুল। তিনি চাইছেন যাতে অন্তর্কলহের প্রভাব নির্বাচনে না পড়ে।

এদিন মোট তিনটি জনসভা করেন তিনি। প্রত্যেকটিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির পাশাপাশি শিল্পপতি গৌতম আদানিকে কড়া ভাষায় নিশানা করেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির তরফে গৌতম আদানির পকেটে টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। রাহুল বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন কালো টাকা না মুছলে তাঁকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়।' করোনার সময় উনি বলেছিলেন, মোবাইলের টর্চ জ্বালাতে, থালা বাজাতে। মানুষ মারা যাচ্ছিল, অক্সিজেন ছিল না, ওষুধ ছিল না। কিন্তু অন্যদিকে এখানে ছিল ভিলওয়ারা মডেল। যেখানে খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছিল। ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। রোগীদের বাঁচানো হয়েছিল। কেন? 'কারণ আমরা গরিব, কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য একটি সরকার চালাচ্ছি। গরিবদের পকেটে যাতে টাকা যায় সেজন্য কাজ করে কংগ্রেস। কিন্তু ওরা আদানির পকেটে টাকা পাঠায়।' জিএসটি এবং নোটবন্দি নিয়েও মোদিকে নিশানা করেন রাহুল। তিনি বলেন, 'আপনি যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই দেখবেন আদানি রয়েছেন। বিমানবন্দর, বন্দর, সিমেন্ট কারখানা, রাস্তা সবকিছু এখন আদানি করছে। প্রধানমন্ত্রী ধনীদের জন্য কাজ করেন। উনি আদানিকে সাহায্য করেন এবং আদানি টাকা পয়সা উপার্জন করেন।' গেহলটের প্রশংসা করে রাহুল বলেন, 'রাজ্য সরকার আপনাদের জন্য অনেক কাজ করেছে। একটা কথা মাথায় রাখবেন, যদি এখানে বিজেপি সরকার আসে তাহলে আমরা যা কিছু করেছি সবকিছু বাতিল করে দেওয়া হবে।'

এদিকে রাহুল যখন কংগ্রেসের অন্দরে ঐক্যের রাস্তা মসৃণ করতে চাইছেন তখন বিজেপি নেতারা ব্যস্ত বিধানসভা ভোটে মেরুকরণ করতে। শচীন পাইলটের আসন টঙ্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রমেশ বিধুরি বলেন, 'গোটা দেশের মতো পাকিস্তানও রাজস্থানের নির্বাচনের দিকে নজর রাখছে। লাহোর দেখবে টঙ্কের আসনে কী হয়। নির্বাচনের পরে যাতে লাহোরে লাড্ডু বিতরণ শুরু না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।' বিধুরি এর আগে বসপা সাংসদ কুঁয়ার দানিশ আলি সম্পর্কেও কুকথা বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন দিল্লির এই সাংসদ।

মহুয়ার হয়ে সওয়াল করলেন ১২৩ বিদ্বজ্জন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : 'টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন' তোলার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সাংসদ পদ খারিজ করার দাবি জানিয়েছে এথিকস কমিটি। ডিসেম্বরে, আসন্ন সংসদের শীতকালীন অধিবেশন মহুয়ার ভাগ্যনির্ধারণ করবেন স্পিকার। মহুয়ার বিরুদ্ধে কোনও দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ যাতে না নেওয়া হয়, এমন দাবি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লাকে আর্জি জানালেন ১২৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জন।

বুধবার ইএএস শর্মা, অনিতা অগ্নিহোত্রী, অশোক বাজপেয়ীর মতো অবসরপ্রাপ্ত আমলা, পি সাইনাথ, বর্ষীয়ান সাংবাদিক পামেলা ফিলিপ, আভা ভাইয়ার মতো সমাজসেবী তথা আর রঙ্গরাজন, সুরিন্দর কুমার ও জগমোহন সিংহের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিদ্বজ্জনেরা মহুয়ার সমর্থনে সরব হয়ে লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁরা লিখেছেন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে যে সব অভিযোগের ভিত্তিতে অপসারিত করার সুপারিশ জানিয়েছে এথিকস কমিটি তা যথেষ্ট অস্বচ্ছ ও ধোঁয়াশাপূর্ণ। মহুয়ার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি সংসদীয় এবং বিচারবিভাগীয় পরিসরে আরও গভীর তদন্ত ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। বিদ্বজ্জনেদের দাবি, মহুয়া দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত এবং প্রভাবশালী বণিকমহলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের তরফে মহুয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার নেপথ্যে অন্য দুরভিসন্ধি থাকার সম্ভাবনা নস্যাৎ করা যায় না।

রাজধানীতে ডাক্তার সেজে অস্ত্রোপচার

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : মেডিকেল সেন্টার খুলে বেশ চলছিল রোগী দেখা, অস্ত্রোপচার, গর্ভপাত সহ নানা জটিল চিকিৎসা। কিন্তু গোল বাধল দুই রোগীর অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যু ঘটায়। ডাক্তার সেজে ভুল চিকিৎসা এবং রোগী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সেন্টারের এক চিকিৎসক সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত অক্টোবরে মেডিকেল সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছিল।

দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাসে বেআইনি মেডিকেল সেন্টার খুলে রোগী দেখা, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করছিলেন নীরজ আগরওয়াল ও তাঁর সঙ্গীরা। আগরওয়াল মেডিকেল সেন্টারের মালিক নীরজকে রোগী দেখা ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেন তাঁর স্ত্রী পূজা, প্রাক্তন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান মহেন্দ্র সিং এবং যশপ্রীত সিং।

মেডিকেল সেন্টারে মৃত দুই রোগীর সহকারীদের অভিযোগ, আগরওয়াল এবং তাঁর সঙ্গীরা নিজেদের ডাক্তার বলে পরিচয় দিতেন রোগীদের কাছে। রোগী দেখা থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সব অস্ত্রোপচারও করতেন তাঁরা। ওই মেডিকেল সেন্টারে রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও চিকিৎসাবিধি বা নির্দেশিকা মানা হত না। একমাত্র নীরজ আগরওয়ালের ডাক্তারি ডিগ্রি থাকলেও শল্যচিকিৎসার কোনও ডিগ্রি তাঁর ছিল না। তিনি নিজের ও সঙ্গীদের নামে ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করে বেআইনিভাবে সেন্টার চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ।

রোগীর মৃত্যুর পর ধৃত ৪

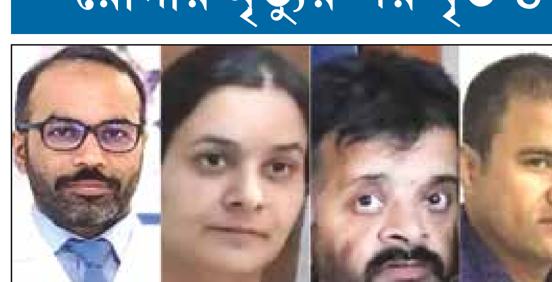

১০ অক্টোবর নীরজ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গ্রেটার কৈলাস থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ, আগরওয়াল মেডিকেল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত নীরজ ও অন্যান্যদের গাফিলতি ও ভুল চিকিৎসায় তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর নীরজদের সেন্টারে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর চিকিৎসা করাতে। তাঁর স্বামীর পিত্তথলিতে পাথর সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। তথাকথিত অস্ত্রোপচারের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন মহিলার স্বামী। সেই অবস্থায় সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা।

দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চন্দন চৌধুরি জানিয়েছেন, মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে মেডিকেল সেন্টারে গিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তদন্তে জানা যায়, রোগীর মৃত্যু ওই সেন্টারে নতুন ব্যাপার নয়। ২০১৬ সালেই আগরওয়াল সেন্টার এবং নীরজ ও তাঁর স্ত্রী পূজার বিরুদ্ধে মেডিকেল কাউন্সিলে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে এক নাবালকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ওই সেন্টারে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ৪০০-র বেশি প্রেসক্রিপশন, ভুয়ো রোগনির্ণয় রিপোর্ট, বেআইনি ওষুধ, অস্ত্রোপচারের সাজসরঞ্জাম, ৪৭টি ব্যাংকের চেকবুক, পাসবুক এবং এটিএম কার্ড উদ্ধার করা হয়। এরপরই হেপাজতে নেওয়া হয় অভিযুক্ত চারজনকে।

ভরদুপুরে একাকী... জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। বৃহস্পতিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

চুংথাংয়ে বেইলি ব্রিজে যান চলাচল শুরু

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সেতুতে উত্তর সিকিম স্বপ্ন দেখছে। সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের যৌথ প্রচেষ্টায় চুংথাংয়ে বেইলি ব্রিজ তৈরির পর বৃহস্পতিবার তা দিয়ে যান চলাচল শুরু হতেই ফের পর্যটকদের পা পড়তে লাচেন থেকে লাচুং বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এদিন সেতুটির উদ্বোধন করার পর সিকিমের সেতু ও সড়কমন্ত্রী সানডুপ লেপচা পর্যটন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সেনাবাহিনীর সাহায্যে পুনর্গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছি। পাশাপাশি, সরকার পর্যটন নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে।' গত ৩ অক্টোবর মধ্যরাতে সাউথ লোনাক লেকের বিপর্যয়ে তিস্তা ত্রাস হয়ে ওঠে। উত্তর সিকিম বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

চুংথাংয়ের ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যান বেইলি ব্রিজটি চালু করা হল। বৃহস্পতিবার।

জলের তোড়ে একাধিক রাস্তা ও সেতু উড়ে যায়। একের পর এক জনপদ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সিকিমের প্রাণভোমরাই পর্যটন। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত সিকিমে পর্যটন খাদের গর্তে চলে গিয়েছিল। পুনর্গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে চললেও উত্তর সিকিম এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি। একাধিক রাস্তা বিচ্ছিন্ন থাকায় লাচেন, লাচুং, মংগন সহ উত্তর সিকিমে এখনও পর্যটকদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু যেভাবে সেতু এবং নির্মাণের কাজ করছে সেনাবাহিনী, তাতে উত্তর সিকিম নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগেই সেনাবাহিনী জংগুতে একটি বেইলি ব্রিজ তৈরি করেছিল। বৃহস্পতিবার চুংথাংয়ের ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সিঙ্গেল স্প্যান বেইলি ব্রিজটি চালু করে দেওয়া হয়। ফলে মংগন থেকে সাঙ্গালাং, পেডং হয়ে চুংথাং যাওয়া সহজ হল। এতদিন মংগন থেকে চুংথাং নাগা ও টুং হয়ে যেতে হত। চুংথাংয়ের সেতুটি চালু হওয়ায় লাচুংয়েও যাওয়া কিছুটা সহজ হল। তবে লাচেনের পথ বন্ধই থাকছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের জনসংযোগ আধিকারিক মহেন্দ্র রাওয়াত জানান। সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন যৌথভাবে চুংথাংয়ের সেতুটি নির্মাণ করেছে বলে তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

এদিকে, চুংথাংয়ের সেতু চালু হওয়ায় উত্তর সিকিম পর্যটন নিয়ে আশার আলো দেখছে। এখানকার পর্যটন ব্যবসায়ী সন্দীপ রাই বলেন, 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পুজো এবং শীতকালীন পর্যটন চরম ধাক্কা খেয়েছে। যেভাবে পুনর্গঠনের কাজ চলছে, তাতে নতুন বছর নিয়ে কিছুটা আশা করা যায়।' লাচেনের হোটেল ব্যবসায়ী প্রদীপ লামা বলেন, 'যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে সরকারও পর্যটকদের আসার ক্ষেত্রে অনুমতি দেবে। আমরা ওই দিকেই তাকিয়ে রয়েছি।'

> সেনাবাহিনীর সাহায্যে পুনর্গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছি। পাশাপাশি, সরকার পর্যটন নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে।
>
> *সানডুপ লেপচা*
> *সিকিমের সেতু ও সড়কমন্ত্রী*

পুজোর পরেও চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি

মহিলাকে রাস্তায় ফেলে মারধর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : চাঁদার জুলুমবাজিকে কেন্দ্র করে এক মহিলা পথ ব্যবসায়ীকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ শহরের নেতাজিপল্লির বিগ বাজেটের পুজো কমিটি বিপিএসের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে। তৃণমূল প্রভাবিত এই ক্লাবের সদস্য বিশু সরকারের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক এক মহিলা দোকানদারকে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এনিয়ে ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ থানায় ওই যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

বিপিএস ক্লাবের বাইরে চাউমিন ও এগরোলের দোকান দিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা নরেশ সাহানি ও ফুলমণি সাহানি। ক্লাবের চুক্তিমতো এক হাজার টাকা চাঁদা গত ১৪ নভেম্বর মিটিয়েও দেন তাঁরা। কিন্তু তারপরও গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মদ্যপ অবস্থায় বিশু সরকার সহ কয়েকজন ক্লাব সদস্য সাহানি দম্পতির কাছে ফের এক হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় তারা নরেশ সাহানিকে মারধর শুরু করলে স্ত্রী ফুলমণি সাহানি স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। তখনই ওই যুবকরা ফুলমণিদেবীকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। তাঁকে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে দাবি করেছেন ছেলে অবিনাশ সাহানি। গুরুতর জখম ওই দুজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

বহুজাতিক সংস্থার গেট আটকে বিক্ষোভ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৬ নভেম্বর : পানীয় জল, বেহাল রাস্তা সংস্কার, পারাপারের সেতু সহ নানা দাবিতে বিক্ষোভের কথা সবারই জানা। কিন্তু চাঁদার দাবিতে আন্দোলন, তাও আবার প্রতিষ্ঠানের গেট আটকে এমন কথা সচরাচর শোনা যায় না। বৃহস্পতিবার এমন ঘটনার সাক্ষী রইল দিনহাটা। চাঁদা না পেয়ে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা দলবেঁধে একটি বহুজাতিক সংস্থার বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে টানা চার ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখালেন। তার জেরে দিনের একটা বড় সময় বিক্রি বন্ধ থাকল প্রতিষ্ঠানটির। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়েছে শহরে।

দুর্গাপুজোর পাট চুকে গিয়েছে। কালীপুজোর পর্বও শেষ। ছটপুজোর বাজনা বাজতে শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই হঠাৎ কেন দুর্গাপুজোর চাঁদার দাবি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা অবশ্য কাটেনি। শহরে ওই বহুজাতিক সংস্থার বিক্রয়কেন্দ্র খোলার আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, ছোট শহরে বহুজাতিক সংস্থার বিক্রয়কেন্দ্র খোলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। উদ্বোধনের পর বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভও দেখিয়েছিলেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। দুর্গাপুজোর চাঁদাকে হাতিয়ার করে আদতে পুরোনো রাগ মেটানো হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

যদিও পুজো কমিটি বা দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি কোনও পক্ষই ঘটনার সঙ্গে পুরোনো ব্যবসায়িক রেষারেষি বা দ্বন্দ্বের কথা মানতে রাজি হননি। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর বক্তব্য, 'পুজোয় শহরের ছোট-বড় সব ব্যবসায়ী চাঁদা দিয়ে সহযোগিতা করেন। বহুজাতিক সংস্থাগুলির উচিত আলোচনার মাধ্যমে চাঁদার বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারত। সেটাও করেনি। ঘটনায় কোনও ব্যবসায়িক অভিসন্ধি নেই।' দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটির নেতা বিশু ধরের কথা, 'চাঁদা নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি সমন্বয় কমিটিকে চাঁদা দেবে। সেই চাঁদা সব কমিটি ভাগাভাগি করে নেবে। পুজোর আগে এমনটাই আলোচনা হয়েছিল। অন্য সংস্থা চাঁদা দিলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি চাঁদাই দেয়নি। যার ফলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও অভিসন্ধি নেই। অযথা অন্য রং লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

এদিন সকাল দশটা থেকে দিনহাটা দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটির নামে শহরের পাঁচ মাথার মোড়ে অবস্থিত বহুজাতিক সংস্থার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, পুজো মিটে গেলেও এখনও পর্যন্ত সংস্থাটি চাঁদা দেয়নি। তাই সমস্ত পুজো কমিটির সদস্যরা মিলে অবস্থানে বসেছেন। শহরের অন্য ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রতিটি পুজো কমিটি আলাদাভাবে চাঁদা আদায় করলেও হাতেগোনা কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থার ক্ষেত্রে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে। কেন দুই রকম পদ্ধতিতে চাঁদা আদায় তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যাও মেলেনি।

প্রকাশ্যে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামনে চাঁদার দাবিতে আন্দোলন হলে সার্বিকভাবে লগ্নিকারীদের কাছে কী বার্তা যাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে শহরজুড়েই। দিনহাটা শহর হয়ে গিতালদহের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আবার বাণিজ্য চালুর দাবিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল থেকে দাবিপত্র গিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রে। ফলে সম্ভাবনাময় বাণিজ্যকেন্দ্রের তালিকায় দিনহাটার নামও আছে। এই ধরনের এলাকায় সমসময়ই নজর থাকে বহুজাতিক সংস্থার লগ্নিকারীদের। এদিনের আন্দোলনে সার্বিকভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাতে পারে বলেও মনে করছেন একাধিক বহুজাতিক সংস্থার কর্তারা।

যদিও আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্যে বিশেষ কিছুই বলতে চাননি বহুজাতিক সংস্থার আউটলেটের দিনহাটা শাখার ম্যানেজার রাজীব ধর। তাঁর কথায়, 'আমাদের এবিষয়ে কিছুই করার নেই। সবটাই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছি। তাঁরাই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবেন।' এদিন বেলা দুটো নাগাদ দিনহাটা থানার আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে আন্দোলন উঠে যায়। তবে পুজো কমিটির সদস্যদের অনেকেই চাঁদা না পেলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

> **দিনহাটায় শোরগোল**
>
> - দুর্গাপুজোর চাঁদা আদায়ে ক্লাবগুলির সমন্বয় কমিটি তৈরি হয়েছে দিনহাটায়
> - বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে এই কমিটি চাঁদা নিয়ে ক্লাবগুলিকে ভাগ করে দেবে
> - বহুজাতিক সংস্থা দিনহাটায় শাখা খোলার পর থেকে একাধিকবার বিক্ষোভের মুখে পড়েছে
> - ব্যবসায়ীরাও তাঁদের ব্যবসা নষ্ট হওয়ার অভিযোগে সংস্থার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন

ফের দখল

প্রথম পাতার পর

পুনরায় জমির চারদিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘিরে টিনের শেড গড়ে তোলা হয়েছে।

এত কিছু যে হচ্ছে, তা কি এলাকার জনপ্রতিনিধিরা জানেন না? স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা বিজেপির শেফালি সিংহের কথায়, 'সরকারি বোর্ড ভেঙে ফের জমি দখল শুরু করেছে মাফিয়ারা। কেউ কোনও ব্যবস্থা নিতে চাইছে না।' নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ বলেন, 'ওই জমি তো উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দেখভালের দায়িত্বে ছিল নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত।' এদিকে যাঁর দেখভালের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন আনন্দ, সেই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর দাবি, তিনি এসব ঘটনা জানেনেই না। খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

তবে এলাকার বাসিন্দারা কিন্তু সবকিছুই দেখছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ মুন্ডার কথায়, 'নোটিশ বোর্ড লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যে সেটি উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবন তৈরি হবে। কিন্তু জমি মাফিয়ারা নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে নারাজ।' স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, সরকারি নালাটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে কৃষিকাজে সমস্যা হচ্ছে। তাহলে কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? নাম প্রকাশ না করার শর্তে সকলেই একবাক্যে বলছেন, মাফিয়ারা তো সবাইকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই কেউ প্রতিবাদ করছে না।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৭.০	২২.০
শিলিগুড়ি	৩২.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	১৪.০
কোচবিহার	৩০.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৫.০
মালদা	৩০.০	১৯.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৭.০
গ্যাংটক	২২.০	১০.০

পিটিয়ে খুন

কিশনগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : ডাইন সন্দেহে বুধবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে শালকী আদিবাসী টোলার বাসিন্দারা বুড্ডু ওরাওঁ (৪০) নামে একজনকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে বলে আইসি সুমনকুমার সিং জানিয়েছেন।

মৃতের মেয়ে যোগনি ওরাওঁ বলেন, 'বাবা ভূত পোষেন বলে অভিযোগ করে দু'দিন আগে বাসিন্দারা বাবাকে প্রচণ্ড মারধর করে। তাঁর বিরুদ্ধে তুকতাক করার মতো ভিত্তিহীন অভিযোগও রয়েছে। পুলিশ তড়িঘড়ি বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। বুধবার বিকেলে বাবা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু তাঁর সেই ফেরাই যে শেষ ফেরা হবে তা বাবা কল্পনাও করেননি।

পারদ চড়ছে

প্রথম পাতার পর

মনে তো ভয় ছিলই। তাছাড়া পুজোর মরশুম থাকায় সবাই ব্যবসা নিয়েও একটু ব্যস্ত ছিলাম। এবার সাজাব।' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কী হবে না হবে ভেবে মনের মধ্যে লুকোনো আশঙ্কা নিয়েই জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর আয়োজন করেছিল শহরের বিভিন্ন ক্লাব। তবে এবারে তো ফাইনাল। তাই প্রস্তুতি আরও বড় হওয়া প্রয়োজন। সুব্রত সংঘের সভাপতি ভাস্কর বিশ্বাস বলছিলেন, 'ক্লাবের সামনের রাস্তাটাও আমরা জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনা নিচ্ছি। ক্লাবে ওইদিন সকাল থেকেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জায়েন্ট স্ক্রিন তো থাকছেই।'

শহরের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, পাবও রবিবাসরীয় ফাইনালের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে ব্যস্ত। সেবক রোডের এক রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার প্রিয়াংশু শর্মা বলছিলেন, 'আমরা চিন্তাভাবনা করছি, গোটা রেস্টুরেন্টটাই ভারতীয় দলের ক্রিকেটার ও জাতীয় পতাকায় সাজিয়ে রাখব।' শহরের অদূরে মাটিগাড়ার এক পাবের ম্যানেজার অঙ্কিত থাপা তো বলেই দিলেন, 'ওইদিন সন্ধ্যা থেকে আমাদের এখানে শুধুই চাক দে ইন্ডিয়া, লেহেরা দো-র মতো গান চলবে।'

এসব কিছুর মধ্যেই আবার ২০০৩ সালের ফাইনালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল খেলার সামগ্রীর ব্যবসায়ী অসীম কর্মকারের। কুড়ি বছরের আগের সেই সময়টায় ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। 'এখনও মনে রয়েছে, সেবার ফাইনাল শুরুর আগে শুধু এক ঘণ্টাতেই আমার দোকান থেকে ২০০টা জার্সি বিক্রি হয়েছিল।' বললেন তিনি।

আর এসবের মধ্যেই কারিগরদের দিয়ে বাড়তি পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত কাপড় ব্যবসায়ী বিকাশ সরকার। দোকানে আসা কয়েকজন যুবককে পতাকা দেখানোর মধ্যেই বলে দিলেন, '১৫ অগাস্টেই আমরা সারা বছরের জন্য বেশি করে পতাকা বানিয়ে রাখি। তবে এবারে পরিস্থিতি আলাদা। তাই রবিবারের জন্য বাড়তি শ'দুয়েক পতাকা তৈরি করছি।' জার্সি গায়ে, তেরঙা জড়িয়ে, জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে বসার অপেক্ষায় শিলিগুড়ি।

সবুজ ইডেনে সেই হলুদের জয়ধ্বনি

প্রথম পাতার পর

২১২-র বৈতরণি পার। চাপের মুখে শেষদিকে লক্ষ্যে অবিচল থাকলেন প্যাট কামিন্স (১৪), মিচেল স্টার্করাও (১৬)। ৪৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কামিন্সের বাউন্ডারির পর ইডেনে অজি বিজয়োৎসব। জোড়া হারে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আতঙ্ক সরিয়ে টানা অষ্টম জয়ের ফাইনালের টিকিট।

অথচ, ম্যাচের রং যেভাবে বারবার বদলেছে, ফলাফল অন্যরকম হলেও কিছু বলার ছিল না। যদিও হার-জিতের মধ্যে এদিনের সূক্ষ্ম ব্যবধানে আটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভাগ্য বদলের প্রচেষ্টা। ল্যান্স ক্লুজনার, অ্যালান ডোনাল্ডদের মতোই ট্র্যাজিক নায়ক হয়েই ফিরতে হল ডেভিড মিলার, কুইন্টন ডি ককদের।

আজ ম্যাচ শুরুর আগেই অদ্ভুত ককটেল। শুকনো ন্যাড়া পিচে স্পিনের হাতছানি। গতকাল থেকেই মেঘলা আকাশে আবার নতুন বলে বাড়তি সুইংয়ের পূর্বাভাস। ফলে সিদ্ধান্তের দোটানা। টসে জিতে ব্যাটিংকেই বেছে নেন টেম্বা বাভুমা। কামিন্সও জানান, তিনিও একই পথে হাঁটতেন। প্রথম পাওয়ার প্লে শেষে অবশ্য 'টসে হার শাপে বর' অজিদের জন্য। মেঘলা আবহাওয়ায় মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডের যুগলবন্দি।

নক আউটে দক্ষিণ আফ্রিকার ঠকঠকানির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। চলতি বিশ্বযুদ্ধে প্রোটিয়াদের মূল শক্তি তাদের পাওয়ার-প্যাক ব্যাটিং। নেতৃত্বে ডি কক। স্টার্কদের সামনে সেই 'জোশ' এদিন উধাও। শুরুটা বাভুমার আরও এক ব্যর্থতা দিয়ে। 'নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন' কটাক্ষে ইন্ধন জুগিয়ে প্রথম ওভারেই সাজঘরে প্রোটিয়া দলপতি। ঠকে যান বাঁহাতি স্টার্কের তৈরি অ্যাঙ্গেলে।

গতকাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তৃতীয় বিশ্বজয়ের স্বপ্ন উসকে দেন রোহিত শর্মারা। খেতাবি যুদ্ধে প্রতিপক্ষ কে, সেই উত্তরের খোঁজে গঙ্গাপাড়ের ইডেনে মুখোমুখি অতিথি দুই দল। আর যাদের নিয়েই বৃষ্টির ভ্রূকুটির মাঝেই প্রায় ভরা ইডেনে উৎসবের মেজাজ। সমর্থনের পাল্লা দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে বেশি হলেও অজিদের সাফল্যেও করতালিতে বারবার মুখরিত হল নন্দনকানন।

সেয়ানে সেয়ানে টক্করের স্ক্রিপ্ট যদিও শুরুতে ঘেঁটে দেন স্টার্করা। বলটাকে ঠিকঠাক জায়গায় রেখে হালকা মুভমেন্ট আর তাতেই কেঁপে যায় প্রোটিয়া টপ অর্ডার। বাভুমার পর ব্যর্থতার লাইনে একে একে কুইন্টন ডি কক (৩), রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (৪), আইডেন মার্করাম (১০)। ফের হ্যাজেলউডের শিকার ডি কক। লং অনে অনেকটা দৌড়ে দর্শনীয় ক্যাচ কামিন্সের।

১১.৫ ওভারেই ২৪/৪। ভারত-ম্যাচে ইডেনে ৮৩ রানে অলআউটের আতঙ্ক প্রোটিয়া শিবিরে। হ্যাজেলউড (৬-১-১২-২), স্টার্কের (৭-১-১৮-২) প্রথম স্পেলের সঙ্গে অজিদের সংঘবদ্ধ ফিল্ডিং-কার্যত চক্রব্যূহ তৈরি করে। প্রথম বাউন্ডারি নবম ওভারে! প্রথম পাওয়ার প্লে-তে ১০ ওভারে ১৮/২। প্রোটিয়াদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে এরচেয়ে খারাপ পাওয়ার প্লে-র রেকর্ড রয়েছে শুধু ২০০৭ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১২/২)।

১৪ ওভারে ৪৪/৪ অবস্থায় ইডেনের ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ খেলা বন্ধ। যা কিছুটা হলেও চাপ রিলিজ করে দেয় প্রোটিয়া শিবিরে। বৃষ্টি-পরবর্তী সময়ে হেনরিচ ক্লাসেন-ডেভিড মিলারের পালটা জবাব। অ্যাডাম জাম্পাকে জোড়া ছক্কায় চাপ কমানোর প্রয়াসে সফলও হন কিলার মিলার। তাল ঠোকেন ক্লাসেনও। নিটফল, ৯৫ রানের যুগলবন্দিতে ধীরে ধীরে লড়াইয়ে ফেরা।

কিন্তু অনিয়মিত স্পিনার ট্রাভিস হেডকে আক্রমণে আনার কামিন্সের মাস্টারস্ট্রোকে ফের সমীকরণ বদল। পরপর দুই বলে সাজঘরে বিপজ্জনক ক্লাসেন (৪৭) ও মার্কো জানসেন (০)। ১১৮/৪ থেকে ১১৯/৬। বাকি সময়ে প্রোটিয়ার লড়াই বলতে মিলারের একক প্রদর্শনী। বরাবরের ক্রাইসিসম্যান। আজ ইডেনে আরও একবার। যাঁর কাঁধে ভর দিয়ে ২০ ওভারে ২৪/৪-এ ধুঁকতে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ২১২ স্কোরে।

মিলারের একারই ১০১। ১১৬ বলের ইনিংসে ৮টি চার ও ৫টি ছক্কা, টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে ব্যতিক্রমী ছবি। ব্যতিক্রম স্টার্ক (৩৪/৩), হ্যাজেলউড (১২/২), কামিন্সদের (৫১/৩) সাফল্যের পাশে অ্যাডাম জাম্পার (৫৫/০) উইকেটহীন থাকাও। ধুঁকতে থাকা দলকে রসদ জোগানোর তৃপ্তি মিলারের কথায়। ইনিংস ব্রেকে বলেন, 'শুরুতে পরপর উইকেট হারিয়ে ব্যাকফুটে চলে যায় দল। দরকার ছিল ভালো জুটির। ক্লাসেন ও কোয়েৎজের সঙ্গে সেই চেষ্টা কিছুটা সফল।'

২১২-র পুঁজি নিয়েই জয়ের জন্য ঝাঁপানোর ডাকও দিলেন। বলটা ঠিকঠাক জায়গায় রাখো, বাতলে দিলেন পথও। মহারাজ, শামসিরা আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও ট্র্যাজিক নায়ক হয়েই ফিরতে হল মিলারদের।

চলন্ত ট্রেনও চোখ টানছে না কৃষকদের। একমনে চলছে ধান কাটার কাজ। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

৩ হাজার কোটি বাড়তি খরচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে

প্রথম পাতার পর

তা কেন হল আবেদনকারীকে জানিয়ে দিয়ে তাঁকে নতুন করে আবেদন করার পরামর্শ দিতে হবে। কাজেই আগামী চার মাসে আরও আবেদন জমা পড়বে বলে ধরেই নিয়েছে অর্থ দপ্তর।

সরকারের বর্তমান যা আর্থিক পরিস্থিতি, তাতে এই ভাতা কতদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেক পদস্থ কর্তা। কিন্তু ভোট বড় বালাই। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য রাজ্যের মহিলা ভোটারদের সিংহভাগের সমর্থন তৃণমূলের পক্ষে এসেছে। তাই এই প্রকল্পে কোনও অর্থের খামতি হোক, তা চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী। বরং আরও বেশি সংখ্যক উপভোক্তাকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্যই সারা বছর ধরে এই প্রকল্পের আবেদনপত্র নেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ও তাঁদের হাতে প্রতি মাসে কিছু টাকা তুলে দিতে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০২১ সালে সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে এই প্রকল্প চালু হয়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে এই প্রকল্প অত্যন্ত জনপ্রিয়। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে বঞ্চনা করলেও রাজ্যের চালু প্রকল্প তাতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। সকলেই এই প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময়েই টাকা পাবেন।' কী করে এই টাকা দেওয়া হবে, সেবিষয়ে অবশ্য কারও কাছেই উত্তর নেই।

অর্থ দপ্তরের কর্তারা বলেছেন, এই প্রকল্প চালিয়ে যেতে গেলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র আরও বাড়াতে হবে। ভারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছাড়া সেই ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে রাজ্যে ভারী শিল্প আসার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে সেই ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই রাজস্বও কবে থেকে আসা শুরু হবে, তা নিয়েও উদ্বেগে রয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও জিএসটি বাবদ ১ লক্ষ কোটি টাকার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাওনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এই টাকা অবিলম্বে পেলে অর্থ দপ্তর কিছুটা অক্সিজেন পেত। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই টাকা মিলবে কিনা, তা নিয়েও নিশ্চয়তা নেই।

স্বপ্ন চোখে টিম ইন্ডিয়া

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে দলের উইকেটকিপারের ভূমিকাতেও সমানভাবে ভরসা দিচ্ছেন লোকেশ রাহুল। কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার, ডেভিড বেকহ্যামদের সামনে এমন মায়াবী রাত উপহার দেওয়ার পর আজ সন্ধ্যায় মুম্বই থেকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে আহমেদাবাদ পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। বিমানবন্দরে পুরো দলকে একসঙ্গে দেখে একটাই কথা মনে হল, সাফল্যের স্বাদ বড়ই মায়াবী। দলের বড়দা হিসেবে সবার প্রথমে সন্ধ্যায় বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসার পর টিম বাসে ওঠার আগে তাঁর স্ত্রী, কন্যাকে আলাদা গাড়িতে তুলে দিলেন। পরে নিজে উঠলেন টিম বাসে। গতকাল রাতে ওয়াংখেড়েতে নিউজিল্যান্ডের দখল নেওয়ার পর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন বিরাট।

আজ বিকেলে মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্টের ট্রাইডেন্ট হোটেল থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে টিম বাসে চড়েন তিনি। পরে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে নামার পর তিনি যখন টিম বাসে উঠলেন, দূর থেকে বিরাট বিরাট বলে যে পরিমাণ ধ্বনি উঠল, শুনে মনে হল ভারত বিশ্বকাপ জিতে গিয়েছে। গতকাল রাতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেওয়ার পর রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের ওপেনার শুভমান দলের অন্দরের ফুরফুরে মেজাজটাই তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, 'দল হিসেবে একটা করে ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলেছি আমরা। সেই লক্ষ্যপূরণে এখন বাকি আর একটি ম্যাচ।' রবিবার সেই মহারণে ভারতের সামনে পড়তে চলেছে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। চেন্নাইয়ে যাদের হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে সেই অজিদের পারফরমেন্সের দিকেও আজ নজর ছিল ভারতীয় দলের। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার কিছু পরে আহমেদাবাদের আইটিসি নর্মদা হোটেলে প্রবেশের পর ইডেনে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের দিকেও নজর ছিল ভারতীয় দলের।

এমন ফুরফুরে, বিন্দাস পরিবেশের মধ্যে মহম্মদ সামিকে নিয়ে চলছে উন্মাদনা। ৬ ম্যাচে ২৩ উইকেট নিয়ে সামি ইতিমধ্যেই দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন। এহেন সামি ম্যাচের পাশে বল হাতে ভারতীয় দলের অনুশীলনও কতটা ভয়ংকর, সেই কাহিনী শুনিয়েছেন ওপেনার শুভমান। তাঁর কথায়, 'সামিভাই দুর্দান্ত বোলার। অনুশীলনের সময়ও ওর বল খেলা সহজ নয়। তাছাড়া বিশ্বকাপের আসরে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে সামি।' একা সামি নয়, পুরো ভারতীয় দলও রয়েছে স্বপ্নের ছন্দে। যে ছন্দ শুধুই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখায়। এগিয়ে চলার রসদ জোগায়।

আর অবশ্যই, দুনিয়ার দরবারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়।

জয় বাবা প্রচারসর্বস্বনাথের জয়

প্রথম পাতার পর

বেকহ্যাম-শচীনের মাঝে বসার পাশাপাশি রজনীকান্তকে পাশে বসিয়েও খেলা দেখেছেন জয়বাবা। এঁদেরই বলা হয় অকুতোভয়।

এত কিছু বলার পরেও বলতে হবে, এধরনের গ্যাদগেঁদে প্রচারসর্বস্বতায় জয় বা বাবুনই শুধু একা নন। প্রচারকে কাজে লাগানোয় মাস্টার অনেকেই। পাড়ায়, আবাসনে, গ্রামে, মফসসলে, শহরে, মহানগরে অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ওই তিনটি গুণের অধিকারী। এঁরা রাজনীতিতে রয়েছেন, রয়েছেন সাহিত্যেও। এঁরা সিনেমায় রয়েছেন, সংস্কৃতিতেও। ক্রিকেটেও রয়েছেন, রয়েছেন অন্য খেলাতেও। শুধু বাংলা নয়, দেশের সর্বত্র এঁরা বিরাজমান। এবং এঁদেরই আজকাল জয়ধ্বনি।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নন, বাস্তবে আসল দাদাগিরি দেখিয়ে চলেছেন এঁরাই। অধিকাংশ বাংলা টিভি চ্যানেল রাজনীতির কচকচিতেই বেশি আগ্রহী। রাজনীতির দাদা-ভাইদের তাই প্রচার পাওয়ার সুবিধে। যে কোনও সাধারণ মেধার লোক অনেক বেশি ফুটেজ পেয়ে যান, যা পাওয়ার যোগ্য নন।

কেন এভাবে নিজেদের প্রচারে আনার চেষ্টা? সমাজতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস, প্রবল আমিত্বই এখানে দায়ী। এই বোধ ভয়ংকর। আমাকে তুলে ধরার ভাবনাই সব সময় ঘুরবে মাথায়। ভাবনা ঘুরবে, কী করে জনতার আলোচনায় থেকে যাওয়া যায়। বর্তমানই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যৎ নয়। ফলে তাঁরা ভাববেন তাঁর আমলে স্বল্পকালীন সাফল্যের কথা। কোনও দূরদৃষ্টি থাকবে না। আমাকে তুলে ধরার দায়িত্ব দিয়ে যাব কাছের কিছু লোককে। ঘনিষ্ঠ বলয় তৈরি করে। আরও কঠোর করে বললে, লবিবাজি করে। আরও একটা কথা। এই ধরনের লোকেরা হতে চাইবেন পাওয়ার ব্রোকারও।

কানপুরের ছেলে রাজীব শুক্লাকেই ধরুন না। সাংবাদিক ছিলেন প্রথমে। তারপর রাজনীতিতে। উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় দল অখিল ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি ঘুরে কংগ্রেসে। অথচ সব পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। ক্রিকেটে সবাই ক্ষমতাচ্যুত হন, অথচ রাজীব ঠিক বড় থেকে যান। ছত্তিশগড় থেকে রাজ্যসভায় আসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। অরুণ শৌরি, এমজে আকবররা রাজনীতিতে এসে বাধ্য হন আড়ালে চলে যেতে। রাজীব যথাপূর্বং, তথাপুরম। ঠিক অমর সিং যেমন ছিলেন। তাঁর মুঠোয় ছিলেন অনেক নামী সুপারস্টার।

মোদি বা শা'র মতো জয়ও প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন না অপ্রিয় প্রশ্নের ভয়ে। টুইটার মানে এক্সকেই ব্যবহার করে থাকেন প্রচারযন্ত্র হিসেবে। মোদির বিরুদ্ধে যেমন সর্বভারতীয় পর্যায়ে সমালোচনা হয় না, ক্রিকেটেও তেমন প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটার কড়া কথা বলেন না। নরমে-গরমে ভাইদের মাধ্যমে সেটা নিশ্চিত করে ফেলেছেন জয়বাবু। সমালোচনা করলেই ভোকাট্টা। ক্রিকেট মাঠে, ক্রিকেট সম্প্রচারে যাতে কেউ ভিড়তে না পারেন, তার মসৃণ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রাজনীতি এবং ক্রিকেট এখানে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। অমিত শা'র জোরে এখন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ ও ধ্বংস করছেন জয়, শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি অর্জুন রণতুঙ্গার বিস্ফোরক মন্তব্য নিশ্চয়ই ভোলেননি।

জয় বাবা প্রচারসর্বস্বতাকে রসেবশে তুষ্ট রাখার দায় ক্রিকেট মহলের থাকতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়ার অকুতোভয় ব্রিগেডের নেই। তাই ওয়াংখেড়েতে জয়বাবার বেকহ্যাম-শচীনের মাঝে বসার ছবিটি নিয়ে ট্রোল হয়েছে অনেক। তৈরি হয়েছে বহু বুদ্ধিদীপ্ত মিম। তাতে অবশ্য জয়বাবার এসে যাবে না কিছু। রবিবারের ফাইনালে তিনি আবির্ভূত হবেন পাশে কোনও নতুন মেগাস্টারকে নিয়ে। এমনভাবে ঘুরবেন, মনে হবে, বিশ্বকাপটার আয়োজক আসলে ভারতীয় বোর্ড। আইসিসি নয়। ভারত বিশ্বকাপ জিতলে দেখবেন প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বলা হবে, এটা জয় শা'রও জয়। এত ভালো সংগঠন অতীতে কোনও বিশ্বকাপ আয়োজক করে দেখাননি। পাক সমর্থক, পাক সাংবাদিকদের ভিসা না দেওয়ার মতো অত্যন্ত অন্যায় কাজটা যেমন আড়ালে চলে গিয়েছে। তাতে অবশ্য ভক্তরা খুশিই।

জয়ধ্বনি দিন আপনারা! জয় বাবা প্রচারসর্বস্বনাথের জয়!

শেষ দিনেও বড়োমাকে দেখতে দর্শনার্থীর ভিড়। বৃহস্পতিবার। নিউপালপাড়া মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবে।

মোটা টাকায় ছটঘাট বিক্রি

পরিবেশ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে মহানন্দার বুকে কৃত্রিম ঘাট

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : গতবারের বিতর্কের পরেও বদলাল না ছবি। এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন লালমোহন মৌলিক ঘাটে এবারেও গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশকে উপেক্ষা করে নদীর মধ্যেই ঘাট তৈরির জন্য বাঁধা হল একের পর এক খুঁটি। যাকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কিন্তু পিঠ বাঁচাতে গোটা বিষয়টা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে লালমোহন মৌলিক ঘাটের ছটপুজো কমিটি। কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক মণীশ বারির বক্তব্য, 'নদী কিংবা ঘাটের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যারা করছে তারা স্থানীয় লোক। তাদের কিছু বলতে গেলে পালটা ঝামেলা করতে আসে।' গোটা বিষয়টাই পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে দাবি করছে ওই কমিটি।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির পোড়াঝাড়ে ১০০০ টাকা এবং ৫০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে ঘাট। ১০০০ টাকায় ২৪০টি এবং ৫০০ টাকায় আরও ২০০টি ঘাট বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পোড়াঝাড়ে স্থানীয় তৃণমূল পার্টি অফিসের কাছেই ওই কুপন বিলি করা হয়েছে। ১০০০ টাকায় ভিআইপি কুপন এবং ৫০০ টাকায় সাধারণ কুপন। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ঘাট। আর সমস্ত টাকা যাচ্ছে স্থানীয় কিছু নেতার পকেটে। যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঘাট তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে এভাবে টাকা নেওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর যুক্তি, 'আমরা তো বলেছি এভাবে টাকা নেওয়া যাবে না। পুলিশ কমিশনারকেও জানিয়েছি। কিন্তু এরপরেও স্থানীয়রা টাকা তুললে কী করতে পারি।'

গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী, নদীর মধ্যে কোনওভাবেই বালির বস্তা ফেলে ঘাট করা যাবে না। যদিও গত কয়েক বছর ধরে যাবতীয় নির্দেশকে উপেক্ষা করে একশ্রেণির মানুষ মহানন্দা নদীর মধ্যেই কৃত্রিম ঘাট তৈরি করছে। গতবছর এব্যাপারে অভিযানে নেমেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। নদীর মধ্যে কৃত্রিম ঘাট তৈরির জন্য ফেলা বালির বস্তা পুরকর্মীরা কাটতে গেলে একদল যুবক তাঁদের ঘিরে ধরে।

পরিস্থিতি এমনই হয় যে ওই পুরকর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা। সিদ্ধান্ত হয়, কোনও ফুল, কলা গাছ ছাড়াই ওই কৃত্রিম ঘাটগুলোতে পুজো হবে। তবে এরপর এরকম ঘাট আর তৈরি করা হবে না।

যদিও এদিন দেখা গিয়েছে, নির্দিষ্ট ওই জায়গাগুলোতে ফের ঘাট তৈরির জন্য খুঁটি পোঁতা হয়েছে। এমনকি নদীর মাঝখানে থাকা চরগুলোর আশপাশেও নদীর গতিপথের মধ্যে খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মার অবশ্য বক্তব্য, 'আমরা চাই পুজো হোক। সেই সঙ্গে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকাও থাকুক। নদীর মধ্যে ফের যদি কৃত্রিম ছটঘাট তৈরি হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই পুলিশ প্রশাসন দেখবে।'

নদীর মধ্যে খুঁটি পুঁতে দখল করা হয়েছে জায়গা।

যেখানে অনিয়ম

- গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশকে উপেক্ষা করে নদীর মধ্যেই ঘাট তৈরির জন্য বাঁধা হল একের পর এক খুঁটি
- শিলিগুড়ির পোড়াঝাড়ে ১০০০ টাকা এবং ৫০০ টাকার বিনিময়ে ঘাট বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ
- ১০০০ টাকায় ২৪০টি এবং ৫০০ টাকায় আরও ২০০টি ঘাট বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ
- ঘাট বিলিতে ১০০০ টাকায় ভিআইপি কুপন, ৫০০ টাকায় সাধারণ কুপন দেওয়া হয়েছে

তবে শুধু শহর নয়, শহরতলিতেও ছটঘাট বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। মাটিগাড়া ব্লকের শিশুডাঙ্গি, পঞ্চনই, বালাসন, ধিমাল, মাগুরমারি সহ বেশ কয়েকটি ঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। এই সব এলাকায় টাকার বিনিময়ে ঘাট বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। ৫০০ থেকে ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ঘাটগুলি বিক্রি হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে এলাকা ভিজিটের পরেও কোনও লাভ হয়নি। স্থানীয় কিছু যুবক দাদাগিরি করে টাকা তোলে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায়ের বক্তব্য, 'আমার জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।' ওই এলাকার বাসিন্দা বিমল সাহুর বক্তব্য, 'টাকা দিতে পারিনি তাই এখনও ঘাট মেলেনি। জানি না কী হবে।' এর বাইরে, পার্বতীঘাট, চামটা সহ বিভিন্ন এলাকাতেই ঘাট বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, মাটিগাড়া বালাসন নদীর মাঝেই ছটপুজোর জন্য রোলার দিয়ে নদীর চরের মাটি সমান, শক্ত করা হচ্ছে। নদীর মাঝেই পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজ হচ্ছে জোরকদমে। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস জানান, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। নদীতে নামা-ওঠার রাস্তা, ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত করে দেবে। প্যান্ডেল, লাইট পুজো কমিটি করবে। পরিবেশ বিধি মাথায় রেখে নদীতে পুজো করতে হবে।

বড়োমার নিরঞ্জন করবে দমকল

নিবেদিতা দাস

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বড়োমার বিসর্জন দেখতে ইসলামপুর, মালবাজার থেকে এসেছিলেন ভক্তরা। বৃহস্পতিবার বড়োমার বিসর্জন ছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। তবে এদিন পুজোর ঘট এবং নানা সামগ্রী মহানন্দায় বিসর্জন দেওয়া হয়। আজ, শুক্রবার দমকল বিভাগের সাহায্যে ২১ ফুট উচ্চতার মায়ের মূর্তির নিরঞ্জন হবে বলে পুজো উদ্যক্তারা জানিয়েছেন।

এই প্রথমবার শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার নিউপালপাড়া মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবে দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম আকর্ষণ নৈহাটির বড়োমার আদলে মূর্তি। গত শনিবার পুজোর উদ্বোধনের পর চারদিন ধরে হয় মায়ের পুজো। যেখানে দূরদূরান্ত থেকে বড়োমার দর্শন করতে ছুটে আসেন ভক্তরা। তবে মায়ের মূর্তি ঢেকে এই নিরঞ্জন হবে। পুজো কমিটির সদস্য বিশাল দত্ত বলেন, 'বড়োমার পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকের আবেগ। তাই মায়ের মূর্তি চারপাশে ঢাকা দিয়েই নিরঞ্জন করা হবে।'

> “ বড়োমার পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকের আবেগ। তাই মায়ের মূর্তি চারপাশে ঢাকা দিয়েই নিরঞ্জন করা হবে।
>
> –বিশাল দত্ত
> *সদস্য, পুজো কমিটি*

৪৪তম বর্ষে মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের এই অভিনব উদ্যোগ দেখতে ইতিমধ্যে মালবাজার, কোচবিহার, ইসলামপুর, বিধাননগর থেকে ভক্তরা ভিড় করেছেন। এদিন পুজো উদ্যক্তারা জানান, শুক্রবার সকালে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে। নৈহাটি বড়োমার আশীর্বাদ প্রত্যেকেই নিতে চান। তাই শিলিগুড়িতে প্রথমবার বড়োমার আদলে মূর্তি তৈরির করেছেন তাঁরা। রথের দিনে মায়ের কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল এবং শুক্রবার নিরঞ্জন হবে। স্থানীয় মৃৎশিল্পী অধীর পাল ২১ ফুট উচ্চতার মায়ের মূর্তি তৈরি করেন। যা অলংকার পরিয়ে ২৫ ফুট উচ্চতা হয়েছে।

এদিন স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জু মিশ্র বলেন, 'নৈহাটির বড়োমা খুবই জাগ্রত। মায়ের কাছে কিছু চাইলে তা পূরণ হয়। তাই মায়ের শেষ দর্শন করতে এত ভিড় হয়েছে।' এদিন শহর এবং শহর লাগোয়া একাধিক জায়গা থেকে ভক্তদের আসতে দেখা গিয়েছে।

ছটের আগে ফলের বাজারে আগুন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : নাগালের বাইরে ফলের দাম। সুস্থতার জন্য ফল আবশ্যিক হলেও পুজো উপলক্ষ্যে এক লাফে দাম বেড়ে গিয়েছে আপেল, আখ, মুসম্বি, নারকেলের মতো ফলগুলির। শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে যাবে ছটব্রতীদের 'নাহাই-খাই' প্রথা, অর্থাৎ ছটমাকে আতপ চালের ভাত ও লাউ প্রসাদ হিসেবে দিয়ে ও নিজেরা খেয়ে শুরু হয় ছটের ব্রত। ছটের ডালা থেকে শুরু করে নানান রীতিনীতিতে নারকেল, আখ, পানিফল, বাতাবিলেবুর মতো ফলগুলির প্রয়োজন হয়। ফলে প্রতিবছরই ছটের আগে দাম বাড়ে ফলের। এবছরও প্রায় ৩০ টাকা থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে নানান ফলের দাম।

পুজো মরশুমে প্রায় দুর্গাপুজো থেকে একটু বেশি দামেই ফল কিনতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। এদিন বাজারে গিয়ে রীতিমতো অবাক বিবেক পাল। বলছিলেন, 'চারদিন আগেই আপেল ৯০ টাকা কিলোতে নিয়ে গিয়েছি। আজ শুনছি ১৫০ টাকা। এক লাফে এত বৃদ্ধি। তবে বাড়িতে শিশু ও বয়স্ক মা রয়েছেন তাই ফলটা কিনতেই হয়।' এদিন শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ফলের দাম শুনেই অনেক গ্রাহকের চক্ষু চড়কগাছ হয়। আবার যাঁরা পুজোর জন্য ফল কিনতে এসেছিলেন তাঁরা বেশি দামেই ফল কিনেছেন। ব্যবসায়ী শুভম সাহার কথায়, 'ছটপুজো উপলক্ষ্যে কিছু কিছু ফলের দামটা একটু বেশি আছে।' ঠিক একই চিত্র ধরা পড়েছে সুভাষপল্লি, হায়দারপাড়া, ফুলেশ্বরী সহ নানান পাড়ার ছোট বাজারগুলিতে। হায়দারপাড়ায় এদিন এক একটি নারকেল ৬০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। ব্যবসায়ী অনুজ পালের কথায়, 'দু'দিন আগে ৫০ থেকে ৬০ টাকায় নারকেল বিক্রি হয়েছে। তবে এখন আমাদেরও বেশি দামে কিনতে হয়েছে কিছু করার নেই।'

সুভাষপল্লিতে ফল বাজার করতে এসে ফলের দাম শুনে চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি দেখা যাচ্ছিল সুরজ শর্মার। বলছিলেন, 'আমাদের ছটপুজোয় প্রচুর ফল লাগে। কিন্তু যা দাম। কিছু করার নেই, প্রতিবছরই একই হাল থাকে।' ক্রেতার এই কথায় সায় দিয়ে বিক্রেতা বলছিলেন, পুজোর এই দিনগুলিতে স্বাভাবিকভাবে ফলের দাম বৃদ্ধি পায়।' ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে পানিফল, ৫০ টাকা দরে এক একটি বাতাবি লেবু, ডালিম প্রায় ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে শহরের বিভিন্ন বাজারগুলিতে। ফুলেশ্বরীতে বাজার করতে আসা রিয়া কর্মকার বলছিলেন, 'লক্ষ্মীপুজোর পর এই ছটপুজোয় আবার সব ফলের দাম বাড়ছে। তবে লক্ষ্মীপুজোর থেকেও বেশি রয়েছে ছটপুজোয়।' শহরের নানান বাজারগুলিতে ফলের দাম বৃদ্ধির অভিযোগ করছেন ক্রেতারা। সেই অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী। শিলিগুড়ির বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'ছটের কারণেই শহরের বিভিন্ন বাজারগুলিতে ফলের দাম বেড়েছে। আসলে ছটের একটা বড় বাজার রয়েছে শহরে, তাই হয়তো এই দাম বৃদ্ধি।'

দাম বেড়েছে

চারদিন আগে ও পরে

(কেজি প্রতি)

নারকেল	৫০ – ৮০ টাকা
আপেল	৯০ – ১৫০ টাকা
পানিফল	৮০ – ১২০ টাকা
বাতাবিলেবু	৩০ – ৫০ টাকা
ডালিম	২৫০– ৩৫০ টাকা

পুজোর সামগ্রী বিতরণ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ছটব্রতীদের মধ্যে পুজোর নানা সামগ্রী বিতরণ করা হল। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। সংস্থার চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর উদ্যোগে এদিন শিলিগুড়ি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে আটা ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। রঞ্জন শীলশর্মা, গৌতম গোস্বামীর মতো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

শহরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলারের তরফে এলাকার ৫০টি পরিবারকে ফল, আটা, কাপড় সহ ডালা দেওয়া হয়। দলীয় কর্মী সুজিত বসাকের মতো অনেকেই এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। সৌরভ বলেন, 'আমি নিজস্ব উদ্যোগে এই সামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এই কাজে বন্ধুরাও সাহায্য করেছে।'

অন্যদিকে, ছটব্রতীদের সামগ্রী দিয়ে পাশে দাঁড়াল বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার এদিন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের টিউমলপাড়ায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ছটব্রতীদের হাতে শাড়ি, ধুতি সহ পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে মূলত উদ্যোগ নেন বিজেপি নেতা শ্যামল সরকার। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পাথরঘাটা মণ্ডলের পর্যবেক্ষক আশিস দে সরকার ও মেডিকেল মণ্ডলের পর্যবেক্ষক বাপ্পা সাহা।

জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন শহরে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পর জগদ্ধাত্রীপুজোর পালা। উৎসবের মরশুম যেন শেষ হচ্ছে না। শহরে আড়ম্বরের সঙ্গে আয়োজন হচ্ছে জগদ্ধাত্রীপুজোর। প্রায় ১৪ বছর ধরে শহরে নজরকাড়া পুজোর আয়োজন করছে আলিঙ্গন। জংশন বাণীমন্দির স্কুলের পাশে এই পুজো দেখতে সাধারণ মানুষ ভিড় জমান। এবছর তারা থিমের আদলে পুজো করছে। কোথাও আবার পুজো হচ্ছে সাবেকিয়ানায়।

প্রায় ১৪ বছর ধরে জাঁকজমকের সঙ্গে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করছে আলিঙ্গন। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বাজেটে 'উৎসর্গ' এই থিমকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে অনেক প্রভাব পড়ছে কৃষিকাজের ওপর। তাই কৃষির নানান জিনিসপত্র নিয়ে মায়ের কাছে পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য প্রার্থনা করছে সাধারণ মানুষ এই চিত্রই তুলে ধরা হচ্ছে থিমের মাধ্যমে। শুক্রবার এই পুজোর উদ্বোধন হবে, উদ্বোধক হিসেব উপস্থিত থাকবেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পুজোর দিনগুলিতে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ সহ ভোগপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পুজো কমিটির তরফে তরুণকুমার দে বলেন, 'আমরা প্রতিবছরই আড়ম্বরের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করি।'

২৫তম বর্ষে আড়ম্বরের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করছে আশ্রমপাড়া জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটি। এবছর তাদের বিশেষ পুজো বর্ষে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও বস্ত্র বিতরণ সহ নানান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সাবেকিয়ানা মণ্ডপসজ্জা ও ডাকের সাজে প্রতিমা করা হচ্ছে। ১৭ নভেম্বর পুজোর উদ্বোধন হবে। শিবরামপল্লির আমর ক'জনের নবম বর্ষেও বিশেষ পুজোর আয়োজন করছে তারা। পুজোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে।

বিক্ষোভ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার পশিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতি দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে শিলিগুড়ি রিজিওনাল পিএফ দপ্তরের সামনে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে কমিটির সভাপতি সাধন অধিকারী সহ চারজনের একটি প্রতিনিধিদল পিএফ দপ্তরের কমিশনারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। সেখানে চা বাগানের পিএফ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাঘা যতীন পার্কে বিশৃঙ্খলায় পুলিশি অব্যবস্থাই দায়ী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচের পর শহরে উল্লাসের নামে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই দিনের ঘটনা থেকেও পুলিশ শিক্ষা না নেওয়ায় সেমিফাইনালের রাতেও একই ছবি দেখলেন শহরবাসী। আর এই পুরো বিশৃঙ্খলার জন্যে পুলিশি অব্যবস্থাকেই দায়ী করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। বুধবার ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন সুভাষপল্লির সঞ্জয় সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'বের হওয়ার পথে বাইক রাখা ছিল। তাই যত সমস্যা হয়েছে। এটা তো পুলিশের দেখা উচিত ছিল।' তাঁদের অভিযোগ, বুধবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল তা নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছে পুলিশ। যে কারণে খেলা শেষে মাঠ থেকে বের হতে গিয়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাই রবিবার ফাইনালের দিন পুলিশের ভূমিকা কী থাকবে সেদিকে নজর শহরবাসীর। যদিও শিলিগুড়ির পুলিশকর্তাদের দাবি, ভারত-পাকিস্তান কিংবা ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর শহরে কোনও বিশৃঙ্খলাই তৈরি হয়নি। শিলিগুড়ি পুলিশের এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'আমাদের তো পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল। কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি। ফাইনালের দিনও আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে। ছটের জন্যে আলাদা এবং খেলার জন্যে আলাদা পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে।'

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমি শুনেছি বিষয়টি। শুক্রবার এসে আলোচনা করব।' ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের শেষে ভারত জিততেই সাধারণ মানুষ নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করতে হাসমি চকে জড়ো হন। কিন্তু

আনন্দ একসময় শহরবাসীর জন্যে বিপদ ডেকে আনতে শুরু করে। ওই সময় এলাকাতেই ছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশবাহিনী। কিন্তু প্রথম দিকে পুরোটাই দাঁড়িয়ে দেখেছেন পুলিশকর্মীরা। পরবর্তীতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে থাকলে লাঠিচার্জ করতে হয়। বুধবারও শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের জন্যে পুলিশি ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল। সেইমতো উইনার্সবাহিনী ছিল মাঠে। মহিলা থানার আইসি মুমতাজ বেগম নিজে ছিলেন মাঠে। তাই পুরো অনুষ্ঠানে কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু মাঠের বাইরে ছিল হাতে গোনা কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং শিলিগুড়ি থানার একটি টহলদারি ভ্যান। রবীন্দ্র মঞ্চের পাশে যে গেট দিয়ে পার্কে প্রবেশ করা হয় সেই গেটের সামনে কয়েকজন রেখে দিয়েছিল বাইক। রাস্তার একাংশজুড়ে রাখা ছিল পুলিশের টহলদারি ভ্যান। বাঘা যতীন পার্কের গেট খুলে দেওয়ার পর যখন একসঙ্গে ক্রীড়াপ্রেমীরা মাঠ থেকে বের হয়ে যান তখন সামনের বাইক আটকে একের পর এক মানুষ মাটিতে পড়তে থাকেন। এতেই বেশ কয়েকজন পদপিষ্ট হন।

প্রশ্ন উঠছে, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের চোখের সামনেই পার্ক থেকে বের হওয়ার মুখে বাইক রাখা হলেও কেন বাধা দেওয়া হল না। একসঙ্গে এত মানুষের ভিড় হলেও কেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। গোটা ঘটনার পর শুক্রবার রিভিউ মিটিং ডেকেছেন মেয়র গৌতম দেব। কোথায় কী খামতি ছিল, পুলিশি ব্যবস্থা কেমন ছিল, কেন বের হওয়ার সময় গেটে বিশৃঙ্খলা তৈরি হল সেসব নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

তারাদের কথা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ নভেম্বর ২০২৩ বারো

ঝগড়া মানেই যে শুধু তীব্র আর কর্কশ, তা কেন। কিছু কিছু ঝগড়া ভীষণ আইকনিক হয়ে ওঠে। সেই ঝগড়াগুলোই পরবর্তী সময়ের কাছে নস্টালজিয়া হয়ে থেকে যায়। বাংলা কিংবা মুম্বই, এমন রূপকথা কিন্তু হালেও লেখা হয়— অজান্তেই। তেমনই রূপকথার গল্পে

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা বন্ধের সময়টা ঘিরে যখন জন্ম নেয় রূপকথা

কিছু কিছু ঝগড়া ভীষণ আইকনিক হয়ে থাকে। এমন ঝগড়া, যা নিয়ে আলাদা করে সাহিত্য কিংবা সিনেমা তৈরি হতে পারে। সেই সব ঝগড়াগুলো না থাকলে রূপকথা লেখা হয় না। তেমনই এক ঝগড়ার কথা বলেছিলেন অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। কোনও একটা কারণে ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চরমে উঠেছে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কথা বা মেসেজের তো প্রশ্নই নেই। এমন করে দীর্ঘ সময় কেটেছে। কারও সঙ্গে কারও কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ একটা সময়ে দুজনেই ভীষণ ভালো বন্ধু ছিলেন। কিন্তু দুজনেরই তো ইগো সমান। কেউ এক পা এগোবেন না।

এভাবে অনেক-অনেকগুলো দিন চলে গেল। এর মধ্যে আচমকা একদিন এমন একটা ফোন, যে ফোনের জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলেন না অনন্যা। ঋতুপর্ণ ফোন করেছেন তাঁকে। কোনও সৌজন্য বা ইনিয়েবিনিয়ে মানভঞ্জনের ধার ধারলেন না। সোজা বলে বসলেন, একটা নতুন ছবি করছেন। কবে অনন্যা স্ক্রিপ্ট শুনতে আসতে পারবে, সেটা যেন বলে দেন। সেই ছবিই হল 'আবহমান'।

এই ঝগড়াটাকে আইকনিক বলা যায় কিনা বলুন তো! এমন ঝগড়া নিজেই যেন একটা অধ্যায়। ঠিক এমনই এক ঝগড়ার কথা শুনিয়েছেন করণ জোহার। সেটা ২০০৩ সাল। করণ তৈরি করছেন 'কাল হো না হো'। সবার আগে নায়িকার চরিত্রের অফার গেল করিনা কাপুরের কাছে। করিনা তখন করণের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কিন্তু করিনা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, এ ছবি তিনি করবেন না। তারপর সোজা শুটিং করতে বিদেশে চলে গেলেন। করিনার এই ব্যবহারে করণ এতটাই ধাক্কা পেয়েছিলেন যে, দেড় বছর করিনার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি তিনি, কাজ করা তো দূরে থাক।

যশ জোহর মারা গেলেন। করিনা তখন ব্যাংককে শুটিং করছেন। খবরটা পেয়েই শুটিং বন্ধ করে ফিরে এলেন মুম্বই। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা করণের বাড়িতে। সারারাত ছিলেন, করণের পাশে।

প্রথম ফোনটা এল সেই দুঃসময়ে। করণের বাবা যশ জোহরের তখন ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। সে সময় প্রথম ফোনটা করিনাই করেন। কিন্তু দু প্রান্তেই একেবারে গাঢ় নিস্তব্ধতা। কেউ কোনও কথা বলছেন না। অনেক্ষণ পরে করিনা বললেন যে, কী বলবেন, তিনি বুঝতে পারছেন না। উত্তরে করণ বলেন—তাঁকে কিছু বলতে হবে না। তিনি যে আছেন, তা করণ জানেন।

এরপর যশ জোহর মারা গেলেন। করিনা তখন ব্যাংককে শুটিং করছেন। খবরটা পেয়েই শুটিং বন্ধ করে ফিরে এলেন মুম্বই। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা করণের বাড়িতে। সারা রাত সেখানে ছিলেন, করণের পাশে।

ঠিক এমনই এক ঝগড়া একবার কাজলের সঙ্গে হয়েছিল করণের। করণ জোহারের 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' আর অজয় দেবগনের 'শিবা' একই দিনে রিলিজ হওয়ার কথা। করণ অনুরোধ করলেও অজয় তাঁর ছবি পিছোতে রাজি হলেন না। কাজল কিন্তু তাঁর স্বামীর পাশেই দাঁড়ালেন। দুটো ছবিই একদিনে রিলিজ হল। করণ আর কাজলের কথাও বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় দু বছর তাঁরা কথা বলেননি। শেষে করণের দুই সন্তান যেদিন জন্ম নিল, তাদের ছবি কাজলকে মেসেজ করেছিলেন করণ। লিখিছিলেন—'তোমাকে উত্তর দিতে হবে না। কিন্তু আমি ছবিটা পাঠাচ্ছি, ওদের এমন দেখতে হয়েছে, দেখো'। কাজল কিন্তু সেই মেসেজের উত্তর দিয়েছিলেন। দুজনের দু বছরের ঝগড়াটা এভাবেই ভেঙেছিল সেবার। যদিও এই ঝগড়ার কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কখনও একটা কথাও সামনে আনেননি। সবকিছু সামনে নিয়ে এলে কি আর রূপকথা তৈরি হয়!

চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে এবার সুনামি

টাইগার থ্রি যতই আলো-আঁধারিতে থাকুক না কেন, আর জওয়ান যতই আলোকিত হয়ে উঠুক না কেন, এবার চলচ্চিত্র উৎসবের উদবোধনী অনুষ্ঠানে দুই বন্ধু কিন্তু হাত ধরাধরি করেই উঠবেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তাঁরা সলমন খান আর শাহরুখ খান। এই প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবে আসবেন সলমন। আসলে ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতায় এসেছিলেন সলমন খান। বহু বিখ্যাত মানুষের মতো তিনিও দেখা করতে ভোলেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর আতিথেয়তায় মন ভরে গিয়েছিল সলমন খানের। তখনই মমতা বলে বসেন, আসন্ন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে আসতেই হবে। সলমন জানিয়েছিলেন, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া সেই কথাই রেখেছেন সলমন। এবারের ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আসতে চলেছেন ভাইজান।

ভক্তকে জেনেবুঝে মার? কী বললেন নানা?

একেই বলে দশচক্রে ভগবান ভূত। এই দেখুন না, নানা পাটেকর কী করতে গেলেন, আর কী হয়ে গেল! সম্প্রতি কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন নানা পাটেকর। যার পিছনে আছে একটা ভাইরাল ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যাচ্ছে শটে ব্যস্ত থাকা নানার সঙ্গে ছবি তুলতে আসেন এক যুবক। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় সপাটে চড় মেরে দেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। এর আগেই মুখ খুলেছেন 'জার্নি'র পরিচালক অনিল শর্মা। তাঁর সঙ্গেই কাজ করছিলেন নানা। জানিয়েছিলেন, 'আমি জানি না কী বলব! এটা আমার ছবির দৃশ্য। সিন অনুসারে ওই যুবক (জুনিয়ার আর্টিস্ট)-এর মাথায় চাঁটি মারার কথা নানার। সেটাই ঘটেছে। রাস্তায় লোকজনেরা ওই ভিডিয়ো ফোনে তুলে ভাইরাল করেছে। উনি খুব ভালো মানুষ'।

তবে এবার নানার টিমের তরফ থেকে যে দাবি করা হয়েছে তা কিন্তু খানিকটা আলাদাই। সেখানে বলা হয়, 'একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে যেখানে আমি একটি ছেলেকে আঘাত করেছি। যদিও এটি আমাদের চলচ্চিত্রের একটি অংশ, আমাদের একটি মহড়া ছিল... আমাদের দ্বিতীয় রিহার্সাল করার জন্য নির্ধারিত ছিল সময়টা। পরিচালক আমাকে শুরু করতে বলেছিলেন। আমরা শুরু করতে যাচ্ছিলাম যখন ভিডিয়োতে থাকা ছেলেটি চলে আসে। আমি জানতাম না সে কে, আমি ভেবেছিলাম সে আমাদের ক্রুদেরই একজন, তাই আমি চড় মারলাম দৃশ্য অনুসারে। পরে জানতে পারি যে সে ক্রু-র অংশ নয়। তাই, আমি তাকে ডাকতেও যাচ্ছিলাম কিন্তু সে পালিয়ে যায়। সম্ভবত তার কোনও বন্ধু ভিডিয়োটি শুট করেছে। আমি ছবির জন্য কখনও কাউকে না বলিনি। আমি এটা করি না, ভুলবশত এমনটা হয়েছে।

স্ত্রীর তাচ্ছিল্যের মাঝে টালিগঞ্জ থেকে প্রেমের প্রস্তাব

ভারতকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তুলেও শামি কিন্তু আসামী হয়েই রইলেন। তাঁর স্ত্রী হাসিন একবারের জন্যেও শামির প্রশংসা করলেন না। উলটে হাসিনকে বলতে শোনা গিয়েছিল, '(শামি) ভালো খেললে টিমে থাকবে, ভালো আয় করবে। আর তাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে।' এর জেরেই স্বার্থপর, অর্থলোভীর তকমা পান হাসিন। তবে তাতে অবশ্য তাঁর কিছু আসে যায় না। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ঘুরতে যাচ্ছেন। আর তাই সেই প্যাকিংয়েই ব্যস্ত ছিলেন। খেলা দেখেননি। এমনকী শামির পারফরমেন্স নিয়ে কোনও উৎসাহও নেই তাঁর।

অবশ্য হাসিন যতই শামিকে তাচ্ছিল্য করুন না কেন, টালিগঞ্জের আরেক সুন্দরী কিন্তু শামিকে নিয়ে প্রকাশ্যেই তাঁর আবেগ উগরে দিয়েছেন। তিনি পায়েল ঘোষ। কদিন আগেই শামির বোলিংয়ে মুগ্ধ হয়ে করে ফেলেছিলেন একটি ভাইরাল পোস্ট। আর সে রেশ কাটতে না কাটতেই মুখে ফের প্রেমের কথা। তিনি লেখেন, 'শামি, তুমি তোমার ইংরেজি শুধরে নাও। আমি তোমায় বিয়ে করার জন্য তৈরি।'

যদিও এসবে বেজায় চটেছেন শামির প্রাক্তন হাসিনা। তাঁর বক্তব্য, 'কেউ কিছু না জেনেই সব লিখছে'!

বলিউডে বেকহ্যাম

সোনম কাপুর ও তাঁর স্বামী শিল্পপতি আনন্দ আহুজা একটি হাই প্রোফাইল নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন বেকহ্যামের সম্মানে

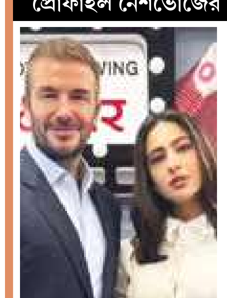

ডেভিড বেকহ্যাম ইউনিসেফ-এর গুডউইল অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে ভারতে এসেছেন। সেই সূত্রে আহমেদাবাদে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। তিনি বিশ্বকাপে ভারত-নিউজিল্যান্ডের সেমি ফাইনাল ম্যাচটিও উপভোগ করেন। ম্যাচের পর শচিন তেন্ডুলকর ও বিরাট কোহলির সঙ্গে কথা বলেন। এরপর উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গে কথোপকথনে শামিল হন। অনুষ্ঠানটির সংযোজনার দায়িত্বে ছিলেন অভিনেত্রী সারা আলি খান।

ঐশ্বর্যকে নিয়ে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়াকে উসকে দিলেন অমিতাভ

কী কাণ্ড! এবার বউমার হয়ে কলম ধরতে হল শ্বশুরমশাইকে! পরিবারের বধূ ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়কের বেফাঁস মন্তব্যের জেরে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে শোরগোল পড়ে গেছে। আর এবার পোস্ট করলেন অমিতাভ বচ্চন স্বয়ং। যদিও কোথাও পাকিস্তানের অধিনায়ক আব্দুর রজ্জাকের নাম সেখানে নেই। তবু অমিতাভের এই পোস্ট বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।

অমিতাভ কী পোস্ট করেছেন? হাত ভাঁজ করা (নমস্কার করা) একটি ইমোজি পোস্ট করেন এবং তার পরে লিখেন, 'এর অর্থ ছাপা অক্ষরে লেখা শব্দের চেয়ে বেশি...'। হিন্দি এবং ইংরেজিতে একই জিনিস লেখেন তিনি। তবে এই টুইটে বিগ বি আব্দুলের নাম লেখেননি বা তাঁকে ট্যাগও করেননি। কিন্তু অনেকেই মনে করছেন যে, তাঁর টুইটটি শুধুমাত্র আব্দুল রাজ্জাকের জন্য। তবে ঐশ্বর্য রাই এই বিষয়ে এখনও কিছু বলেননি।

কিন্তু আব্দুর রজ্জাক এমন কী বলেছেন যে, তা নিয়ে ব্যাপক হল্লা তৈরি হয়েছে? আসলে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খারাপ ফলাফলের জন্যে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দল কী উদ্দেশ্যে খেলতে এসেছে আর তার সামনে কী লক্ষ্য আছে, তা না জেনে খেলতে নামলে এমনই তো হবে। উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'যদি আপনার ভাবনাচিন্তা এরকম যে আমি ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গে বিয়ে করব এবং ভালো বাচ্চার জন্ম হবে, সেটা কখনও হবে না। তাই, প্রথমে নিজের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে।'

রজ্জাকের এই কথার পরেই শুরু হয়ে যায় প্রবল বিক্ষোভ। অবশ্য বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে রজ্জাক ক্ষমাও চেয়ে নেন। তিনি লেখেন, 'আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু মুখ থেকে ওই কথা বেরিয়ে গেল।'

তবে এত কিছুর পরেও অশান্তি কিন্তু থামছে না। আর এবার অমিতাভের পোস্ট সেই অশান্তি আরও উসকে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

তিনের লক্ষ্যে

মা-কে প্রতিশ্রুতি সামির, বিশ্বকাপ নিয়েই ফিরছি

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর : একেই বলে কপাল!

হার্দিক পান্ডিয়া যদি চোট না পেতেন, তাহলে হয়তো টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম একাদশে সুযোগই হত না তাঁর। হার্দিক পান্ডিয়া যদি বিশ্বকাপের আসর থেকে চোট পেয়ে ছিটকে না যেতেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর কথা ভাবতই না হয়তো। আসলে সময় বড় নিষ্ঠুর। যার মূল ইউএসপি, কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

বিশ্বকাপ থেকে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া হার্দিকের সর্বনাশ হয়েছে আগেই। আর ধরমশালায় প্রথম সুযোগেই বাজিমাত করে টিম ইন্ডিয়ার সংসারে পৌষমাস ডেকে এনেছেন মহম্মদ সামি। ৬ ম্যাচে ২৩ উইকেট পেয়ে সামি এখন বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বাধিক উইকেট শিকারির দৌড়ে। নিয়মিতভাবে তাঁর আগুনে পেস, সুইং ও লেংথ বলের সামনে দিশেহারা দুনিয়ার ব্যাটাররা। কারও কাছেই সামি ম্যাজিক সামলানোর দক্ষতা ও স্কিল নেই। এহেন সামি গতরাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির মঞ্চে নায়ক হয়েছেন সাত উইকেট নিয়ে। ম্যাচের সেরা হওয়ার পাশে বিশ্বকাপের আসরে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বকালের সেরা পারফরমেন্সও করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই সামিকে নিয়ে আবেগে ভাসছে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনাল দিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে টিম বাসের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন সামি, দেখে মনে হল তাঁর চেয়ে তৃপ্ত আপাতত আর কেউ নেই দুনিয়ায়। বলিউডের অভিনেতা সোনু সুদ তো সামি বোলিংয়ে মুগ্ধ হয়ে সোশ্যাল দুনিয়ায় লিখেই দিয়েছেন, 'ব্রেকিং নিউজ। সামি কাবাব নিউজিল্যান্ডে নিষিদ্ধ হল।' ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও সামির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

উত্তরপ্রদেশের আমরোহায় সামির পরিবারের সকলেও একইভাবে আবেগে ভাসছেন। ভারতীয় পেসারের মা কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ। নিয়মিতভাবে মায়ের খোঁজ রাখা সামি গতরাতে ম্যাচের সেরা হওয়ার পর মুম্বই থেকে মাকে ফোন করেছিলেন। সামির ঘনিষ্ঠমহল সূত্রের খবর, তিনি তাঁর মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে কাপ জিতে বিশ্বসেরা হয়েই তিনি বাড়ি ফিরবেন। ট্রফি তুলে দেবেন মায়ের হাতে। সন্ধ্যার দিকে আমরোহা থেকে সামির এক দাদা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'সামি আমাদের মহল্লার পাশে গোটা গ্রামেরও গর্ব। রবিবার যদি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি, তাহলে আহমেদাবাদ থেকে সামি ফেরার পর ওকে গণ সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।' এরপরই জানা গেল চমকপ্রদ তথ্য। সামি গতরাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা হওয়ার পর মাকে ফোন করে ট্রফি নিয়ে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সামির ছোটবেলার কোচ মহম্মদ বদরুদ্দিন বলছিলেন, 'সামি গতরাতে ওর মাকে ফোন করেছিল। শরীরের অবস্থা কেমন জানার পর ও মাকে বলে, রবিবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিয়েই ফিরবে।'

জীবনে চলার পথে ওঠাপড়া, ঘাতপ্রতিঘাত বহু দেখেছেন ভারতীয় পেসার। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলা স্ত্রীর সঙ্গে সমস্যা চরমে উঠেছিল। জীবনের কঠিন সময়ে সামি খেলা ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন একসময়। ভাগ্যিস ছাড়েননি। না হলে একদিনের বিশ্বকাপে সামি ম্যাজিক দেখাই হত না দুনিয়ার। যদিও সামিকে জীবনের এইসব ওঠাপড়া এখন আর ভাবায় না। কারণ, মানসিকভাবে এখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছেন তিনি। নিজের চেয়েও বেশি করে দলের কথা ভাবেন। তাই চলতি বিশ্বকাপের শুরুতে যখন প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর মা ও কোচ বদরুদ্দিনকে বলেছিলেন, 'আমি সুযোগ পাচ্ছি না, তার জন্য সমস্যা নেই। কিন্তু দল যেন জিততে পারে।' এই প্রসঙ্গ উঠতেই আজ সন্ধ্যায় আমরোহা থেকে আবেগে ভেসে তাঁর কোচ বদরুদ্দিন বলে দিলেন, 'সামি মানুষ হিসেবে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত এখন। মানসিকভাবেও খুব শক্ত মনের ছেলে। এমন একজন, যার উপর সবসময় ভরসা করা যায়।'

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে এখন এই ভরসারই প্রতিদান দিচ্ছেন সামি। ফাইনালেও স্বপ্নের ছন্দ বজায় রাখতে তিনি মরিয়া।

এই হাত দিয়েই প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে এক ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ সামি। ম্যাচের পর সেই হাতেই চুম্বন রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। সেমিফাইনাল শেষে রাচিন রবীন্দ্রর সঙ্গে রসিকতায় ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

ফাইনাল চ্যালেঞ্জ নিতে আহমেদাবাদে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার।

রোহিত বেশি স্পিন করাচ্ছে, অভিযোগ সিকান্দারের

করাচি, ১৬ নভেম্বর : আবারও হাস্যকর অভিযোগ প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেটারের। হাসান রাজার ভারতীয় বোলিংয়ের সময় বল বদলে দেওয়ার অভিযোগের পর সিকান্দার বখত টিম ইন্ডিয়ার ফাইনালের পৌঁছানোর পেছনে রোহিত শর্মার 'অন্যরকম' দক্ষতার খোঁজ পেয়েছেন। ১৯৮৯ সালে পাকিস্তানের হয়ে শেষবার খেলা সিকান্দারের পর্যবেক্ষণ, 'রোহিত বিশ্বকাপে অন্যরকমভাবে টস করছে। কয়েন অনেকটা স্পিন করাচ্ছে। তার ফলে অনেকটা উড়ে গিয়ে কয়েন পড়ছে। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক যাচাই করে দেখতেই পারছেন না, হেড পড়ল না টেল?' সঙ্গে পাকিস্তানের সংবাদ চ্যানেলে তিনি আরও বলেছেন, 'বিশ্বকাপের আগে রোহিত এত টস জিতত না। এখন সেটাই করছে, আর পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে পরপর ম্যাচ জিতে চলেছে।' যা শুনে ইরফান পাঠানের কটাক্ষ, 'দেশেকে নিজেকে বিখ্যাত করার দুর্দান্ত উপায়। ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে আজগুবি অভিযোগ তোলো।' আকাশ চোড়া বলেছেন, 'শ্রদ্ধা অর্জনে বয়সে বড় হওয়ার সঙ্গে চিন্তাভাবনায় বেড়ে ওঠাটা আবশ্যিক।'

ভারতীয় দলের ওডিআই জার্সি পরলেন ডেভিড বেকহ্যাম। আর রোহিত শর্মা গায়ে চাপালেন বেকসের রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি।

রোহিতকে নিয়ে সিকান্দারের অভিযোগে বিব্রত ওয়াসিম আক্রাম-মইন খানদের। আক্রাম বলেছেন, 'কয়েন কোথায় পড়বে এটা কে নির্ধারণ করতে পারে? ওর অভিযোগ শুনে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। এই ধরনের কথার উত্তরে কি বলা যায় জানি না।' মইনের স্পষ্ট মন্তব্য, 'ও প্রলাপ বকছে। চাইছে ওকে নিয়ে শোরগোল তুলতে। সব অধিনায়কেরই টস করার আলাদা পদ্ধতি থাকে।' শোয়েব মালিক তো বলছেন, 'এই ধরনের অভিযোগ আলোচনার যোগ্যই নয়।'

নেহাতই কাকতালীয়!

২০০৩ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা ওডিআই বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর টানা ৮ ম্যাচ জিতে। রিকি পন্টিংরা টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে যান।

এবার অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল খেলবে টানা ৮ ম্যাচ জিতে। রোহিত শর্মারা ফাইনালে ওঠার পথে দশে দশ করেছেন।

বচ্চনকে চোখ বাঁধার পরামর্শ

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে জিতে টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে ওঠার পরই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। সেখানেই তিনি লিখেছিলেন, 'আমি খেলা না দেখলেই ভারত জেতে।' তাঁর এই পোস্ট নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায়। সংস্কারবশত বেশ কিছু নেটিজেন তাঁকে ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালও না দেখারও পরামর্শ দেন। একজন লিখেছেন, 'দয়া করে বাড়িতেই থাকুন বচ্চন সাব।' আরেকজন আবার চোখ বাঁধা ব্যক্তির ছবি পোস্ট করে বিগ বি-কে একইরকম কিছু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে 'না' ওয়ার্নারের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকতে চান না অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ওয়ার্নার বলেছেন, 'আমি কেন্দ্রীয় চুক্তিতে যুক্ত থাকব না। এই চুক্তি আমার বর্তমান কেরিয়ারে কিছুটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে। তাই আমি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাই না। আমাকে আগামীদিনের ক্রীড়াসূচি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' এমনিতেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে ওয়ার্নারের। আগামী বছর জানুয়ারিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচের পর তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে পারেন। ওয়ার্নারের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল টি২০ লিগের দল দুবাই ক্যাপিটালসের চুক্তি রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বছর অ্যাসেজ সিরিজ শুরুর আগেই নিজের ১২ বছরের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ার শেষ করবেন ওয়ার্নার। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি২০ লিগ খেলার জন্য নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ইতি টানতে পারেন।

সানির চোখে কোহলি সুপারহিউম্যান

১০০ শতরানও সম্ভব বিরাটের পক্ষে : শাস্ত্রী

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : 'তোমায় নিয়েই গল্প হোক।'

ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বুধবার নিজের ক্রিকেটীয় আইডল শচীন তেন্ডুলকারকে টপকে ওডিআইয়ে ৫০তম শতরান করার পর বিরাট কোহলির সেলিব্রেশনের ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। ১২ বছর বাদে টিম ইন্ডিয়ার ফাইনালে ওঠার চেয়েও কোহলির বিরাট উপাখ্যান নিয়ে চর্চা চলছে। প্রাক্তন তারকারাও বিরাট-বন্দনায় মেতে রয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডস্যার রবি শাস্ত্রী যেমন মনে করছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীনের ১০০ শতরানের রেকর্ডও ভেঙে ফেলার ক্ষমতা বিরাটের রয়েছে।

কোহলির শতরানের পর বল হাতে ম্যাজিক দেখায় মহম্মদ সামি। নিটফল, চলতি বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচ জিতে রবিবার খেতাবি লড়াইয়ে নামার টিকিট পেয়ে গিয়েছে রোহিত শর্মা ব্রিগেড। শাস্ত্রীর অবশ্য বিরাট-ঘোর কাটছে না। ভারতের ৭০ রানে জয়ের পর শাস্ত্রী বলেছেন, 'শচীন যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ শতরান করেছিল, তখন কেউ ভেবেছিল ওর ধারেকাছে কোনও ক্রিকেটার আসতে পারবে? কিন্তু বিরাটের ৮০টা শতরান হয়ে গেল। যার মধ্যে ওডিআইয়েই ৫০টি। অবিশ্বাস্য। বিরাটের মতো ক্রিকেটারের জন্য অসম্ভব কিছুই নয়। দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। হয়তো আগামী ১০ ইনিংসে আরও পাঁচটি শতরান করে ফেলবে কোহলি। তিন ফর্ম্যাটেই ও আরও তিন-চার বছর অনায়াসে খেলতে পারে। ফলে শচীনের ১০০ শতরানের রেকর্ড বিরাট ভেঙে দিলে আমি অবাক হব না।'

মাঝের ওভারে স্কোরবোর্ড সচল রেখে ইনিংস চালানো বিরাটের ব্যাটিংয়ের ইউএসপি। ফিটনেসের চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকা ও নিয়ন্ত্রিত ডায়েটের জন্যই মাঠে বিরাটকে এতটা ক্ষিপ্র দেখায় বলে মত শাস্ত্রীর। তাঁর কথায়, 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেট বিরাটের ব্যাটিংয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। যার জন্য সবসময় বড় শট নেওয়ার দরকার পড়ে না বিরাটের। কারণ সিঙ্গল, ডাবল নিয়েও রানরেট বজায় রাখতে পারে। ফলে ওকে কখনও চাপে পড়তে দেখা যায় না। স্ট্রাইক রোটেট করার দুর্দান্ত ক্ষমতা বিরাটের রয়েছে। শট নির্বাচনেও মনুশিয়ানা দেখায়। প্রথম ১০-১৫ বলে ঝুঁকির পথে যায় না। সেট হয়ে গিয়ে বড় শট খেলে। যা বিরাটকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে।'

চলতি বিশ্বকাপে বিরাট সুপারহিউম্যানের মতো খেলছে বলে মত সুনীল গাভাসকারের। টেস্টে প্রথম দশহাজারি সানি বলেছেন, 'কোহলি যা করে দেখাল, সেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। শচীন একটা বেঞ্চমার্ক স্থির করে দিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ চেয়েছিল, কেউ সেটাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিক। বিরাট গতকাল ঠিক সেই কাজটাই করেছে। এবারের বিশ্বকাপে সুপারহিউম্যানের মতো খেলছে বিরাট। ৭০০-র বেশি রান। তিনটি শতরান, পাঁচটি পঞ্চাশ প্লাস স্কোর। অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান।'

শাস্ত্রীর সুর পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার ওয়াসিম আক্রামের গলায়ও শোনা গিয়েছে। পাক সুইং কিং বলেছেন, 'শচীন ওডিআইয়ে ৪৯তম শতরান করার সময় মনে হয়নি সেঞ্চুরির হাফ সেঞ্চুরির গণ্ডি কেউ স্পর্শ করতে পারবে। শচীনের রেকর্ডের চর্চা সারাজীবন চলবে। কিন্তু বিরাট এল, দেখল, জয় করল।' ওপেনারদের তৈরি করা মঞ্চে গতকাল সেমিফাইনালে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিরাট। যা নিয়ে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মিসবা-উল-হক বলেছেন, 'মঞ্চ তৈরি থাকলে কীভাবে রান এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেটা বিরাটের থেকে শেখা উচিত। ওর ব্যাটিং, শট নির্বাচন, স্ট্রাইক রোটেশন, পরিস্থিতি বুঝে ঝুঁকি নেওয়ার, বাউন্ডারি আদায় করে নেওয়ার দক্ষতা অনবদ্য। ও ক্রিজে থাকলে পুরো দল নিশ্চিন্তে থাকে। নন স্ট্রাইকার এন্ডের থেকে সব চাপ সরিয়ে নেয় বিরাট।'

৫০তম শতরানে বিরাট ও বিশ্বকাপের আসরে অন্যতম সেরা স্পেল করে সামি সেমিফাইনালের স্পটলাইট কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু নাসের হুসেন মনে করছেন, এই দলটার আসল হিরো অধিনায়ক রোহিত। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের কথায়, 'শিরোনামে হয়তো বিরাট ও সামি থাকবে। শ্রেয়স আইয়ারও জায়গা পাবে। কিন্তু আমার মতে, এই দলটার আসল হিরো রোহিত। ও ভারতীয় দলের সংস্কৃতিকে বদলে দিয়েছে। ২০২২ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত ভীতু ক্রিকেট খেলেছিল। ইংল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরে যায়। তারপর থেকে ভারতীয় দলকে বদলে দিয়েছে রোহিত। নিজে আগ্রাসী ব্যাটিং করছে, গোটা দল আগ্রাসন দেখাচ্ছে। গতকাল চলতি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম বড় পরীক্ষা ছিল। পাওয়ার প্লে-তে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রোহিতই চাপ সরিয়ে দেয়। ফলে বাকিরা খোলামনে খেলতে পেরেছে।'

ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান

স্থান	নাম	দেশ	ম্যাচ	রান
১	বিরাট কোহলি	ভারত	১০	৭১১
২	কুইন্টন ডি কক	দক্ষিণ আফ্রিকা	১০	৫৯৪
৩	রাচিন রবীন্দ্র	নিউজিল্যান্ড	১০	৫৭৮
৪	ড্যারিল মিচেল	নিউজিল্যান্ড	৯	৫৫২
৫	রোহিত শর্মা	ভারত	১০	৫৫০

ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট

স্থান	নাম	দেশ	ম্যাচ	উইকেট
১	মহম্মদ সামি	ভারত	৬	২৩
২	অ্যাডাম জাম্পা	অস্ট্রেলিয়া	১০	২২
৩	দিলশান মদুশঙ্কা	শ্রীলঙ্কা	৯	২১
৪	জেরাল্ড কোয়েৎজে	দক্ষিণ আফ্রিকা	৮	২০
৫	জসপ্রীত বুমরাহ	ভারত	১০	১৮

জাদেজার প্রশংসায় শায়ের হলেন সূর্য

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেরা ফিল্ডারের মেডেল পেলেন রবীন্দ্র জাদেজা। আর তাঁর প্রশংসায় শায়ের বনে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার আগের ম্যাচে পুরস্কারটি জেতা সূর্যকুমার যাদব। জাড্ডুর প্রশংসায় তিনি টেনে আনেন চিতা-বাজপাখি, এমনকি রাজাদের দাপটের কথাও বলেছেন। সূর্যকুমার বলেছেন, 'চিতে কি চাল, বাজ কি নজর, রয়্যাল নভগণ কি ফিল্ডিং সে কোহি বাচ নেহি সকতা হে। কভি ভি মেডেল লে সকতা হে।' রবিবার সেরা ফিল্ডারের নাম ঘোষণায় টি দিলীপ কোনও চমকের পথে যাননি। যার জন্য কৈফিয়ত দেওয়ার ঢংয়ে তিনি বলেছেন, 'কোনও শৈল্পিকভাবে নাম ঘোষণা নয়। খেলোয়াড়রা মাঠে যা করেছে তারপর অন্য কোনও কিছু করার প্রয়োজনও নেই। নিজেদের অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে ফিল্ডাররা।' জাদেজার প্রশংসায় তাঁকে 'গার্ডিয়ান' বলে সম্বোধন করেন ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ। বলেছেন, 'তুমি যেভাবে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকো, তাতে কোনও বল কষ্ট করে বেরিয়ে যেতে পারে না। চাপের মুহূর্তে তোমার ওই ক্যাচ ম্যাচে অনেকটাই ফারাক গড়ে দিয়েছে।' তবে সেরা ফিল্ডারের নাম ঘোষণা নিরামিষ হতে দেননি লোকেশ রাহুল। পুরস্কারের জন্য মনোনয়নে দিলীপ প্রথমেই মহম্মদ সিরাজের নাম ঘোষণা করেন। এরপর যখন তিনি রাহুলের নাম করে প্রশংসা করছিলেন, তখন ভারতীয় উইকেটকিপার বলেন, 'আমাকে মেডেল দিন স্যর। স্রেফ মেডেল দিয়ে দিন আমাকে।' যা শুনে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে উপস্থিত সবাই রাহুলকে বিদ্রুপ করতে থাকেন। সবচেয়ে সরব ছিলেন জাদেজাই। বিরাট কোহলিও জোরে জোরে হাসতে থাকেন।

জাদেজাকে মেডেল পরাচ্ছেন সূর্যকুমার।

প্রস্তুতি ম্যাচে খেললেন না বোরহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ২৫ নভেম্বর আইএসএলের পরের ম্যাচে নামার আগে শুক্রবার ট্রাউ এফসি-র সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল ইস্টবেঙ্গল এফসি। আই লিগের দলের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতল লাল-হলুদ ব্রিগেড। গোল দুটি করেন ক্লেইটন সিলভা ও মোবাসির রহমান।

সাউল ক্রেসপো, সৌভিক চক্রবর্তী, মন্দার রাও দেশাইদের মতো সিনিয়ার দলের নিয়মিত ফুটবলারদের পাশাপাশি রিজার্ভ দলের আমন সিকে ও পিভি বিষ্ণু প্রথম একাদশে ছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকলকেই দেখে নেন কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। হালকা চোট থাকায় এই ম্যাচে বোরহা হেরেরাকে খেলানো হয়নি। অন্যদিকে, প্রায় সেরে উঠেছেন ভানলালপেকা গুইতে। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে চোট পাওয়া তুহিন দাসের সেরে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলেই ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর।

সামিদের কথা হেডের মুখে

ইডেন থেকে ফাইনালের হুংকার ক্যাপ্টেন কামিন্সের

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : একপেশে অজি দাপটে শুরু।

যদিও জয়টা এল রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর। প্রতিটি রানের জন্য দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধের শেষে স্বস্তির জয়। আরও একটা ফাইনালের টিকিট আদায়ের উচ্ছ্বাসের মাঝেও যে উত্তেজক টক্করের কথা প্যাট কামিন্সের গলায়। অজি অধিনায়ক জানান, দুর্দান্ত ম্যাচ। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক রক্তচাপ বাড়ানো পরিস্থিতিতে কাটানোর পর স্বস্তি।

কঠিন পরিস্থিতিতে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় রেখে দলের উতরে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইডেন গার্ডেন্স থেকেই ফাইনালের হুংকার কামিন্সের। বলেও দিলেন, ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের খেতাবি যুদ্ধে নামার জন্য ছটফট করছেন। আর পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠ খেতাবই যে লক্ষ্য, বলার অপেক্ষা রাখে না।

দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে কামিন্স ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'বাড়তি স্পিন হবে, এরকমই প্রত্যাশা ছিল। ভাবিনি নতুন বলে স্টার্সি (স্টার্ক), জোশ (হ্যাজেলউড) এরকম শুরু দেবে। সঙ্গে ফিল্ডিং। টুর্নামেন্টের শুরুতে ফিল্ডিং ভুগিয়েছিল। আজ সেই ক্ষতে প্রলেপ। ৩৭-এ পা রাখা ওয়ার্নার যেভাবে মাঠজুড়ে দাপিয়ে বেড়াল, প্রতিটি রান বাঁচানোর জন্য ঝাঁপাল, অধিনায়ক হিসেবে খুশিটা দ্বিগুণ হতে বাধ্য।'

অস্ট্রেলিয়াকে ফাইনালে তুলে ফিরছেন প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক। বৃহস্পতিবার।

২১৩-র অপেক্ষাকৃত সহজ টার্গেট। কিন্তু প্রোটিয়া বোলিং দাপটে যা একসময় প্রায় অসম্ভব দেখাচ্ছিল। তফাত গড়ে দেয় ট্রাভিস হেডের বিস্ফোরক শুরুটা। ফলে মাঝে জোশ ইনগ্লিস, স্টিভেন স্মিথদের ছোট ছোট ইনিংসে লক্ষ্যে পৌঁছোতে অসুবিধা হয়নি। দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিয়ে ম্যাচের সেরা হেডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কামিন্স বলেছেন, 'দুরন্ত ব্যাটিং। আগ্রাসী ফর্ম এদিনও বজায় রাখল। ইনগ্লিসের ইনিংসটাও গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই স্পিনারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করল। ফাইনালের আগে এই প্রচেষ্টা, প্রাপ্তিগুলি আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

২০১৫ সালের বিশ্বজয়ী অজি দলের সদস্য ছিলেন। এবার অধিনায়ক হিসেবে সেই বিশ্বকাপ হাতে তোলার সুযোগ। কামিন্স জানিয়েও দিলেন, আহমেদাবাদের টক্করের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

বল হাতে জোড়া উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসকে আটকে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন হেড। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠা হেনরিচ ক্লাসেন-ডেভিড মিলারের জুটি ভাঙেন। এরপর ৬২ রানের আগ্রাসী ইনিংস। অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে সেরার পুরস্কার হাতে হেড বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য ম্যাচ। ডাগআউটে বসে রক্তচাপ বাড়ছিল। গত তিন-চারদিন ধরে এখানে আছি। উইকেট সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল। সেভাবেই নিজেকে প্রয়োগ করেছি।'

ক্লাসেনের উইকেট পেয়ে বাড়তি তৃপ্তিটা আড়াল করলেন না। হেডের কথায়, ইডেনের পিচে বল ঘুরবে। সেকথা মাথায় রেখে বোলিংয়ের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ভাবেননি ওভাবে ক্লাসেনের রক্ষণ ভেদ করে উইকেট ভেঙে দিতে পারবেন। ২১৩ জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ঝড়, সেটাও পরিকল্পনার অঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকার হার্ডল পেরিয়ে এবার ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনাল যুদ্ধ। আর যেখানে পথের কাঁটা যে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ভারতীয় বোলিং ব্রিগেড, মেনে নিচ্ছেন সেমিফাইনালের নায়ক।

অস্ট্রেলিয়া যখন বিজয়োৎসবে মেতে, ঠিক উলটো ছবি দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে। সেমিফাইনালে আরও একবার আটে যাওয়ার হতাশা নিয়ে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা মেনে নেন, এই হারটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে। বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দনের পাশাপাশি ফাইনালের জন্য শুভকামনা জানান। কিন্তু আক্ষেপটা আড়াল করতে পারেননি। মরিয়া লড়াই, দল বেঁধে প্রতিটি ইঞ্চির জন্য ঝাঁপানো। দলের প্রচেষ্টাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে একটাই আক্ষেপ, ক্লাসেন-মিলার জুটিটা যদি আরও কিছুক্ষণ টিকে যেত, ম্যাচের অঙ্কটা হয়তো বদলে যেতে পারত।

আর আক্ষেপ নিয়েই আবারও চার বছরের অপেক্ষা। শেষ কোথায়, উত্তরটা অজানা পাঁচবার সেমিফাইনালে হারা দক্ষিণ আফ্রিকার।

রবিবারের চাঁদের হাটে থাকবে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ শো

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর : পরিকল্পনা করেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা যায়নি।

গত ১৪ অক্টোবর নবরাত্রির আহমেদাবাদে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু তারপরও সেই অনুষ্ঠান তেমন জমেনি। রবিবারের বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাই চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। জানা গিয়েছে, রবিবারের ম্যাচকে কেন্দ্র করে তাই একঝাঁক অভিনব পরিকল্পনা করেছে বিসিসিআই। যার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন রয়েছে, তেমনই থাকছে ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্য কিরণ অ্যারোবেটিক দলের অভিনব শো। জানা গিয়েছে, মোট নয়টি যুদ্ধবিমান নিয়ে খেলা শুরুর আগে দশ মিনিটের বিশেষ শো হবে মোদি স্টেডিয়ামের আকাশে। যার মাধ্যমে রোহিত শর্মার ভারতীয় দলকে বিশ্বকাপে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করার জন্য সম্মান জানানো হবে।

থাকছেন মোদি, কপিল, শচীন, ধোনিরা

এখানেই শেষ নয়। চমকের এখনও অনেক বাকি। সূত্রের খবর, বড় অঘটন না হলে রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হাজির থাকতে চলেছেন। তিনি ছাড়াও বিসিসিআইয়ের সব শীর্ষ কর্তারাই থাকবেন সেদিন। দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বজয়ী দুই অধিনায়ক কপিল দেব ও মহেন্দ্র সিং ধোনিরও হাজির থাকার কথা রবিবারের মোদি স্টেডিয়ামে। মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকারও থাকছেন। জাতীয় দলের প্রাক্তন সব ক্রিকেটারকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বিসিসিআই। শেষ পর্যন্ত কতজন মোদি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে হাজির হবেন, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। কিন্তু জীবিত সব প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটারদের কাছেই পৌঁছে গিয়েছে আমন্ত্রণপত্র।

বিশ্বকাপ ফাইনালের এমন মায়াবী চাঁদের হাটের মঞ্চকে আরও রঙিন ও মায়াবী করে তোলার জন্য থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। যেখানে দুপা লিপা, প্রীতম চক্রবর্তী, আদিত্য গাডহাবিরা পারফর্ম করবেন। রাতের দিকে গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার এক প্রতিনিধি বলছিলেন, 'ভারত ১২ বছর পর ফের বিশ্বকাপের ফাইনালে। রবিবারের ফাইনাল ম্যাচের ফল শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ সাফল্যকে আরও রঙিন, মায়াবী করে তোলার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না বিসিসিআই।'

সঙ্গে দেশজুড়ে রোহিতদের সম্মান জানানোর পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ দুপুরে মুম্বই বিমানবন্দরে জাতীয় পতাকার মধ্যে দিয়ে হেঁটে রোহিতদের বিমানে তোলার মাধ্যমে ক্রিকেট বিশ্বকাপ উৎসব এখন একেবারেই অন্তিম লগ্নে। আর সবাই ভারতের বিশ্বজয়ের সাফল্যের আশায় প্রহর গোনার কাজটা শুরু করে দিয়েছে।

কুয়েতে স্মরণীয় জয় ভারতের

কুয়েত-০ ভারত-১ (মনবীর)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সারা দেশ যখন মাত্র একদিন আগেই ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার উচ্ছ্বাসে ভাসছে তখন আর এক ভারতীয় দল দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল কুয়েত সিটিতে। আর বন্ধু বিরাট কোহলির পরাক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়েই বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে জয় দিয়ে শুরু সুনীল ছেত্রীদের।

কম ভুল করতে হবে, বলেছিলেন সুনীল। এদিন সেই মন্ত্র কাজে লাগিয়েই বাজিমাত। ৭৫ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল মনবীর সিংয়ের। তার মিনিট দশেক আগেই নাওরেম মহেশ সিংয়ের পরিবর্তে নেমেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। আর তিনি নামতেই ভারতের আক্রমণের ধার বাড়ে। এদিনই কাতারের কাছে ৮-১ গোলে হার আফগানিস্তানের। এহেন দলের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেদের চাঙ্গা করাটা জরুরি ছিল ভারতীয় দলের। মনবীর ঠিক সেটাই করলেন দলের জন্য। বিদেশের মাটিতে এই ১-০ জয়ের ফলে বাছাই পর্বের শুরুটা দুর্দান্ত হল ভারতের।

জিকসন সিং না থাকায় অনিরুদ্ধ থাপাকে বসিয়ে সুরেশ সিং এবং আপুইয়াকে রালতেকে নামিয়ে দেন। একটা সময়ে তাঁর প্রতি বিরক্তি থাকলেও এখন যে হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসাবে আপুইয়াই কাজে দেবেন এটা বুঝেই স্টিমাকের এই সিদ্ধান্ত। ৪-৪-২ ছকে খেলালেও কখনও কখনও সেটা ৪-৩-৩ হয়ে গিয়েছে। এদিন তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রভ ছিলেন মহেশ। দুই-একবার বিচ্ছিন্নভাবে সুনীলকে বল বাড়ালেও তাঁর সেই ঝাঁঝটা ছিল না বলেই ৬৫ মিনিটের পর তাঁকে বসিয়ে ছাঙ্গতেকে নামান স্টিমাক। তুলনায় মনবীর শুরু থেকেই ছিলেন অনেক বেশি সক্রিয়।

মনবীর সিংকে কেন্দ্রে রেখে কুয়েত সিটিতে গোলের উল্লাস ভারতীয় দলের।

ডিফেন্স নিয়ে কোনওরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় না গিয়ে স্টিমাক সন্দেশ ঝিংগানের সঙ্গে সেন্টার ব্যাক হিসাবে আল হিলালের বিরুদ্ধে ৯০ মিনিট খেলা রাহুল ভেকেকে খেলালেন। তাঁর ক্লাব সতীর্থ মেহতাব সিংয়ের তুলনায় তাঁকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকায় গুরপ্রীত সিং সান্ধুরও সুবিধা হয়।

এদিন ভরা জাবের আল আহমেদ স্টেডিয়ামে নিজেদের সমর্থকদের (ভারতীয়ও ছিলেন যথেষ্ট) সামনেও অত্যন্ত সাদামাটা কুয়েত। কেন ভারত সাফ কাপে কুয়েতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং কেন তাদের ফিফা র‍্যাংকিং ১৩৬, তার প্রমাণ মাঠেই দিয়েছে তারা। মূলত অ্যাওয়ে ম্যাচ বলেই ড্র রাখা লক্ষ্য ছিল স্টিমাকের। তবু আক্রমণে বাড়তি ঝাঁঝ এনে সাহসী হতেই একের সঙ্গে বোনাস হিসাবে এল আরও দুই পয়েন্ট। গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হওয়ার জন্য এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। তবু এই তিন পয়েন্ট কিন্তু পরবর্তীতে বিরাট কাজে দেবে, এটা এখনই বলা যায়।

ভারত : **গুরপ্রীত, নিখিল, ভেকে, সন্দেশ, আকাশ, মনবীর (লিস্টন), সুরেশ (রোহিত), আপুইয়া, সাহাল (অনিরুদ্ধ), মহেশ (ছাঙ্গতে) ও সুনীল (রাহুল)।**

মেঘলা দিনে উজ্জ্বল অজিরা

ছেলে মিচেলের খেলা দেখলেন জিওফ মার্শ

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। তাই ইডেন গার্ডেন্সে টিপটিপ বৃষ্টির সঙ্গে আচ্ছাদন মাঠে চলে আসতেই আশঙ্কার কালো মেঘ মাঠে উপস্থিত হাজার চল্লিশেক (পরে যা প্রায় ষাট হাজারে গিয়ে পৌঁছাল) দর্শকের মুখেও।

তার আগেই অবশ্য নটে গাছ মুড়ানোর মতো নুইয়ে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবু বৃষ্টি এসে যেন খানিক ছন্দপতন করে দিল অজি বোলারদের। আর তারই সুযোগে ডেভিড মিলার-হেনরিচ ক্লাসেন সামান্য আশা জাগালেন বঙ্গ ক্রিকেট দর্শকদের। যদিও ক্লাসেন আউট হতেই একদল উচ্ছ্বসিত হলেন। ঠিক পরিষ্কার নয়, কাকে সমর্থন করছিলেন তাঁরা। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া মূর্তিমান বিপদ হলেও হয়ে উঠতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার চোকার্স বদনাম ঘোচানো মুশকিল, এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন তাঁরা।

তবে নীল জার্সিতে ভারত বা বিরাট লেখা সমর্থকই এদিন বেশি ইডেনে। দুই-একজন এসেছিলেন সবুজ দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সি পরেও। লেসলি ক্লডিয়াস সরণির সামনে এরকমই কয়েকজনকে দেখে এক বিরাট কোহলি ভক্তের স্বগতোক্তি, 'দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সি পরেছে! হুঁ! কাণ্ড দ্যাখো।' পাশে দাঁড়ানো আর একজন বললেন, 'হয়তো তুকতাক করেছে।' সত্যিই তাই কিনা জানা নেই। আর তুকতাকের সবুজ জার্সি নয়, সত্যিই সুদূর জোহানেসবার্গ থেকে এসেছেন ইব্রাহিম দিলের-ইউসুফ কালেরা। এঁরা গুজরাটের বাসিন্দা ছিলেন কোনওকালে। প্রায় জনা দশেকের একটা গ্রুপ সরাসরি কলকাতায় এসেছেন এই সেমিফাইনাল দেখতে। ব্যবসা করেন। বিভিন্ন লটারি থেকে টিকিট পেয়েছেন সেমিফাইনাল ও ফাইনালের। শুক্রবারই আহমেদাবাদ উড়ে যাবেন ফাইনাল দেখতে। তবে সঙ্গে রয়েছে অন্য পরিকল্পনাও। সুরাটে তাঁদের পরিজনরা অনেকেই এখনও থাকেন। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছা আছে বলে জানালেন ইব্রাহিম। সিডনি থেকেও কিছু সমর্থক এসেছিলেন এদিন। তবে আম-অজিদের মতো এঁদের কথা বলায় সামান্য হলেও আপত্তি আছে বলেই মনে হল। তবে শুরুতেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন জিতবে অস্ট্রেলিয়াই।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল শুরুর আগে ইডেন বেল বাজাচ্ছেন রিকি পন্টিং।

ভরা মাঠে ব্যাটিংয়ের সময়ে মিলার ছাড়া বাকিদের সামনে তেমন দাঁড়াতে পারলেন না অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকানরা। যা দেখে নিশ্চিতভাবেই আনন্দ পেলেন মিচেল মার্শের বাবা জিওফ। এদিন তিনি খেলা দেখলেন ক্লাব হাউস আপার টায়ারের বাঁদিকের হসপিটালিটি বক্সে বসে। ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার লোনয়াবো সোসোবো। তিনিও পরিবার নিয়ে এসে হসপিটালিটিতে উঠে গেলেন অলক্ষ্যে। প্রায় কেউই তাঁকে চিনতে পারলেন না। তবে হাততালি পেলেন অবশ্য রিকি পন্টিং। অজি কিংবদন্তি যে আজও এদেশে সমান জনপ্রিয়, সেটা তিনি নিজেও বুঝলেন ঘণ্টা বাজিয়ে ম্যাচ শুরু করতে এসে। সম্ভবত তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তি প্রেরণা দিল মাঠে থাকা অজিদেরও।

আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলের সঙ্গে সেমিফাইনাল উপভোগ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সঙ্গে বলে দিলেন, 'ভারতের বিশ্বজয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী। শুধু বিরাট কোহলি নয়, গোটা দলটাই দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে। রোহিত শর্মাদের হাতে আমি কাপ দেখতে পাচ্ছি।'

অ্যাথলেটিক্স, টিটি দল রওনা

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিক্স ও টেবিল টেনিসের জন্য শিলিগুড়ি জেলা দল যথাক্রমে কলকাতা এবং বহরমপুর রওনা হল। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য ঘোষিত মেয়েদের টিটি দল- সাক্ষী দাস, প্রাপ্তি তালুকদার, বর্ণিকা নাথ, সায়ন্তনী দাস, সৃজনী বসু, ঈশিকা সরকার, প্রিয়াংশু বসু, শুভশ্রী গুহ, শুভ্রমিতা রক্ষিত, শুভেচ্ছা রায় ও স্নেহনিতা সাহা। ছেলেদের দল-মণীশ দাম, রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত, গোকুল সূত্রধর, দীপ ঘোষ, দেবরাজ ভট্টাচার্য, প্রান্তিক রায়, সায়ন দাস, সংগ্রাম সরকার, সপ্তর্ষ চক্রবর্তী, সৌমিক বসাক ও সুমিত ঘোষ। কোচ ও ম্যানেজার কবিতা রায় ও সুমন দত্ত।

অ্যাথলেটিক্স দল- সুনিত রায়, পার্থিব রুদ্র, ঈশ্বর বিশ্বাস, রূপক মালাকার, পিয়াস সরকার, বাসুদেব রায়, বিষ্ণুকান্ত ঝা, প্রীতম সিংহ, স্বাগতা নিয়োগী, সালমণি সিংহ, তিক্ষা পাল, পারমিতা লোধ, রোশনি আইচ, নিকিতা বাড়ুই, শিবাঙ্গি রায়, সমাপ্তি পোদ্দার, রিয়া মুর্মু ও নেহা পাসোয়ান। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দক্ষিণ দিনাজপুরে চলতি মাসের শেষে হবে। দলে গোবিন্দ বর্মন, সুদীপ বর্মন, সাগর মার্ডি, তুষার দাস, অনীক রায়, প্রীতম দাস, জিৎ রায়, প্রকাশ শৈব, রাজেশ দাস, শ্রাবণ রায়, আয়ুষ যাদব, হামিদুল আলি, আকাশ টোপ্পো, বিশ্বজিৎ রায়, এ ছেত্রী, শিশির রায়, প্রদীপ বর্মন, বিনীত ওরাওঁ ও বিকাশ নাগাসিয়া।

ইতিহাস বোপান্নার

তুরিন, ১৬ নভেম্বর : এটিপি ফাইনালসে ইতিহাস গড়লেন ভারতের বর্ষীয়ান টেনিস খেলোয়াড় রোহন বোপান্না। সবচেয়ে বেশি বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে জয় পেলেন তিনি। ৪৩ বছরের বোপান্না বুধবার ম্যাথু এবডেনকে সঙ্গে নিয়ে রিঙ্কি হিজিকাটা-জেসন কুবলারকে ৬-৪, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। বোপান্নার আগে এই কৃতিত্ব ছিল কানাডার ড্যানিয়েল নেস্টরের। তিনি ২০১৪ সালে এই নজির গড়েছিলেন। চলতি বছরেই বোপান্না সবচেয়ে বেশি বয়সে এটিপি মাস্টার্স ১০০০ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়েছেন। বোপান্না ও তাঁর অজি পার্টনারের এখনও সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। শুক্রবার ওয়েসলি কুলহফ-নিয়াল স্কুপস্কির বিরুদ্ধে বোপান্নারা খেলতে নামবেন। এই ম্যাচের ওপরই বোপান্নাদের সেমিফাইনালের টিকিট নির্ভর করে আছে।

শৈলেন্দ্রর ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজ বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মৃগাঙ্ক রায়-বিজয় বিশ্বাস, মিহির দে-দিলীপ হালদার, সুবোধ অধিকারী-দেবাশিস কর, বাদল রায়-মধু সূত্রধর, নয়ন দত্ত-স্বপন মজুমদার, অমল বসাক-বিজয় দে, আশিস দে-শ্যামসুন্দর মজুমদার, অভিজিৎ দত্ত-বিপ্লব মজুমদার, প্রণব দাস-অভিজিৎ হালদার, সুখেন্দু দাস-মিলন রায়, ধীরেন মণ্ডল-প্রণব সরকার, প্রদীপ সিনহা-অরুণ চৌধুরী, পরিমল মিত্র-কমলেন্দু গুহ, পঙ্কজ মণ্ডল-রাখাল পাল, হাবু রায়-জয়গোপাল সাহা ও বাবুলেশ মোদক-সন্দীপ সরকার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in